বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

জনাব এ কে এম টিপু সুলতান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	আহ্বায়ক
জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর, উপসচিব (পুলিশ-৩)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, উপসচিব (রাজনৈতিক-৩)	সদস্য
জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী, উপসচিব (আনসার-১)	সদস্য
জনাব ফৌজিয়া খান, উপসচিব (আইন-২)	সদস্য
জনাব মিঞা মুহাম্মদ আশরাফ রেজা ফরিদী, উপসচিব (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
জনাব সিরাজাম মুনিরা, সিনিয়র সহকারী সচিব (পুলিশ-২)	সদস্য
জনাব বিকাশ বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১)	সদস্য
জনাব প্রকাশ চন্দ্র কর্মকার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল)	সদস্য
জনাব আশাফুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৩)	সদস্য-সচিব

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন
অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক্‌নির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ বদ্ধপরিকর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রাক্কালে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংকলনটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। দেশকে সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিমুক্ত করার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে সরকার ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসরমাণ। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

সরকারের 'ভিশন, ২০৪১' সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা এখন বিশ্বের দরবারে মাইলফলক।

এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাদের কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডসংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার 'ভিশন, ২০৪১' কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদকনির্মূল, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন। জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা, নাগরিক অধিকার রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, জলদস্যু ও বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সাইবার ক্রাইম প্রতিহতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় সর্বদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা, সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থার আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পাবে। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের সঠিক প্রতিফলন এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

জননিরাপত্তা বিভাগ 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সম্মিলিতভাবে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশনায় যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ কে এম টিপু সুলতান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫৮

বাংলাদেশ পুলিশ ৫৯

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৮৫

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৯৯

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১১৩

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ১২৯

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৩৫

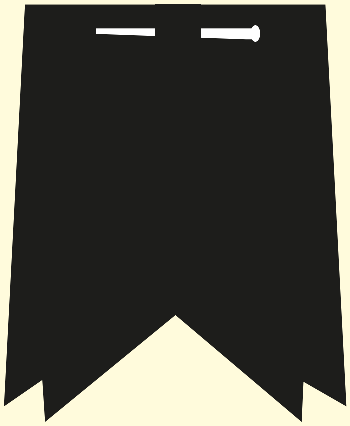

শ্রদ্ধা ও শোক

২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে পরলোকগমন করেছেন তাঁদের অকাল মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ড. বেনজীর আহমেদ
বিপিএম (বার)
পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম
এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম
বিপি, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী
এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

মুহ. আবদুল হান্নান খান, পিপিএম
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা,
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, জিয়াউল আহসান
বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনগণের নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার বিষয়টি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আদেশ, নির্দেশনা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন জারি করে যাচ্ছে। দুর্নীতি, মাদকনির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য হচ্ছে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন'। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, চোরাচালান, মাদকনির্মূল ও মানবপাচার রোধে সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপরাধের আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। একইসঙ্গে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রসিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তদন্ত সংস্থা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর-এরমাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভিশন

- নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

মিশন

- জননিরাপত্তাবিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ; এবং
- বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং
- সীমান্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা।

প্রধান কার্যাবলি

- জননিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতৎসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;
- সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

- যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান; এবং
- জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তি সম্পাদন।

জনবল : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৯৯	১৫৫	৪৪	-	-
বাংলাদেশ পুলিশ	২১৩১৯১	১৯৯৪১৭	১৩৭৭৪	৯৩১২১	
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৫৮২২৩	৫৫৯৪৮	২২৭৫	-	
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	২১৪৬৩	১৯৩৮৪	২০৭৯	-	
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৫,০৩৮	৩,৫২১	১,৫১৭	১,৯১৭	
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	৪৪	২৬	১৮	-	
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮৯	১৬৪	১২৫	-	-
মোট	২,৯৮,৪৪৭	২,৭৮,৬১৫	১৯,৮৩২	৯৫,০৩৮	

শূন্যপদের বিন্যাস

বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহের নাম	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জননিরাপত্তা বিভাগ			১৬	২৫	-	৩	৪৪
বাংলাদেশ পুলিশ	৫	৩৫	৭৭৪	১৭৮৬	১০১৬০	১০৫৪	১৩৭৭৪
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	০	২২	১১৮	৪৩২	১৪৪৮	৫৯	২০৭৯
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	-	-	৬৯৩	১১৭	১৩৬২	১০৩	২২৭৫
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	১	-	৩৪১	৫৬	১০৬৩	৫৬	১,৫১৭
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	-	-	০৫	০১	০৭	-	১৩
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	-	১	২৪	২৮	৫৩	১৯	১২৫
মোট	৬	৫৮	১৯৭১	২৪৪৫	১৪০৯৪	১২৯৪	১৯৮২৭

Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Guard, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proscription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than lated to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and areements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. ÔSuspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)Õ; during Emergency.
41. Administration of doctors, Paramedics, Nurses, Technicians and other medical Personnel under both the divisions of Ministry of Home Affairs.

সাংগঠনিক-কাঠামো

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

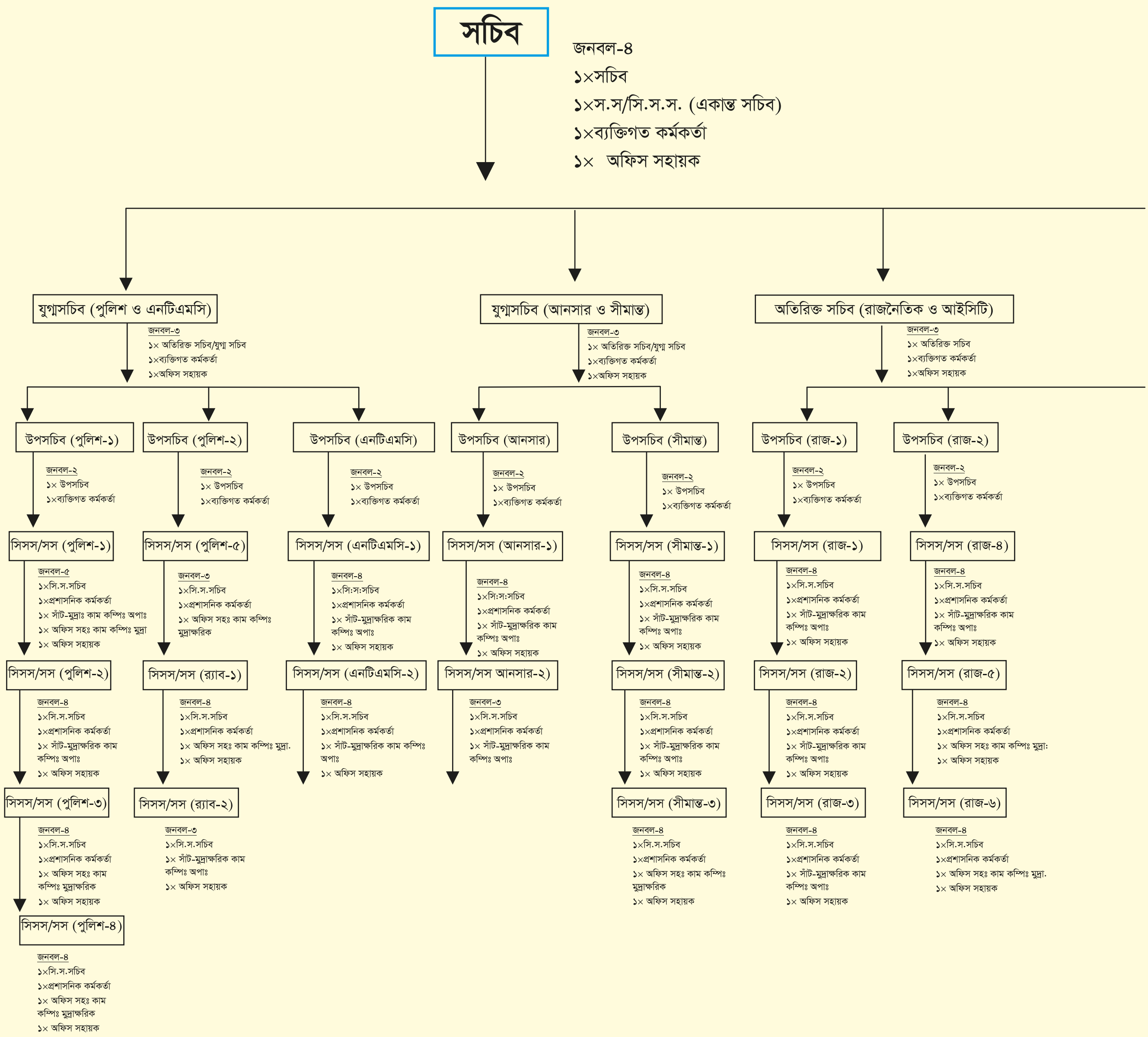

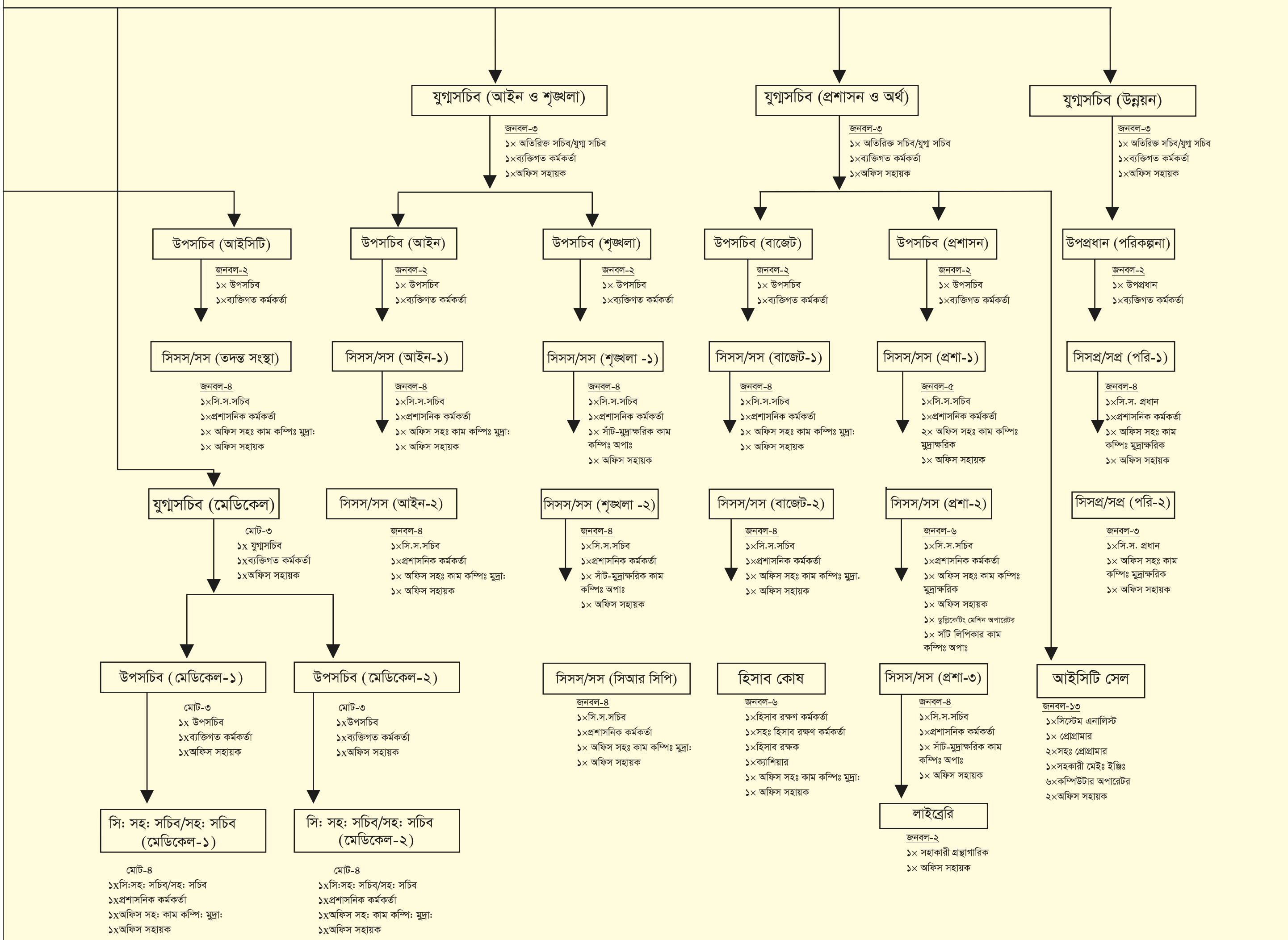

যুগ্মসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইসিটি)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (আইন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (শৃঙ্খলা)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপপ্রধান (পরিকল্পনা)
জনবল-২
১× উপপ্রধান
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (তদন্ত সংস্থা)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (আইন-১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (বাজেট-১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-১)
জনবল-৫
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসপ্র/সপ্র (পরি-১)
জনবল-৪
১×সি.স. প্রধান
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (মেডিকেল)
মোট-৩
১x যুগ্মসচিব
১xব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১xঅফিস সহায়ক
সিসস/সস (আইন-২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (বাজেট-২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা.
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-২)
জনবল-৬
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
১× ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১× সাঁট লিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
সিসপ্র/সপ্র (পরি-২)
জনবল-৩
১×সি.স. প্রধান
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (মেডিকেল-১)
মোট-৩
১x উপসচিব
১xব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১xঅফিস সহায়ক
উপসচিব (মেডিকেল-২)
মোট-৩
১xউপসচিব
১xব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১xঅফিস সহায়ক
সিসস/সস (সিআর সিপি)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
হিসাব কোষ
জনবল-৬
১×হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×হিসাব রক্ষক
১×ক্যাশিয়ার
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-৩)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
আইসিটি সেল
জনবল-১৩
১×সিস্টেম এনালিস্ট
১× প্রোগ্রামার
২×সহঃ প্রোগ্রামার
১×সহকারী মেইঃ ইঞ্জিঃ
৬×কম্পিউটার অপারেটর
২×অফিস সহায়ক
সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব (মেডিকেল-১)
মোট-৪
১xসি:সহ: সচিব/সহ: সচিব
১xপ্রশাসনিক কর্মকর্তা
১xঅফিস সহ: কাম কম্পি: মুদ্রা:
১xঅফিস সহায়ক
সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব (মেডিকেল-২)
মোট-৪
১xসি:সহ: সচিব/সহ: সচিব
১xপ্রশাসনিক কর্মকর্তা
১xঅফিস সহ: কাম কম্পি: মুদ্রা:
১xঅফিস সহায়ক
লাইব্রেরি
জনবল-২
১× সহকারী গ্রন্থাগারিক
১× অফিস সহায়ক

জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০২০-২০২১

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকনির্মূল-সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যথাযথ ও সুনির্দিষ্টভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার ৭৬৫ কোটি ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৮ শত ৯৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সামজিক অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তাজনিত ১৮টি আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তপশিলে ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করায় মোবাইল কোর্ট-এর কার্যক্রম পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে (১) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯; (২) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯; (৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০; (৪) পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২; (৫) আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯; (৬) গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন-২০১৮; এবং (৭) রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986, The Police Officers (Special Provisions) Ordinance, 1976 The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 এবং সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনসহ বেশ কিছু আইন/বিধি/প্রবিধান সংশোধনের কাজ চলমান।

পুলিশ বাহিনীকে প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব হিসাবে সেবা প্রদানের জন্য 'জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশুসহ সাধারণ জনগণ প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় না গিয়ে ঘটনাস্থল হতেই সহজে পুলিশের সহায়তা পাচ্ছে। টোল ফ্রি ৯৯৯ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের জন্য পুলিশি সেবা অনেকাংশে সুগম করেছে। জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৯৯৯-এর মাধ্যমে ৬৬,৮৬,২৮৪টি কলের বিপরীতে ২৪২,০৪৭ জনকে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কলগুলো ৯৯৯ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় সেবা প্রদান করা হয়নি।

সারাদেশে সকল জেলা হতে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সের সকল তথ্য একটি জাতীয় অনলাইন ডেটাবেজে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডেটাবেজ তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। লাইসেন্স সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পরিবর্তন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীদের অনুকূলে Smart Card সরবরাহ করার লক্ষ্যে ৬৪ জেলার সমন্বিত ডিজিটাল আর্মস লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DAMS)-এর সফটওয়ার তৈরির কার্যক্রম এবং সার্ভার সেটআপ সম্পন্ন হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক সফটওয়্যারটি উদ্‌বোধন করাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট ডিজিটাল আর্মস লাইসেন্স (Smart Card) বিতরণ করা হয়েছে। ডেটাবেজে তথ্য অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি জেলা হতে প্রদত্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তিসাপেক্ষে ডেটাবেজে অন্তর্ভুক্তির কাঁযক্রম সম্পন্ন করা হবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০টি অফিসে স্থাপিত ভেরিফাইড প্রাইভেট নেটওর্য়াক (ভিপিএন) কানেক্টিভিটি উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এর ফলে পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১২ জন আসামির মধ্যে সম্প্রতি ভারতে পলাতক ও আত্মগোপনে থাকা অন্যতম আসামি ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬ জন আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় ইতঃপূর্বে কার্যকর করা হয়েছে। পলাতক ৫ জন আসামির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে। ২০০৪ সালের একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত বিচারের রায় যথাসময়ে কার্যকর করা হবে।

নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য দেশের সকল জেলার পুলিশ সুপার, মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটের অপরাধ বিভাগসমূহের উপ-পুলিশ কমিশনার-এর কার্যালয়ে মোট ৮৮টি নারী সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী মামলা দায়ের, আইনগত পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলো হতে মোট ৬৯,৮০৮ জন নারী সহায়তা এবং নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ১,৬৯,৯২৫ জন সেবা প্রত্যাশী বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বয়স্ক-(নারী ৩৪,১৭৬ জন, পুরুষ-৩১,১৭৯ জন), নারী ৮৩,৮৪৭ জন, শিশু (ছেলে শিশু ৫৮৮১ জন, কন্যা শিশু ৯৫০২ জন), প্রতিবন্ধী-(নারী ২১৪৬, পুরুষ ১২৯৮, ছেলে ৮৮৪, মেয়ে ১০১২) জন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩২৩ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ৪১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিচারে ৯৬ জনের মধ্যে ৭০ জনের মৃত্যুদণ্ড, ২৫ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং ১ জনের ২০ বছর সাজা কার্যকর করা হয়েছে। হোলি আর্টিসানে ভয়াবহ হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল কতৃক জেএমবির ৭ সদস্যকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে কুটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। তন্মধ্যে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো-এর সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতাবিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দি প্রত্যার্পণ ও অপরাধবিষয়ক চুক্তি উল্লেখযোগ্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং সুরক্ষা বিভাগের অধীন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র হতে যাচিত চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন পৃথক একটি 'মেডিকেল ইউনিট' গঠনসহ এ ইউনিটের জন্য রাজস্ব খাতে ৫টি স্থায়ী ক্যাডার এবং ১২টি নন-ক্যাডার অস্থায়ী পদ সৃজন করে 'মেডিকেল উইং' গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বিভাগে জাতীয় বেতন স্কেলের ২০তম গ্রেডে 'অফিস সহায়ক'-এর ০৬ (ছয়) টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ১৫টি শূন্যপদে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১ জন বিভিন্ন পর্যায়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের Allocation of Business-এ সংশোধন আনা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি তিন মাসে এ কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। করোনা মহামারির কারণে এ কর্মপরিকল্পনার অধিকাংশ সভা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন হচ্ছে। এ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন, একটি সেবা সহজিকরণ ও একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী ধারণা হিসাবে 'Store Management Software' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসাবে 'Digital Arms Management System (DAMS)' সফটওয়্যার চালু করা হচ্ছে। অধিদপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন নিয়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (জুম) শোকেসিং আয়োজন করা হয়। উক্ত শোকেসিং এ বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে 'Eagle BD Police' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে 'Report to BGB' বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে 'Service Process Simplification' বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর পক্ষ থেকে 'Coast Guard Resource and Planning Management System: এনটিএমসির পক্ষ থেকে 'হ্যালো পাখি লোকেশন ফাইন্ডার' এবং তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর পক্ষ থেকে 'Store & Requisition Management System' উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, চোরাচালান দমন ও মামলার তদন্ত কার্যক্রমসহ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, জলদস্যু/বনসদ্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, এবং সাইবারক্রাইম দমনে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৭-২৭ মার্চ ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মালদ্বীপ ও নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, শ্রীলংকা, ভুটান ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিদেশি ভিভিআইস,ও সম্মানিত অতিথিগণের বাংলাদেশ সফরকালে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদানসহ আয়োজিত সকল ইভেন্টের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামিদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত INTERPOL-এর সদস্যদেশ সমূহেরসঙ্গে NCB-Dhaka, INTERPOL-এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক মাসকেট্রি অনুশীলনসহ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ফায়ারিং অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

টোলফ্রি ৯৯৯ (ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস-৯৯৯) চালু হওয়ার ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারছে। ফলে তাৎক্ষণিক সাধারণ জনগণ পুলিশি সেবা প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় না গিয়ে ঘটনাস্থল হতে সহজে পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ পুলিশ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারাদেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের থানাগুলোতে মানবপাচারের অপরাধে ২,৯৩১ জন আসামির বিরুদ্ধে ৬৩১টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং একই সময়ে ৫৭৬টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৪৫টি অ্যাসিড অপরাধসংক্রান্ত মামলা দায়ের, ২৬টি মামলায় অভিযোগ পত্রসহ ১২টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ১৫টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় ০১ জন ব্যক্তির যাবজ্জীবন মেয়াদে সাজা হয়েছে। সড়কে মহাসড়কে ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্রবিহীন যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিল-এর মাধ্যমে ২০২০-২০২১ সালে এ পর্যন্ত মোট ৭,৬১,৫৫,৬৬০/- (৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত ৬০) টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে এখন পর্যন্ত মোট ২,১৬,৯৩,৬২৬/- (২ কোটি ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত ২৬) টাকা মূল্যমানের চোরাচালান সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রত্যেক থানায়, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সেবা বুথ স্থাপন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন অ্যাপস-এর মাধ্যমে পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদানের মানউন্নয়ন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে পুলিশিং-এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মোট ৬০,৯৮১টি কমিটিতে ১১,১৭,০৮০ জন সদস্য কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এর মাধ্যমে মোট ৬৯,২১২টি ওপেন হাউজ ডে/জনসংযোগ সভা করা হয়েছে। জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে সেজন্য পুলিস অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ ৬৬টি সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ১২টি কার, ০৭টি মিনিবাস, ১১টি বাস, ০৮টি এ্যাম্বুলেন্স, ২২৫টি ডবল কেবিন পিকআপ, ১৯৯টি মোটরসাইকেল, ২৯টি ট্রাক এবং ২৪টি প্রিজনার্স ভ্যানসহ সর্বমোট ৫১৫টি যানবাহনসহ ১২টি অ্যাম্বুলেন্স, ১৬টি ঘোড়া, ১৫টি কুকুর ও ০২টি ঘোড়া টানা গাড়ি, কেন্দ্রীয় পুলিশ ওয়ার্কশপ প্রকল্পের জন্য ৮৪টি যন্ত্রাংশ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ০৬টি জিপ, ০৮টি ডবল পিকআপ, ৫পি এপিসি, ০৪টি সিসিভ, ০১টি ওয়াটার ক্যানন ও ০৪টি অ্যাম্বুলেন্সসহ সর্বমোট ২৮টি যানবাহন, ক্রয় করা হয়েছে।

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজিবি-এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে এ বাহিনীতে স্থাপিত একটি এয়ার উইং-এর জন্য ক্রয়কৃত ২টি অত্যাধুনিক এমআই-১৭১ই হেলিকপ্টার উদ্‌বোধন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিজিবি-এর ০৩টি রিজিয়ন, ০৪টি সেক্টর, ১৬টি ব্যাটালিয়ন ও আরবিজি কোম্পানিতে Capacity Max স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম-এর মাধ্যমে অতি সহজে ও নিরাপদভাবে গ্রুপ কল, প্রাইভেট কল, অল কল, ডিসপাস কল, রোমিং, টেক্সট, ম্যাসেজ সেন্ড, রিমোট মনিটরিং, লোকেশন ট্রাকিং, ভয়েস রেকর্ডিং করাসহ একযোগে ২৫০টি সাইট ও প্রত্যেক সাইটে ৩,০০০ সেট সংযোগপূর্বক নিরাপদ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিওপি-এর বিভিন্ন ইউনিটে ০১টি ১০০ ফুট লেটিস মাস্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অ্যানালগ রেডিও-এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল রেডিও নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হচ্ছে। যশোর রিজিয়নে বিজিবি-এর ডিজাস্টার রিকভারি সাইট তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের সাধারণ জনগণকে সীমান্ত সুরক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে 'রিপোর্ট টু বিজিবি' নামক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ সীমান্তসংক্রান্ত যে-কোনো ঘটনা সম্পর্কে বিজিবি-কে অবহিত করতে পারে। বিজিবি সদর দপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯৬টি লোকেশনে কানেক্ট করে ভিডিও কনফারেন্স করার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৩টি হেডকোয়ার্টার/ব্যাটালিয়নে (৫৪টি লোকেশনে) ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিজিবি-এর বিভিন্ন পর্যায়ে কমান্ডারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে। এতে এসকল কমান্ডারগণের কনফারেন্সের জন্য সীমান্ত ছেড়ে সদর দপ্তরে আসার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্টগার্ড

বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মতো সক্ষম সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ/সেবামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান করেন।

মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গাড-এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩০ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে গত ১৭ এপ্রিল ২০২০ হতে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর দুর্যোগকালীন ৭৪৩ জনকে আশ্রয় প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫১টি দেশি/বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬৯ রাউন্ডস তাজা গোলাবারুদ, ০৭ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ, ৫৫টি রামদা/কুড়াল/চাপাতিসহ ৩০,০০০/০০ টাকা মূল্যের রাসায়নিক সার আটক/উদ্ধার, ১৫৪৫,৪৪,০২,২৯৭/- (১৫৪৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ২হাজার ২ শত ৯৭ টাকা) টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ জাল বিনষ্ট ও ১,৪৪৬ জন জেলেকে আটক, ২৩৩,৫৭,১৯,১২০/- টাকা মূল্যের বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে।

সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ০৮ জন অপহৃত জেলে/ বাওয়ালী, বিভিন্ন দুর্ঘটনাকবলিত ৫৫৭ জন যাত্রী/ক্রু, ৩৫টি মৃতদেহ ও ১১টি বোট উদ্ধার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও এ বাহিনীর সক্ষমতা উন্নয়নে কোস্ট গার্ডের ০২টি অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি), ০৫টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ০২টি ফাস্প প্যাট্রোল বোট (এফপিবি)ও বিসিজি বেইস, ভোলা এর কমিশনিং, ১০,০২,৮৬,৩১৯/- (১০ কোটি ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩ শত ১৯ টাকা) ব্যয়ে বিসিজি স্টেশান, বরিশালের অধিগ্রহণকৃত ০৫ (পাঁচ) একর জমির বাউন্ডারি ওয়াল স্থাপন, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর ভবনের ২য় তলার করিডোর, লিফট, সিঁড়ি ও লবিতে মার্বেল প্রতিস্থাপন এবং তৎসংলগ্ন অফিস কক্ষসমূহের সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ, সদর দপ্তর ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন কাজ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তর সিকবে আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে কোস্ট গার্ডে ৫৫ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণি অসামরিক জনবল সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং অসামরিক কর্মচারীদের মধ্য হতে ০৪ জন তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারীদেরকে উচ্চতর গ্রেডে (তৃতীয় শ্রেণি) পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মতো সক্ষম সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪১তম জাতীয় সমাবেশ আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল আনসার ব্যাটালিয়নে নতুন কম্যাট পোশাক প্রচলন করা হয়েছে। সকল ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য ০৩ সেট নতুন কম্যাট পোশাকসহ ট্র্যাকস্যুট, কেডস্ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। অস্বচ্ছল ভিডিপি সদস্য পরিবারকে গৃহনির্মাণ সহায়তার অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ০৯টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৯টি ২ তলাবিশিষ্ট উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের আবাসনের জন্য ৪ টি ব্যারাকের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলায় রেস্ট হাউজ নির্মাণ, দিনাজপুর রেস্ট হাউজের আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ বাহিনীতে বছরব্যাপী পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১১৪টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৭৮,৯৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এ বাহিনীতে ৬ শত ৭২ জন মহিলা ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য এবং ভিডিপি সদস্যসহ ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৬২ জন সদস্য কর্মরত রয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানি ভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়েছে।

মহান জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে অন্যান্য বাহিনীর সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দায়িত্ব পালন করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, করোনা হাসপাতাল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিতরণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসের সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোবাইল কোর্ট/ ভেজালবিরোধী অভিযানে এনফোর্সমেন্ট ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর ২য় ঢেউ বিস্তার প্রতিরোধে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় স্থাপিত কোয়ারেন্টিন সেন্টারের নিরাপত্তায় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

সংস্থাটি বিগত ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০৬ জনের প্রত্যেকে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান এবং ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩,৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত জুলাই ২০২০ খ্রি. হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ০১ (এক) টি মামলায় ০৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন গঠিত 'ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)'-এ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে এনটিএমসি-তে Open Source Intelligence Technology (OSINT) এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে।

একটি ভেহিকেল মাউন্টেড মোবাইল ইন্টারসেপশন ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ চলমান। সংস্থাটির Storage Szstem: Expansion of Data Center Infrastructure and related services এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও একটি 'Integrated Lawful Interception Procurement of Integrated Lawful Interception (LI) System –Social Media Monitoring System (OSINT) and Related Services' এবং ০১টি ভেহিকেল মাউন্টেড মোবাইল ইন্টারসেপ্টর-এর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যা সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে। 'Nation Comes First' বা 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এনটিএমসি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন সংস্থার ডেটাবেজ এনটিএমসির-এর ইন্টেলিজেন্স পাটফর্মের সঙ্গে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া র‍্যাব ও জেল ইনমেট ডেটাবেজ ইন্সটলেশনসহ অন্যান্য ডোটাবেজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৯তম সভাটি বাংলাদেশে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ পক্ষে জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশসহ ১৬ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। অপরপক্ষে Shri Ajay Kumar Bhalla, Union Home Secretary, India এর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস দমন, চোরাচালান, মাদকপাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

০২-০৬-২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

১৬-০৬-২০২১ তারিখে গাজীপুর সফিপুর আনসার একাডেমিতে ২১তম ব্যাচ (পুরুষ) রিক্রুট ব্যাটালিয়ন আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. মহোদয়

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.-কে গত ১৬ জুন ২০২১ তারিখে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ২১তম ব্যাচ নবীন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে একটি গার্ড অব অনার-এর চিত্রকর্ম উপহার গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে রয়েছেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. মহোদয়ের সঙ্গে তাঁর অফিসকক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-এর চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সৌজন্য সাক্ষাৎ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে পুলিশের জন্য হেলিকপ্টার ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ পুলিশ এবং জে.এস.সি. রাশিয়ান হেলিকপ্টারস-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পুলিশ মেমোরিয়াল ডে-২০২১-এ কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যর প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. মহোদয়ের উপস্থিতিতে ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কুর্মিটোলা র‍্যাব সদর দপ্তরে ০৯ জন জঙ্গি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান

লস্ট এবং ফাউন্ড সেল স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কোনো মালামাল হারানো বা চুরি গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সরাসরি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'লস্ট এবং ফাউন্ড' সেলে অভিযোগ করলে সিসিটিভি, থার্মাল ক্যামেরার সহায়তায় হারানো বা চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচিবালয়ের ভিতরে ব্যবহার্য কোনো মালামাল পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেলে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিবেশ উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ গঠন হওয়াতে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সচিবালয়ের ৮ নং বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ কক্ষ, করিডোরসমূহের সংস্কার ও মেরামত করে কর্মপরিবেশ আধুনিক করা হয়েছে। তা ছাড়া একটি আধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্হিগমন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনের সম্মুখে ০২টি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. কর্তৃক উক্ত লিফট ০২টি শুভ উদ্‌বোধন করেছেন। এ ছাড়া পূর্বে ব্যবহৃত পুরাতন (অ্যানালগ) লিফ্টের মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ সারাদেশে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা করছে। এসকল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ডিএমপি, সিএমপি, এসএমপি, আরএমপি, কেএমপি, বিএমপি, আরপিএমপি ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে আগত নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান, আইনগত সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন এনজিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলো হতে মোট ১৬৯৯ জন ভিকটিম সেবা গ্রহণ করেছে।

থানা স্থাপন

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের সাংগঠনিক-কাঠামোতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলার সদর মডেল থানার অন্তর্ভুক্ত ঈদগাঁও তদন্ত কেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন ভাসানচর থানা, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাকে বিভক্ত করে 'দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া' থানা, সাতক্ষীরা জেলায় আশাশুনি থানাধীন বুধহাটা' তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত ডিআইজি-এর ৬টি রিজার্ভ (ক্যাডার) পদসহ ৮৯টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। এ ছাড়া র‍্যাব-১৫ ব্যাটালিয়ন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুরিকৃত ৬৭৭টি পদের বিপরীতে পুলিশের প্রাপ্য অংশ হিসাবে বিভিন্ন পদবির মোট ৩০৬টি পদের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯ জানুয়ারি ২০২১ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. কর্তৃক নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন নবগঠিত ভাসানচর থানা শুভ উদ্‌বোধন।

কুইক রেসপন্স টিম, নারী সহায়তা কেন্দ্র ডিএমপির কার্যক্রম

নারী সহায়তা কেন্দ্র

নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য দেশের সকল জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটের অপরাধ বিভাগসমূহের উপ-পুলিশ কমিশনার-এর কার্যালয়ের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ চলমান এসকল দপ্তরের প্রত্যেকটিতে ০১টি করে সারাদেশে মোট ৮৮টি নারী সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সারাদেশে নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলো হতে মোট ৬৯,৮০৮ জন নারী সহায়তা গ্রহণ করেছেন। নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী মামলা দায়ের, আইনগত পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক তৈরির সিদ্ধান্ত জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সার্ভিস ডেস্ক তৈরির লক্ষ্যে পুলিশ ২০ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে। সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং থানায় স্থাপনকৃত সার্ভিস ডেস্ক হতে জনগণ সেবা গ্রহণ করছেন।

'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' পরিচালনার জন্য প্রতিটি থানায় পৃথক কক্ষ ও প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছে। আইনগত সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা বা অন্য কোনো মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হলে সে বিষয়েও প্রয়োজনের সরকারি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ১,৬৯,৯২৫ জন সেবা প্রত্যাশী বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বয়স্ক-(নারী ৩৪,১৭৬ জন, পুরুষ ৩১,১৭৯ জন), নারী ৮৩,৮৪৭ জন, শিশু (ছেলে শিশু ৫৮৮১ জন, কন্যা শিশু ৯৫০২ জন), প্রতিবন্ধ-(নারী ২১৪৬, পুরুষ ১২৯৮, ছেলে ৮৮৪, মেয়ে ১০১২) জন। সার্ভিস ডেস্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
- এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল
- মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল

'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' এ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নারী ও শিশু নির্যাতন-সংক্রান্ত জনগণের নিকট থেকে ৮৮টি অভিযোগ ও পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩৫টি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ ও পেপার ক্লিপিংসমূহের মধ্যে ১৬৩টির অনুসন্ধান ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ

বিজিবি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিওপিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিওপিসমূহে মোটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং চোরাচালানপ্রবণ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে সার্চ লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। বেনাপোলের আমড়াখালী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ আইসিপি সংলগ্ন কয়লারমুখ চেক পোস্টে ২টি ভেহিকেল স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্যান্য অবৈধ দ্রব্যাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৬টি মোবাইল ভেহিকেল স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে যশোর জেলার পুটখালী সীমান্তে ১৩ কিলোমিটার, সাতক্ষীরা জেলার মাদরা সীমান্তে ১১ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে ১৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তে ১০ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার,

নওগাঁ জেলার হাপানিয়া-করম ডাঙ্গা সীমান্তে ১০ কিলোমিটার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্ত পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। অবশিষ্ট ১৯৯ কি. মি. এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম পরিকল্পনাধীন।

বেনাপোল ও সোনামসজিদ আইসিপিতে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম-এর হাইব্রিড টাওয়ার এবং সোলার প্যানেল

আন্তর্জাতিক চুক্তি

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসে অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশ/আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তি, পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি, বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ বিনিময় চুক্তি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে।

পিটিশন মামলা

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে সরকারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ১৪৪টি রিট পিটিশন, ১টি কনটেম্পট পিটিশন, ৭টি সুয়োমটো রুল, ১টি কোম্পানি ম্যাটার, ১টি অ্যাডমিরাল স্যুইট, ১টি সিভিল পিটিশনসহ সর্বমোট ১৫৫টি মামলা রুজু হয়েছে। যার মধ্যে ৬৭টি মামলা উক্ত অর্থবছরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকার পক্ষে ১টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের পক্ষে/বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবীগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রথম বারের মতো ২০২০ সনে বেসরকারি আইনজীবী প্যানেল হিসাবে ১০ (দশ) জন আইনজীবীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন, যুগোপযোগীকরণ ও কার্যক্রম

বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার যথাযথ আইনি সংস্কার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ লক্ষ্যে অপরাধ দমন, প্রতিরোধ ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি যথাযথভাবে পালন করছে।

আইনের যথাযথ ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তপশিলভুক্ত আইনের সংখ্যা ১০৯টি। এই আইনের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তপশিলভুক্ত আইনের আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

দেশ থেকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে সরকার সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করেছে। এ আইনের প্রয়োগের ম্যধ্যমে জননিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধীগণকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান প্রণয়ন করে সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এ বিভাগ হতে মোট ১১৪৭টি মামলায় সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯-এর বিধান মতে সরকারের পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।

তা ছাড়া দেশের সকল জেলায় চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ, অ্যাসিড মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। তদনুযায়ী প্রতিটি জেলা পর্যায়ে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলো মনিটরিং করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সভা করে হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য-সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড নিশ্চিত করে জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এ বিভাগের মাধ্যমে ১০৪২টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাজেট ও বরাদ্দসম্পর্কিত

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা, চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনসদ্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার ৭৬৫ কোটি ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৮ শত ৯৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পে অবস্থানের জন্য টেকনাফ এবং উখিয়া ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। জননিরাপত্তা বিভাগের অর্থায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৬৫ কোটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৪৭ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেষ্টনী এবং ১৩০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এসডিজি প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি

বিভিন্ন বাহিনীর জনবল ও ইউনিট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট চাহিদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৫৩৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় জনিরাপত্তা বিভাগের আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ১৫৯৭.০৮ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সিলিং ২৪৩৫.৩৬ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সিলিং ২৫৮৪.৪৬ কোটি টাকা।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসকল প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৩৭.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ১৪৩৫.৩৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০১.৮১ কোটি টাকা)। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩০৮.০৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৫%। উল্লেখ্য, মোট ৩৪টি প্রকল্পের মধ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের ২৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১২৬৩.৪৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১০৯২.৫৫ (৮৬%), বিজিবি-এর ০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৯.৪৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪৯.৪৬ (৯৯%), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৯৬.৯৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১৩৯.৭৪ কোটি টাকা (৭১%), আনসার ও ভিডিপি-এর ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫.২৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫.১৬ কোটি টাকা (৯৯%), এনটিএমসি-এর ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২১.০১ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২১.০১ কোটি টাকা (১০০%) এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১.০৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় ০.৮০ কোটি টাকা (৭৬%)। বিগত জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হয়েছে এমন ৫টি প্রকল্প হলো: (১) পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ: (২) ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ; (৩) বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়; (৪) ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিজিবি হাসপাতালসমূহের কার্যক্রম; (৫) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ।

১৭-০৬-২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এজন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। ইতোমধ্যে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত এপিএ কার্যক্রমের আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগে একটি এপিএ টিম বিদ্যমান। ৯ সদস্যবিশিষ্ট এ টিমে প্রশাসন, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাজেট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয় এবং এপিও সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এপিএ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন 'টিম লিডার' ও একজন 'ফোকাল পয়েন্ট' রয়েছেন। এপিএ টিম লিডার এপিএ টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব এবং এপিএ-এর অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব-কে অবহিত রাখেন।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বর্তমান সরকারের 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮'-তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (8FYP), মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা/দলিল, সরকারের অন্যান্য কৌশলপত্র, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MBF)'-তে উল্লিখিত Key Performance Indicator (KPI) এবং 'মুজিববর্ষ ২০২০-২২' উপলক্ষ্যে ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। এপিএ প্রণয়নকালে বিভিন্ন উদ্ভাবনী (Innovative) ও সংস্কারমূলক (Reforms) উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম খসড়া এপিএ 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS)' বিষয়ক Software-এর মাধ্যমে দাখিল করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এপিএ পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন-এর কাছ থেকে জনাব রুহী রহমান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), জননিরাপত্তা বিভাগ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) পুরস্কার গ্রহণ করেন

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

রাষ্ট্র, সমাজের ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনায় সমুন্নত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের মূলনীতি। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করে ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করা হয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ ত্রৈমাসিকভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ বিভাগের ১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের স্ব-মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি এবং সুশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দুদকের স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) ও তথ্য বাতায়নে সংযোগকরণসহ কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার উত্তম চর্চার তালিকা (Best practices) প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থা তা যথাযথ বাস্তবায়ন করছে।

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম-এর উপস্থিতিতে জননিরাপত্তা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয় নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭.০৬.২০২০ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্রেড-১ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মজুমদার, উপসচিব; গ্রেড ১১হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী জনাব মো: রাশিদুল ইসলাম খাঁন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে হতে মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, এনডিসি, পিএসসি,জি, মহাপরিচালক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাঁদের প্রত্যেকের অনুকূলে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসাবে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার নির্দেশিকা অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১০ জুন ২০২১ তারিখে দক্ষতাবৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান-সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‍্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ১৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৬৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

জনাব রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কর্তৃক ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক সেমিনার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১০ জুন ২০২১ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য 'দক্ষতাবৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান' সংক্রান্ত কর্মশালা

এই ছবির ভালো ছবি লাগবে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র. নং.	শিরোনাম	বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল
০১	AOMS (Audit Objection Management System) সফটওয়্যারের মাধ্যমে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য এবং অডিট আপত্তি সমাধান কোন পর্যায় আছে তা সবসময় সঠিকভাবে জানার জন্য একটি Audit Objection Management System সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১.ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে ইউজার তৈরি করা এবং ইউজার-এর রোল অনুসারে সিস্টেম এ অ্যাক্সেস পাবে। ২. প্রত্যেক ইউজার নতুন অডিট আপত্তি আপলোড করতে এবং মতামত দিতে পারবে, যদি কোনো মিটিং-এর প্রয়োজন হয়, তা হলে অডিট আপত্তি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মিটিং-এর লিংক, আইডি ও পাসওয়ার্ড জানানো যাবে এবং ই-মেইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানানো যাবে। যদি সব ঠিক থাকে, তবে অডিট আপত্তি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার থেকে নির্দিষ্ট অডিট আপত্তি ডকুমেন্ট পিডিএফ আকারে বের করতে পারবে। ৩. অডিট আপত্তি সমাধান করার পর সব ডকুমেন্ট সিস্টেম এর আর্কাইভ এ জমা থাকবে, যা যে-কোনো সময় ইউজার দেখতে পাবে। ৪. ইউজার অনুসারে, তারিখ অনুসারে এবং ক্যাটাগরি ও সাব-ক্যাটাগরি অনুসারে এ সফট্ওয়্যার থেকে অডিট-এর রিপোর্ট বের করা যাবে।
০২	Digital Access Control System	বর্তমানে সচিবালয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং দর্শনার্থীরা ডিজিটাল পাশ সিস্টেম-এর আওতায় প্রবেশ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাশ সংগ্রহ করে সচিবালয়ে প্রবেশ করে থাকেন।এছাড়া অন্যান্য শ্রেণির ব্যক্তিগণ ও সভায় অংশগ্রহণকারীও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাশ সংগ্রহ করে সচিবালয়ে প্রবেশ করে থাকেন। এতে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশ-এর আওতায় সকল প্রবেশকারীদের ডিজিটাল এ বায়োমে-ট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য Digital Access Control System সফট্ওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১। Unified Digital Pass Management System-এর আওতায় সকল প্রকার প্রবেশকারী একটি ডিজিটাল সিস্টেম এর আওতায় আনা হবে, যা 'জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিটিআরসি (মোবাইল ডেটাবেজ) সার্ভারের সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য যাচাই করে সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। ২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে NID Verification-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা, কর্মচারী, দর্শনার্থী, সভায় অংশগ্রহণকারী, বহিরাগত অন্যান্য সরকারি চাকরিজীবীসহ সকল প্রকার প্রবেশকারীর জন্য পাশ প্রদান কক্ষ থেকে আবেদন করে অতিদ্রুত সংগ্রহ করা যাবে, যা হবে একটি One Stop Service ব্যবস্থা। ৩। সকল প্রকার প্রবেশকারীদের তথ্য একটি ডেটা সেন্টারে অত্যন্ত নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে। ৪। সকল প্রকার পাশ One Stop Service এর মাধ্যমে সচিবালয়ে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রবেশকারীর তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। ৫। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আইরিশ স্ক্যানার, NID Verification, Operator Database, KIOSK Terminal, Face Recognition System, Firewall Implementation, LAFIS (Life Facing Identification System) Central Database System, যে-কোনো স্থান থেকে পাশ প্রদানের জন্য ওয়েব অ্যাপলিকেশন ও মোবাইল (Native) অ্যাপলিকেশন, 2-way Verification-এর জন্য Unified Digital Pass Management System টি হবে সর্বাধুনিক এবং সুরক্ষিত একটি সিস্টেম।
০৩	Store Management System	জননিরাপত্তা বিভাগের মালামালের চাহিদা পূর্বে manually কাগজে লিখে করা হতো। অনেক সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপস্থিত না থাকলে মালামাল গ্রহণ ও প্রেরণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এ অসুবিধা দুর করার জন্য Store Management System সফট্ওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১. মালামালের চাহিদাপত্র অনলাইনে প্রেরণ করা যায়। ২. মালামলের হিসাব সবসময় আপডেট থাকে। ৩. কোন শাখা কোন আইটেম কতগুলো নিয়েছে সে হিসাব দ্রুত সময়ে পাওয়া যায়। ৪. সারাবছর কোন আইটেম কতগুলো লেগেছে সে হিসাব দ্রুত পাওয়া যায়। ৫. মালামাল শেষ হওয়ার পূর্বে অ্যালার্মিং সিস্টেম থাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। ৬. এতে সময়, শ্রম এবং জনবলের সাশ্রয় হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সচিবালয়ে প্রবেশ ব্যবস্থায় ‘Digital Access Control System’

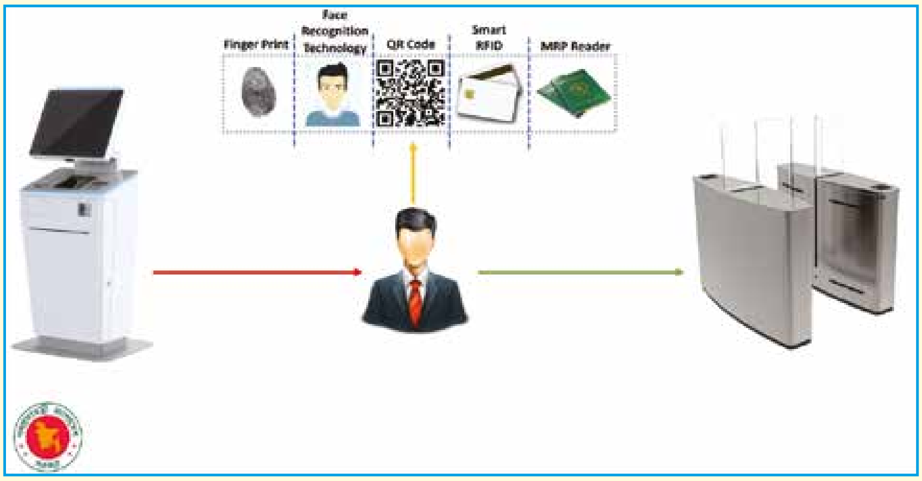

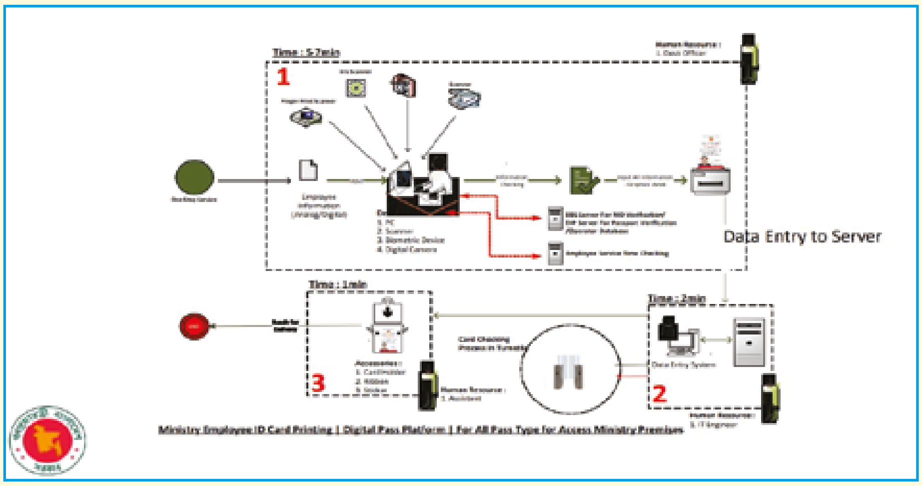

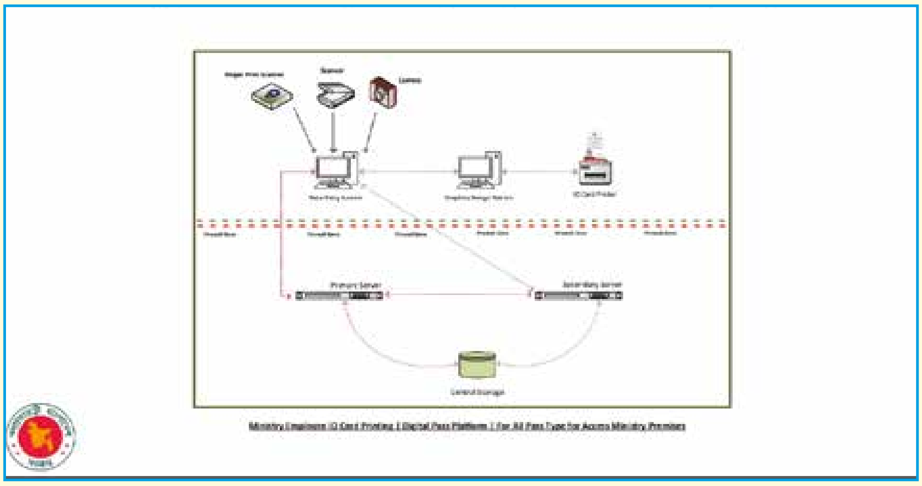

সচিবালয়ের প্রবেশমুখে ডিজিটাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন

২০২০-২১ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবকগণকে প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন সম্মাননা স্মারক উপহার দিচ্ছেন

সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ

Submarine Cable Landing Station (Cox's Bazar)-এ জননিরাপত্তা বিভাগের ইনোভেশন টিম

Submarine Cable-এর কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা

পরিদর্শন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এপিএ, ইনোভেশন এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক কর্তৃক পদত্ত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিজিবির বিওপি টহল কার্যক্রম ও কোস্টগার্ডের বেজ/স্টেশন/আউটপোস্ট পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করে থাকে।

জনাব এ কে এম টিপু সুলতান, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক মেহেরপুর সদর থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক পরিদর্শন

জনাব এ কে এম টিপু সুলতান, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক মেহেরপুর থানা পরিদর্শন এবং কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সকল পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কর্মসূচি :

জননিরাপত্তা বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ভবন-০৮, বাংলাদেশ সচিবালয়) ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ১০-০৩-২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত নিরাপত্তাবিষয়ক উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

এ ছাড়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাতের সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের এ দুর্দান্ত অর্জন পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক ০৭ মার্চ তারিখে সারাদেশে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং থানায় স্থাপিত সার্ভিস ডেস্ক হতে জনগন সেবা গ্রহণ করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বিভাগের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পুলিশ অধিদপ্তরে 'ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স সেবা পাচ্ছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জান খান, এম.পি. এর সভাপতিত্বে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' সংক্রান্ত সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট/অফিসে যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে জাতির জনকের ০১ (এক) টি সুদৃশ্য মুর‍্যাল স্থাপন করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ অফিসের সামনে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার' স্লোগানসংবলিত ডিজিটাল টিভি মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী রাষ্ট্রীয়ভাবে গত ১৭-২৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভারত, ভুটান ও শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন সম্মানিত অতিথিগণ/ভিভিআইপিগণের হোটেলে আগমন ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে গমনাগমণকালীন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-কে আধুনিকায়ন এবং এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে মুজিবশতবর্ষের অঙ্গীকার-স্বাবলম্বী বাংলাদেশ 'শত নৌকায় কর্ম উদ্দীপনা' স্লোগানে বিজিবি কর্তৃক হতদরিদ্র মাঝিদের মাঝে ১০৫ (একশত পাঁচ) টি নৌকা বিতরণ করা হয়েছে।

'শত নৌকায় কর্ম উদ্দীপনা' স্লোগানে বিজিবি দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে মেঘনা ও মাওয়া ঘাট, ভোলা চরপাতা এলাকা, নীলডুমুর, রাজশাহীতে হতদরিদ্র মাঝিদের মাঝে ১০৫ (একশত পাঁচ) টি নৌকা বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন হিসাবে রূপান্তরের জন্য সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি)-এর অধীন নবীনগর বিশেষ ক্যাম্প-কে বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামসহ প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন, আনসার ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসকল অবদান রেখে চলেছে তার উপর নির্মিত 'বিশেষ নাটক', 'যে পথে নারীর মুক্তি' ও 'আলোর যাত্রী' নামক ০৩টি নাটক ডিভিডি আকারে প্রস্তুত করে সকল ইউনিটে প্রেরণ ও বারবার প্রদর্শন করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে নাটক, প্রমাণ্যচিত্র ও প্রোমো তৈরি করে তা টেলিভিশনে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বছরব্যাপী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান, সন্ত্রাস দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহবিরোধী কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকা বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-তে সম্প্রচারিত হয়েছে। বাহিনীর প্রতিটি ইউনিট পর্যায়ে র‍্যালি ও সমাবেশ-এর আয়োজন করাসহ সেখানে বাহিনীর অর্কেস্ট্রা সদস্যদের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কার্যক্রমের উপর নির্মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলজ, ভেষজ মোট ৬৪,০০০টি এবং ২০২১ সালে সারাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ-২০২০ ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনবিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন এবং 'মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার ভিডিপি আছে সারাক্ষণ'-স্লোগানসংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি. জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি এবং কমান্ড্যান্ট, আনসার- ভিডিপি, একাডেমি জনাব মোঃ সামছুল আলম কর্তৃক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪১তম জাতীয় সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে জাতীয় পতাকাবাহী কন্টিনজেন্ট এর সালাম গ্রহণ

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২১ পালন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০-০৬-২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার কার্যক্রম চলমান। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় আছে। তদন্ত সংস্থা বিগত ০১-০৭-২০ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) টি মামলায় ০৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ হোটেল মধুমতিতে তদন্ত সংস্থার আয়োজনে 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য' বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

'মুজিববর্ষ' এবং সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ সাইবার অপরাধ রোধকল্পে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মনিটরিং করছে এবং ভিডিও কন্টেন্ট এবং ইমেজ কন্টেন্ট তৈরি করে সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। বিগত ২০২০ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাসমূহকে সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রিমোট অপারেশন পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর অ্যানালাইসিস সুবিধা প্রদান করে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

জননিরাপত্তা বিভাগ

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারিকৃত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণরোধে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, যেমন- ফেস মাস্ক (Surgical Disposable), Disposable Hand Vinyl Gloves, Medical Forehead Infrared, Thermometer (Non-Contact), Head Cover, Savlon Antiseptic Liquid (100Ml), Savlon Anitseptic Liquid (500ml), Eye Protector Glass, Pulse Oximeter, হেক্সিসল, সেভলন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভ ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক প্রত্যেক দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

এ বিভাগে বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় বাবদ এ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৮০ টাকা খরচ হয়েছে। ৮ নং ভবনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে একটি এবং তৃতীয় তলায় সম্মেলনকক্ষের প্রবেশদ্বারে একটিসহ মোট ০২ (দুই) টি Disinfactant Machine স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যয় জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে '৪১১২৩১৬' কোডের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি খাত হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

এ বিভাগের প্রতিটি অফিস কক্ষ প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মিত স্প্রে করার কার্যক্রম চলমান। মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ, করিডোর, বারান্দা, সিঁড়ি ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কর্মকর্তাদের কক্ষে এবং প্রতি ফ্লোরের সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রিক ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের হাসপাতালে নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালে নিয়মিত খোজ-খবর রাখা এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে লজিস্টিক সাপোর্ট এবং জুরুরি প্রয়োজনে এ বিভাগের সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কর্মচারীগণেরও পরীক্ষা করানোর ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/ইউনিটসমূহে জুন ২০২০ হতে থেকে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান :

ক্র. নং	বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/ইউনিট	মোট আক্রান্ত	মোট মৃত্যু	মন্তব্য
১.	জননিরাপত্তা বিভাগ	১৮	--	
২.	পুলিশ অধিদপ্তর	১৯,২০৮	৮১	
৩.	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	২,৬৫৫	০৭	
৪.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	১,১৩৩	০৯	
৫.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	২১২	--	
৬.	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	১,৬১৭	২৬	
৭.	তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	০৮	০১	
৮.	এনটিএমসি	১১	০১	
	সর্বমোট =	**২৪,৮৬২ জন**	**১২৫ জন**	

পুলিশ অধিদপ্তর

কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক, গ্লাভস, পিপিই, ফেসশিল্ড, ঔষধ, জীবাণুনাশক প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তরে করোনা কন্ট্রোলরুম স্থাপন করে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হতে আক্রান্ত পুলিশ সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক জননিরাপত্তা বিভাগে সংরক্ষণ করা হয়েছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধ, করণীয়, বর্জনীয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পুলিশের যাবতীয় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'SOP for Bangladesh Police to Combat Covid-19 Pandemic 2020' বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতসহ পুলিশের সকল ইউনিট এবং আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনীতে প্রেরণ করা।

সংক্রমণ প্রতিরোধে পুলিশ সদস্যদের করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার ও বুকলেট (পকেট নির্দেশিকা) প্রস্তুতপূর্বক সকল রেঞ্জ/ইউনিটসহ পুলিশ ও সিভিল স্টাফদের সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণরোধে হোম-কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে নিয়মিত প্রচার করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসহ Bangladesh Risk Zone-Based COVID-19 Containment Implemention Strategy/Guide পুলিশের সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ পুলিশ হাসপাতালে ২৫০টি বেড, ১৫টি আইসিইউ, ১৫টি এইচডিইউ, ১২টি হাইফ্লো ন্যাসাল এবং ২টি পিসিআর মেশিনের সহায়তায় প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ১৫৫ জন ডাক্তার ও ১৩৮ জন নার্স একাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ হাসপাতাল হতে ৬,৫০০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত ৮৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৩ হাজার ৩০০ টাকা হতে চিকিৎসা ও করোনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

করোনাসম্পর্কিত সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে বিজিবি-এর ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৫তম ব্যাচের রিক্রুটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৃদ্ধি করে মোট ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৬তম ব্যাচের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে শুরু হয়েছে। ৯৬তম ব্যাচের মৌলিক প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে অবস্থান করছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও করোনা মোকাবিলায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

শীত মৌসুমে করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সকল হাসপাতালে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক দিকনির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এ বাহিনীর অধীন এলাকাসমূহে লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ কাজ করে চলেছে। এসকল কার্যক্রমসমূহ তদারকির নিমিত্ত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরত সার্বক্ষণিক 'মনিটরিং ও সমন্বয়' সেল খোলা রাখা হয়েছে। কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলবর্তী (ঢাকা, মংলা, চট্টগ্রাম ও ভোলা) এলাকায় গরিব, দুস্থ ও জেলে প্রায় ৫ হাজার পরিবারের মাঝে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণসহ প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। ভোলা অঞ্চলের আংটিহারা এলাকায় ভারত হতে আগত নৌযান ও যাত্রীসমূহকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরত দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানে সহায়তা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপয়েন্ট স্থাপনকরত দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌপথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা এবং 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় মাঠে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কোস্ট গার্ড ২৩টি জাহাজ, শতাধিক বোট, ৫৪টি স্টেশান-আউটপোস্ট ও ০৭টি অস্থায়ী ক্যাম্প (জাটকা নিধন অভিযান উপলক্ষ্যে স্থাপিত) হতে টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। নৌপথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধের জন্য ০৩টি কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস স্বাধীন বাংলা, বিসিজিএস তানভীর এবং বিসিজিএস রাঙ্গামাটি) জাহাজ যথাক্রমে চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুর চেকপয়েন্টে মোতায়েনসহ এ বাহিনীর বোট ও ভাড়াকৃত বোট দিয়েও টহল পরিচালনা করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এপিপিতে ৩ কোটি ১০ লক্ষ বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৮০ টাকা এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং প্রভৃতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনাসহ সারাদেশে জনগণের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধানকাটা মৌসুমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে ভিডিপি সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে গরিব কৃষকদের ধানকাটার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের এই বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে যাতে খাদ্য সংকট তৈরি না হয় সেজন্য (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার অন্তর্গত) এ বাহিনী কৃষিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষিকাজ বজায় রাখার জন্য উদ্‌বুদ্ধকরণসহ কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত করে শুধু জরুরি পরিষেবা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ (চিকিৎসা) সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য যানবাহন চলাচলে মাঠ প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকাসহ এ বাহিনী হতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। করোনাভাইরাস- দ্বারা সংক্রমিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণরোধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২টি ব্যাটালিয়ন সদরসহ কিছু জেলাতে (যেখানে সুবিধাজনক স্থান রয়েছে সেখানে) 'আইসোলেশন সেল' গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাড়িসমূহ চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগনকে সতর্ককরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে মাঠ প্রশাসনেকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় এ বাহিনী কর্তৃক মোট ১,৪৭,৬০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) জন ভিডিপি সদস্য-সদস্যা সরাসরি উপকার ভোগ করেছেন। এ ছাড়াও এ বাহিনীর ১,৪৭,০০০ জন ভিডিপি সদস্যকে জনপ্রতি ৪৪০/- হারে সর্বমোট ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা মাত্র ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সকল ইউনিট কর্তৃক দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারসংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারণার কারণে দেশের সকল জনগণ উপকার লাভ করেছেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস পরিধান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তদন্ত সংস্থায় সাক্ষী, অতিথি কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করে সরকারের 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/Wear Mask, Get Service' নীতি বাস্তবায়ন করাসহ অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এসংক্রান্ত ব্যানার টানানো হয়েছে। প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে-এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতার জীবাণুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থবোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর প্রতিরোধে গৃহীত সকল ব্যবস্থার ব্যয় তদন্ত সংস্থার বাজেট হতে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৫২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

এনটিএমসি কর্তৃক ইমিগ্রেশন অথরিটি এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সহায়তায় বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করে তার তালিকা মাঠ প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে জেলা ও উপজেলায় করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতসহ কোভিড সংক্রমণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়েছে। Bulk SMS-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ প্রেরণের মাধ্যমে সকল স্বাস্থ্যকর্মী ও জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের গমনাগমনের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করে প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য A2i কে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সংগৃহীত কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৭৩ লক্ষ উপকার ভোগীর NID তথ্য যাচাইপূর্বক সঠিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় যার ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ প্রতি উপকারভোগীকে ২ হাজার ৫ শত হারে অর্থ বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেজ, গ্রুপ ও করোনাবিষয়ক ব্যক্তিগত পোস্ট নিরীক্ষণপূর্বক ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রোধ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পুলিশ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খি. তারিখ বাংলাদেশ পুলিশ এবং জে.এস.সি., রাশিয়ান হেলিকপ্টারস-এর মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য হেলিকপ্টার ক্রয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সংস্থা পুলিশ। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং স্বাধীনতা অর্জনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সকল ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশ অনন্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার সমুন্নত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে করোনা মোকাবিলায় পৃথিবীর সফলতম দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দেশে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে সকল প্রতিকূলতা ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দেশের মানুষের সেবা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বাহিনী ছিল অবিচল। অতিমারির শুরুতে যখন প্রচণ্ড ভয় ও বিভীষিকা গ্রাস করেছিল সারা পৃথিবীকে, বাংলাদেশ পুলিশের দুই লক্ষাধিক সদস্য জীবনের পরোয়া না করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনায় মৃতের জানাজা ও দাফন, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসক ও জরুরি সেবাকর্মীদের যাতায়াতে সহায়তা, শিল্পোৎপাদন এবং কৃষি পণ্যের পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। করোনা মহামারিকালে বাংলাদেশ পুলিশের আত্মত্যাগ ও অনবদ্য অবদানের জন্য পুলিশ বাহিনী পেয়েছে সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভূয়সী প্রশংসা। এ ছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব, সাহসিকতা ও অভাবনীয় সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষায়িত বিভিন্ন ইউনিট গঠন এবং ধারাবাহিকভাবে জনবল বৃদ্ধির ফলে পুলিশ বাহিনীর কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটেছে। নতুন অপরাধ ও কৌশল মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। জনগণের কল্যাণে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিএনএ পরীক্ষা, সাইবার ক্রাইম, ফিনান্সিয়াল ক্রাইম, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, নারী ও শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক হেল্প ডেস্ক,

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ সহ অন্যান্য কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জনগণকে উন্নত পুলিশি সেবা প্রদানের জন্য হ্যান্ডস ফ্রি পুলিশিং চালু করা হয়েছে। নারীরা যাতে সাইবার বুলিংয়ের শিকার না হন তাই নারীদের জন্য নিরাপদ সাইবার স্পেস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অনবদ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অনুমোদিত পদ (পুলিশ) ২০২৫৭৩ জনের মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৯১৪৯১ জন এবং শূন্যপদ ছিল ১১০৮২ জন। অনুমোদিত নন-পুলিশ (রাজস্ব) ৭৮৫৭ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ৫৩৭৭ জন এবং শূন্যপদ ২৪৮০ জন। নন-পুলিশ (আউটসোসিং) পদে অনুমোদিত পদ ২৭৬১ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ২৫৪৯ জন এবং শূন্যপদ ২১২ জন। ফলে বর্তমানে পুলিশের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২১৩১৯১। কর্মরত মোট জনবল ১৯৯৪১৭ জন এবং শূন্যপদের সংখ্যা ১৩৭৭৪ জন।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
(১) অতি. আইজি (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি - ১০ জন (২) ডিআইজি পদে পদোন্নতি- ১১ জন (৩) অতি. ডিআইজি পদে পদোন্নতি - ২৬ জন (৪) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি - ৯৭ জন (৫) অতি. পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি - ১০৫ জন (৬) এএসপি পদে পদোন্নতি হয়েছে - ৫৬ জন (৭) ইনস্পেক্টর পদে পদোন্নতি হয়েছে - ৪৮৬ জন (৮) এসআই/সার্জেন্ট পদে- ২৯৯ জন সর্বমোট = ১০৯০ জন	১৮৮৪জন	২৯৭৪জন	৩৮ তম বিসিএস এ -৯৭ জন এসআই (নি.)- ১৩১৪ জন	শূন্য	১৪১১ জন	

অডিট আপত্তি

বাংলাদেশ পুলিশের অডিট আপত্তিসংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা (কোটি টাকায়)	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২২৭৯টি	১২০৪ কোটি (প্রায়)	৩৮৬টি	৭১৭টি	১৬৩ কোটি (প্রায়) (প্রায়)	১৫৬ টি	১০৪১ কোটি (প্রায়)

মানবসম্পদ উন্নয়ন

- দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ মন্ত্রণালয় এবং আধীন সংস্থাসমূহ থেকে সর্বমোট ৫৭৮৫০ জন অংশগ্রহণকারী মোট ১৯৫৬টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।
- মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ২৭৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের করা হয়েছে এবং মোট ১৬৪৬৮ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।
- বাংলাদেশ পুলিশের অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে।
- প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৯৬ জন।
- দেশের অভ্যন্তরে মোট ৩০৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ হতে ৮৩৭০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে।

মিডিয়া-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পেপার ক্লিপিং : ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বহুমাত্রিক উদ্ভাবনী উপায়ে গতানুগতিক মিডিয়াসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসমূহে সরকারের দর্শন ও রূপকল্প, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মসূচিসহ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের আলোকে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদিত করেছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। বাংলাদেশ পুলিশের দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, করোনাভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ালে ব্যবস্থা, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে ১৫৯টি প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিডিয়া সেল : বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার যুগে কার্যকরভাবে পুলিশের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে। গঠিত মিডিয়া সেলসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রণীত হয়েছে এবং সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ : পবিত্র ঈদুল ফিতর, পবিত্র ঈদুল আযহা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করা করা হয়েছে।

স্ক্রল নিউজ : পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে স্ক্রল নিউজ হিসাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ- প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সমন্বয় : প্রতিবেদনাধীন সময়ে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ক্র্যাব)-এর সদস্য এবং প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপরাধ প্রতিবেদকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচার এবং তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় করা হয়েছে। তাদের পুলিশসংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিবাচক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ-সাংবাদিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন যেমন–

বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে), ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুলিশি কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং মতবিনিময় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে ওইসব হাউজে কর্মরত সংবাদকর্মীদের সঙ্গে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া

মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম, জননিরাপত্তা এবং জনসচেতনতামূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন ফেসবুক চালুর দুই দিনে ১৭০ অভিযোগ নিষ্পত্তি' এবং 'জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' ফেসবুক পেজের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

এ ফেসবুক পেজের ইনবক্সে প্রতিদিন প্রায় ২০০ থেকে ২২০ জন ভুক্তভোগী তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে প্রতিকার প্রত্যাশা করেন। মিডিয়া শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ইউনিটের সঙ্গে কথা বলে তাদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে সমস্যা নিরসন/আইনি সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ পুলিশের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়, যা বিভিন্ন গণমাধ্যম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে থাকে।

এ ছাড়া ইউটিউবে Bangladesh Police Channel এবং অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে BANGLADESH POLICE (Official) বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সারা দেশে ৬৬৩টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারগণের মধ্যে এবং ০৮টি মেট্রোপলিটনের পুলিশের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপ-পুলিশ কমিশনারগণের সঙ্গে গত ০৭.০৭.২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের সঙ্গে সকল মেট্রোপলিটন ও রেঞ্জ ইউনিটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন (এপিএ) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৬৪টি জেলার পুলিশ সুপার ও রেঞ্জ ডিআইজিগণের মধ্যে ১৩.০৭.২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (অচঅ) স্বাক্ষরিত হয়। ০৮টি মেট্রোপলিটন, ০৮টি রেঞ্জ, ০৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল ও ১৪টি বিশেষায়িত ইউনিট মোট ৩৬টি ইউনিট প্রধানদের সঙ্গে গত ১৯.০৭.২০২০ খ্রি. পুলিশ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-সংক্রান্ত কার্যক্রম

এআইজি (ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস) বাংলাদেশ পুলিশের SDG-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে আসছেন। SDG–তে ০৪টি সূচকের 3.4.2 Suicide mortality rate (per 100000 population), 3.6.1 Death Rate due to road traffic injuries (per 100000 population), 16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100000 population by sex and age, 16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100000 population by sex, age and form of exploitation. বিপরীতে বাংলাদেশ পুলিশ তথ্য প্রদান করে থাকে এবং গত ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত এসডিজির তথ্য ট্র্যাকারে আপডেট করা আছে।

উত্তম চর্চা (Best practice)-সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চার (Best practices) তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা নিয়মিত চর্চা করা হচ্ছে। তালিকাটি ইতোমধ্যে পুলিশ অধিদপ্তরে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেটসংক্রান্ত

অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়নে রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রায় ৫৩১.২২ কোটি এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে ১৫১৬.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এর বিপরীতে ব্যয়ের অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০% এবং ৮৮.৫০%।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়ন বাজেটের অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থবছরগুলোতে ৯৫-১০০%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। করোনাভাইরাসের কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের ১৫% অর্থ ব্যয় না করার জন্য সরকারি নির্দেশনা ছিল।

জমির অধিগ্রহণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের অনুকূলে মোট ৩৪.৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ/বন্দোবস্ত করা হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

ক্রম.	ইউনিটের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
১.	১২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ঢাকার পুলিশ লাইন্স	১০.০০
২.	ডিএমপি-এর কলাবাগান থানা	০.২০
৩.	ডিএমপি-এর সবুজবাগ থানা	০.১৫
৪.	কুমিল্লা জেলার লালমাই থানা	২.০০
৫.	রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি থানা	৪.০০
৬.	মাদারীপুর জেলার শিবচর সার্কেল	০.৩৪
৭.	পিবিআই ও সিআইডি নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়	১.০০
৮.	হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুরের অধীন বকশীগঞ্জ (জামালপুর) হাইওয়ে থানা	৩.০০
৯.	হাইওয়ে পুলিশ মাদারিপুরের অধীন মাগুরা (রামনগর) হাইওয়ে থানা	২.০০
১০.	নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া থানার নিঝুম দ্বীপ তদন্ত কেন্দ্র	১.০০
১১.	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিল্লার পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও বাসভবন, সহকারী পুলিশ সুপার কুমিল্লা হাইওয়ে সার্কেল, কুমিল্লা-এর অফিস কাম-বাসভবন	১.০০
১২.	নারায়ণগঞ্জ জেলার ট্রাফিক অফিস ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড	২.০০

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় ও ওয়ার্কিং কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ কমিটি গ্রহণ করা হয়েছে। জাল মুদ্রা প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলোর কার্যক্রম তদারকি করে জাল মুদ্রার পাচারকারী সিন্ডিকেটের সদস্যদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জাল মুদ্রা, মাদক ও মানি লন্ডারিং-এর গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় তদন্ত কার্য পর্যালোচনা করে মামলার সফল তদন্ত নিস্পত্তি করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Police Cyber Support for Women

অনলাইনভিত্তিক হয়রানি, ইভটিজিং, প্রতারণা, হুমকি প্রদান প্রভৃতি অপরাধ হতে নারীদের সুরক্ষা ও আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তর-এ ‘Police Cyber Support for Women’ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। Hotline: 01320000888; E-mail: cybersupport.women@police.gov.bd;URL:

https://m.facebook.com/PCSW.PHQ/-এর মাধ্যমে সারাদেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে।

Complaint Committee

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ বিভাগের সকল ইউনিটে Complaint Committee গঠন করা হয়েছে। উক্ত Complaint Committee কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিসংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সজাগ রয়েছে।

সমন ও ওয়ারেন্ট তামিলসংক্রান্ত কার্যক্রম

বিজ্ঞ আদালত থেকে সাক্ষীর প্রতি সমন ও ওয়ারেন্ট সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণের পাশাপাশি পুলিশ সদরদপ্তরে কিছু কিছু প্রেরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে পুলিশ অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন সেল-এ সাক্ষীর প্রতি ১৩১৬টি ওয়ারেন্ট ও ১৭৯টি সমন এবং বিজ্ঞ আদালতে ১২০৭টি আদেশনামা পাওয়া গিয়েছে। এসকল সমন, ওয়ারেন্ট, আদেশনামার বিষয়ে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অ্যাসিড অপরাধসংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে অ্যাসিড অপরাধসংক্রান্ত ৪৫টি মামলা দায়ের হয়েছে। এই সময়ে ২৬টি মামলায় অভিযোগ পত্র ও ১২টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ১৫টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। একটি মামলায় ০১ জন ব্যক্তির যাবজ্জীবন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

অস্ত্র ও গোলাবারুদসংক্রান্তে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বাংলাদেশ পুলিশের মঞ্জুরিকৃত জনবল অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের জন্য নির্ধারিত জনবলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-গোলাবারুদ ও সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা/প্রাধিকার অনুসারে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের Statement of Requirement (SUR) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ধরন ও সংখ্যক অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং সরঞ্জামাদি-এর চাহিদা নিরূপনপূর্বক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অপারেশনাল কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত অর্থনৈতিক বাজেট কোড-৩২৫৩১০১ অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং কোড নং-৪১২১১০১ নিরাপত্তা সামগ্রী খাতসমূহ অনুসারে প্রয়োজনীয় ধরন ও সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীসহ অর্থনৈতিক বাজেট কোড নং- ১২০০১০৯০০ শান্তি মিশন খাত হতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের Formed Police Unit (FPU)-এর মালামালসমূহ ক্রয়সংক্রান্তে কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) ও বাজারদর প্রস্তুতসহ দরপত্র খোলা ও মূল্যায়ন এবং ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হতে Book Adjustment-এর মাধ্যমে Fund Transfer সাপেক্ষে মূল্যের বিনিময়ে কতিপয় অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা।
- বাংলাদেশ পুলিশের উল্লিখিত অর্থনৈতিক বাজেট কোডসমূহ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রীসমূহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ, বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্যক্রম।
- বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক মাসকেট্রি অনুশীলনসহ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ফায়ারিং অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে অপরাধ দমনের কার্যক্রম

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে বিভিন্ন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়

করে পুলিশিং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং-এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মোট ৬০,৯৮১টি কমিটিতে ১১,১৭,০৮০ জন সদস্য কাজ করে চলেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,১০২টি ওপেন হাউজ ডে, ২৪,৫৫৬টি জনসংযোগ সভা এবং ৩৯,৫৫৪টি অপরাধবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারের মাধ্যমে জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে এ ব্যাপারে পুলিশ সদস্যদের করণীয়সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ ৬৬টি সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনসংক্রান্ত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃভোটগ্রহণসংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত একাদশ জাতীয় সংসদের ০৮টি শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচন, ০১টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ০১টি ৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন, ২৪৪টি পৌরসভায় সাধারণ নির্বাচন এবং ২৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিধি-বিধানসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র. নং	বিষয়	মন্তব্য
১.	পিআরবি (ভলিউম-১) হালনাগাদসংক্রান্ত	বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতসহ হালনাগাদকরণের কাজ চলমান
২.	বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত পিআরবি, ১৯৪৩-এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধনকরণসংক্রান্ত	বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। দ্রুত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে
৩.	ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ পদ্ধতিসংক্রান্ত পিআরবি, ১৯৪৩-এর ১ম খণ্ডের প্রবিধান ৭৪৬ সংশোধনসংক্রান্ত	বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। দ্রুত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে
৪.	The Police (Non-Gazetted Emplo–ees) Welfare Fund Ordinance, 1986 সংক্রান্ত	The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, ১৯৮৬ 1galos খসড়ার উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহন করা হয়েছে। ভেটিংকৃত খসড়া বিলটির বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে
৫.	সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনের খসড়াসংক্রান্ত	The Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976, (৩) The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (৯) The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985. আইন ০৩টি বাংলায় রূপান্তরসহ সমগ্র মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক মেট্রোপলিটন আইনের খসড়া সংশধোনের নিমিত্ত মতামত চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের মতামত পাওয়া গেলে আইনটি সংশধোনের কাজ সম্পন্ন করা হবে

ক্র: নং	বিষয়	মন্তব্য
৬.	পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ-এর (১) পুলিশ স্টাফ কলেজ বিধিমালা, ২০১১ এবং (২) আর্থিক প্রবিধানমালা, ২০১১ (সংশোধনীসহ)-এর খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত	আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত খসড়া কার্যক্রম শেষে বিধিমালা দুইটি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
৮.	The Police Officers (Special Provisions) Ordinance, 1976 সংক্রান্ত	The Police Officers (Special Provisions Ordinance, 1976) অধ্যাদেশটির খসড়ার উপর ভেটিং গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে
৯.	The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 সংক্রান্ত	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'-এর কতিপয় নির্দেশনা অনুযায়ী The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 অধ্যাদেশটি সংশধোনের কাজ চলছে
১০.	এসআই পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারদের গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ হতে অব্যাহতি প্রদানসংক্রান্ত	বিষয়টি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কার্যক্রম চলমান

থানার অবকাঠামো সংস্কার/নির্মাণপূর্বক উপযোগী পরিবেশ তৈরি

বাংলাদেশ পুলিশে ৬৫৯টি থানা রয়েছে। থানাসমূহ বিভিন্ন সময়ে তৈরি হওয়ায় একই প্রকৃতির নয়। অভিন্ন ডিজাইনের (টাইপ ভবন) পাশাপাশি ভাড়া করা ভবন ও ভিন্ন সংস্থার ভবনেও থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে যেসকল থানায় পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে সেসকল থানাতে নতুন করে কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। যেসকল থানাতে পর্যাপ্ত কক্ষ রয়েছে সেসকল থানার একটি উপযুক্ত কক্ষ নির্বাচন করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক উপযোগী করা হয়েছে। কক্ষ নির্মাণ/সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো সার্ভিস ডেস্কে আগত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল থানায় সার্ভিস ডেস্কের নির্ধারিত কক্ষে সেবার কার্যক্রম পরিচালিত করা হচ্ছে।

সার্ভিস ডেস্কে নারী পুলিশ পদায়ন নীতিমালা

নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনাকারী নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নারী পুলিশ সদস্য পদায়নের লক্ষ্যে জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী থানায় স্থাপিত সার্ভিস ডেস্কে পদায়ন কার্যকর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্কে দেশের সকল মেট্রোপলিটন থানায় ১ জন এসআই (নারী), ১ জন এএসআই (নারী) এবং ৩ জন কনস্টেবল (নারী) সর্বমোট ৫ জন এবং সকল মফস্সল থানায় ১ জন এসআই (পুরুষ), ১ জন এএসআই (নারী) এবং ২ জন কনস্টেবল (নারী) সর্বমোট ৪ জন দায়িত্ব পালন করছেন।

সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সেবাপ্রার্থীদের কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন নির্দেশনা জারির লক্ষ্যে ০১টি এসওপি তৈরিপূর্বক সকল সার্ভিস ডেস্কে পুস্তিকা আকারে সরবরাহ করা হয়েছে। সেবাপ্রার্থীদের প্রতি আচরণ এবং সার্ভিস ডেস্ক কর্মকর্তাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্ক কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে কর্মরত পুলিশ সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। এ ছাড়াও দায়িত্ব পালনে অবহেলা অথবা কাঙ্খিত সেবা প্রদানে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা দমনে সার্ভিস ডেস্কের ভূমিকা এবং অসচ্ছল সেবাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সার্ভিস ডেস্কের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সাইনবোর্ড ও অন্যান্য লজিস্টিকস্ সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ডেস্কের পিছনে সার্ভিস ডেস্ক, মুজিববর্ষের লোগো এবং 'নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান' (জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনসংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক) বাক্যসংবলিত ০১টি বোর্ড সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে সার্ভিস ডেস্কসমূহ কাঙ্খিত সেবাপ্রার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যদের দ্বারা সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনায় প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে ০৭টি ব্যাচে ১৪০ জন প্রশিক্ষককে টিওটি (ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনাকারী সকল নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনাকারী পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।

উল্লেখ্য, পূর্ব হতে চলমান শিশুবান্ধব ডেস্কের কার্যক্রম এই নবসৃষ্ট সার্ভিস ডেস্ক এর সঙ্গে একীভূত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সার্ভিস ডেস্কের মাধ্যমে কীভাবে আরও উন্নততর সেবা প্রদান করা যায় সে লক্ষ্যে স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট শাখা কাজ করছে। প্রতিমাসে উক্ত শাখা বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিটে সার্ভিস ডেস্ক হতে কী পরিমাণ লোক সেবা গ্রহণ করছে সেসংক্রান্তে একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, জুন ২০২১ মাসে সারা দেশে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক হতে মোট ১৭,০৮০ জন সেবা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ডিএমপিতে সর্বাপেক্ষা ২,২৫৯ জন সেবাগ্রহীতা সেবা গ্রহণ করেছেন।

এখানে একটি ছবি লাগবে।

মিডিয়ায় প্রচারণা ও ডকুমেন্টারি তৈরি

প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য স্থাপিত সার্ভিস ডেস্ক কার্যক্রম অবহিতকরণ এবং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কার্যকরভাবে মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়াও সার্ভিস ডেস্কসংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারি তৈরির কার্যক্রম চলমান।

ট্রান্সপোর্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ১২টি অ্যাম্বুলেন্স, ১৬টি ঘোড়া, ১৫টি কুকুর ও ০২টি ঘোড়া টানা গাড়ি, কেন্দ্রীয় পুলিশ ওয়ার্কশপ প্রকল্পের জন্য ৮৪টি যন্ত্রাংশ এবং বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ০৬টি জিপ, ০৮টি ডবল পিকআপ, ৫টি এপিসি, ০৪টি সিসিভ, ০১টি ওয়াটার ক্যানন ও ০৪টি অ্যাম্বুলেন্সসহ সর্বমোট ২৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়াও অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের ১২টি কার, ০৭টি মিনিবাস, ১১টি বাস, ০৮টি অ্যাম্বুলেন্স, ২২৫টি ডবল কেবিন পিকআপ, ১৯৯টি মোটরসাইকেল, ২৯টি ট্রাক এবং ২৪টি প্রিজনার্স ভ্যানসহ সর্বমোট ৫৫টি যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

National Central Bureau (NCB) বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালের ১৪ অক্টোবর International Criminal Police Organization (INTERPOL)-এর সদস্যভুক্ত হয় এবং তখন থেকে এ দেশে INTERPOL-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। INTERPOL-এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের Lyon শহরে অবস্থিত। এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯৪টি। প্রত্যেক সদস্যভুক্ত দেশে National Central Bureau (NCB) আছে। বাংলাদেশ পুলিশের NCB Dhaka, INTERPOL-এর কার্যালয়, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় অবস্থিত। DIG (Operations), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা Head of NCB-Dhaka, INTERPOL এবং AIG (NCB)-INTERPOL, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর National Security Officer (NSO) ও National Contact Officer (NCO) হিসাবে দায়িত্ব পালন করে।

আন্তর্জাতিক অপরাধসংক্রান্ত সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশুপাচার, মানবপাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, নারী ও শিশু যৌন নির্যাতন অপরাধ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য I-24/7 Telecommunication System ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে মেইল আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ইন্টারপোলভুক্ত দেশ হতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধসংক্রান্ত প্রাপ্ত পত্র এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটে প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করত সংশ্লিষ্ট এনসিবি দেশকে অবহিতকরণসহ ইন্টারপোল সচিবালয়কে অবহিত করা হয়।

NCB- DHAKA বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক ৫ (পাঁচ) আসামিদের INTERPOL-এর মাধ্যমে শনাক্তকরণ ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক ৫ (পাঁচ) জন আসামি লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব্যাহতি) শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (বরখাস্ত) আব্দুর রশীদ, রিসালদার (অব.) খান মোসলেমউদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারিকৃত রয়েছে। আসামি লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরীর অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আসামি লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরীর অবস্থান কানাডাতে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাদেরকে দেশে ফেরত আনার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকার সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স কাজ করছেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিদেশে পলাতক আসামিদের বিষয়ে অবস্থান শনাক্তকরনের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে INTERPOL সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে বিদেশে অবস্থানরত ১২৮ জন বাংলাদেশির Passport/ID এবং PC/PR নাগরিকত্ব/চাকরি তথ্যসংক্রান্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাইকরত সংশ্লিষ্ট NCB-কে অবহিত করা হয়।

প্রতিবৎসর বাংলাদেশ সরকার INTERPOL সদর দপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারপোলে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে থাকে। ২০২১ সালে ICPO-INTERPOL এ বার্ষিক সদস্য চাঁদা বাবদ ৬৭,৫৮১ ইউরো সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশি টাকায় প্রদান করা হয়।

চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামিদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে INTERPOL-এর সদস্যদেশসমূহের সঙ্গে NCB -Dhaka, INTERPOL-এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

রেড নোটিশসংক্রান্ত তথ্য

পূর্বের জের	নতুন জারিকৃত	মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	প্রত্যাহার	বর্তমান মোট সংখ্যা
৬৪	০২	১২	০১	৬৫

INTERPOL-এর সহায়তায় বিদেশে পাচারকৃত ভিকটিম (নারী ও শিশু) উদ্ধার, অবস্থান নির্ণয় করে ২৩ জন পাচারকৃত ভিকটিমের মধ্যে ১ জনকে শনাক্ত ও উদ্ধার করা হয়েছে। অবশিষ্টদের উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এ ছাড়া INTERPOL SLTD (Lost/ Stolen Travel Documents) Database ২৩২২ পাসপোর্ট অর্ন্তভুক্ত করে ৬ জনের পাসপোর্ট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ইউএন অ্যাফেয়ার্সবিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশের মঞ্জুরিকৃত জনবল অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের জন্য নির্ধারিত জনবলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা সামগ্রীর প্রাপ্যতা/প্রাধিকার অনুসারে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ হতে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ধরন ও সংখ্যক নিরাপত্তা সামগ্রীর চাহিদা নিরূপণপূর্বক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অপারেশনাল কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা সামগ্রী যেমন, Police Tactical Belt, CBRN Suit, Bullet Proof Inner vest, Bulletproof Vest (Level-3A), Bullet Proof Helmet (Level-3A) With Bullet proof Helmet (Level-3A) With Riot Visor, VIP Helmet (White) ক্রয় কার্যক্রমের নিমিত্ত চুক্তিপত্র সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯৩ জন গমন করেছেন এবং ২০৬ জন প্রত্যাবর্তন করেছেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্তব্যরত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য

ওয়েলফেয়ারবিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসায় অনুদান এবং কর্তব্যরত অবস্থায় আহত/নিহত সদস্যদের ১০,৮৬,৯৬,২৩৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তা ছাড়া একই অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে মেধাবৃত্তি বাবদ ৬৬,২৫,৫৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারকালীন ১০৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারি সরকারি দায়িত্বপালন কালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৭৬টি পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল ইভেন্টের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বিধান।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নেপাল ও মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভারত ও শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণের বাংলাদেশ সফরকালে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদান।
- বিভাগীয়ভাবে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প-যেমন- মুজিববর্ষের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৫০টি থানার মধ্যে ৩৯টি থানায় 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে। ডিএমপি-এর হাতিরঝিল থানার ফোর্স ব্যারাক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত, উত্তরা পুলিশ লাইন্স (দিয়াবাড়ি), পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স (ডেমরা) ও পশ্চিমাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্সে (বছিলা) আধাপাকা ব্যারাক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।
- রাজস্ব বাজেট হতে গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও চলমান বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প–যেমন–ডিএমপি-এর ওয়ারী বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগের অফিস কাম বাসভবন (১০-তলাবিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত, ডিএমপির ১২-তলা ভিতবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, মিরপুরস্থ পিওএম বিভাগে ব্যারাক ভবন (২০-তলা ভিতবিশিষ্ট) নির্মাণ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অস্ত্রাগার ভবন (১০-তলা ভিতবিশিষ্ট) নির্মাণ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের ঘোড়ার আস্তাবল (০৪-তলা ভিতবিশিষ্ট) নির্মাণ ও পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্সে ১০-তলা ভিতবিশিষ্ট অস্ত্রাগার ভবন নির্মাণ কাজ চলমান।
- এডিপি-এর অর্থায়নে গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও চলমান বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প–যেমন–'১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডেমরা ও পল্লবী থানা ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। লালবাগ, সবুজবাগ, গুলশান, গেন্ডারিয়া, তুরাগ, দক্ষিণখান, উত্তরখান ও শাহজাহানপুর থানা ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়।
- ঢাকা মহানগরীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও ঢাকা মহানগরীর প্রবেশপথসমূহের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কন্ট্রোলরুমসহ সিসিটিভি আইপি ক্যামেরা স্থাপন।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ব্যবহৃত সকল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সফটওয়্যার/ডেটাবেজসমূহে একই প্ল্যাটফর্মে এনে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করার DMP Renovated Information Management System (DRIMS) সফটওয়্যার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ।
- লজিস্টিকস বিভাগের বিভিন্ন ধরনের মালামাল গ্রহণ, বিতরণ ও অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ইনভেন্টরি সফটওয়্যারের কার্যক্রম চলমান।
- লজিস্টিকস বিভাগ কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আর্মস ও অ্যামুনিশন ইস্যু ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।
- রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের প্রবেশ ও বর্হিগমন পথে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এ বিশেষ পুলিশ কন্ট্রোলরুম স্থাপন।
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও বাংলাদেশের এলডিসি হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ প্রাপ্তিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সসহ ডিএমপির অন্যান্য স্থাপনা সজ্জিতকরণ।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গৃহীত কার্যক্রম

সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি, ওয়েস্কেল স্থাপনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, স্পিডগান, অ্যালকোহল ডিটেক্টরের ব্যবহার এবং পস মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন প্রদান এবং অযান্ত্রিক যানবাহন এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন আটকপূর্বক ডাম্পিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে :

- স্পিডগান ব্যবহার
- হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল
- অ্যালকোহল ডিটেক্টর
- চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ
- RFID-এর ব্যবহার

হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল

হাইওয়ে পুলিশ অধিক্ষেত্রে মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার পাশাপাশি হেলমেট ব্যবহারের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যাতে করে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল-এর চালক ও আরোহী কোনো অবস্থায় মহাসড়কে চলাচল করতে না পারে।

অ্যালকোহল ডিটেক্টর

পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মাদকাসক্ত চালক-হেলপারদের চিহ্নিত করতে অ্যালকোহল ডিটেক্টর এর ব্যবহার করে থাকে। মাদকাসক্ত অবস্থায় কোনো চালক যেন মহাসড়কে যানবাহন চালাতে না পারে সে জন্য অ্যালকোহল ডিটেক্টর এর মাধ্যমে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

অ্যালকোহল ডিটেক্টর-এর মাধ্যমে মাদকসেবী চালক-হেলপারদের শনাক্ত

স্পিডগান ব্যবহার

হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে স্পিডগান ব্যবহার করে যাচ্ছে। মহাসড়কে অতিরিক্ত গতিতে চলাচলকারী গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাসড়কের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্পিডগানের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে অসচেতনতা ও দক্ষতার অভাব। যে কারণে হাইওয়ে পুলিশ পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রী সেবার মান-উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবহন চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে, যা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পরিবহণ সেক্টরে দক্ষ জনবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পরিবহণ চালক ও হেলপারদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মহাসড়কের পাশে হাটবাজার অপসারণ

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড়ো অংশ পথচারীগণ। রাস্তা পারাপারে অসচেতনতার ফলে এহেন ঘটনা ঘটে থাকে। এ দুর্ঘটনাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাসড়কের পাশে হাটবাজারকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তা ছাড়া মহাসড়কসংলগ্ন হাট বাজার যানজট সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ। আইন অমান্য করে মহাসড়কের পাশে এসকল হাটবাজার ও স্থাপনাসমূহ গড়ে উঠেছে। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৫৪৬/২০১১-এর যান চলাচল ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত রায়ে ২৫ দফার নির্দেশনার তৃতীয় ও চতুর্থ দফা অনুযায়ী মহাসড়কের পাশে ১০ মিটারের মধ্যে হাটবাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি অবৈধ। ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১০৩৫ অবৈধ হাটবাজার উচ্ছেদ করা হয়েছে।

Black Spot-সমূহ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক নির্ণয়

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাসড়কের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে বারংবার দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সে স্থানসমূহকে Black Spot হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে মোট ১৯৪টি স্থানকে Black Spot হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। হাইওয়ে পুলিশ এ স্থানসমূহে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্নরকম সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করে। Black Spot সমূহে সর্তকতার সঙ্গে গাড়ির চালানোর কারণে দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি কমে এসেছে। Black Spot-সমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরের মহাসড়কে দুর্ঘটনা মামলার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে সর্বশেষ ৩ বৎসরের দুর্ঘটনার সংখ্যার ভিত্তিতে এ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই ০৩ বছরের যে-কোনো এক স্থানে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ০৩ জন নিহত হয়েছে; এরকম ১৯৪টি স্থানকে Black Spot হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকের তালিকা তৈরি ও ব্যবস্থাগ্রহণ

এই পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮৮৩টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্রাইভার ও হেলপারদের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক ও Black Spot সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

বৈধ কাগজপত্রবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিল

ফিটনেস এবং বৈধ কাগজপত্রবিহীন যানবাহনসমূহ মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এসব যানবাহনসমূহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় এবং মহাসড়কে বিভিন্ন স্থান ও সেতুর উপর বিকল হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি করে। ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্রবিহীন এসকল যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিল-এর মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ সালে মোট ৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৬০ টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

Radio-frequency identification (RFID)-এর ব্যবহার

হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ যানচলাচল নিশ্চিতকল্পে RFID-এর ব্যবহার করে থাকে। মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, রুটপারমিট, রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি) যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গাড়ি না থামিয়ে RFID-এর ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনে গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ পুলিশ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারাদেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের থানাগুলোতে মানবপাচারের অপরাধে ২৯৩১ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬৩১টি মামলা দায়ের হয়েছে। একই সময়ে ৫৭৬টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মানবপাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল বা টিআইপি সেল নামে বিশেষায়িত একটি সেল রয়েছে। এ সেল হতে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনে মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মামলার তদন্ত পর্যালোচনা করে মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদানসহ বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলো মানবপাচারের বিরুদ্ধে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে তদারকি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নিম্নবর্ণিত বিশষায়িত সেল রয়েছে।

‘র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন’ (র‌্যাব)

‘র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন’ (র‌্যাব) বর্তমানে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা রোধে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে র‌্যাব-এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‌্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‌্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

কার্যক্রম ও সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত র‌্যাব অভিযান পরিচালনায় জেএমবি ও হুজির মতো জঙ্গি সংগঠনকে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে র‌্যাবের ২২৪টি অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৩৯০ জন, বিভিন্ন কিশোর গ্যাং জড়িত ১৮৩ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধারসংক্রান্ত কার্যক্রমে ২৬৯ জন অপহরণকারী গ্রেফতার ও ১৮৮ জন ভিকটিম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধে জড়িত ২৮৮৫৭ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশব্যাপী র‌্যাব কর্তৃক কিশোর অপরাধ, অপহরণ নির্মূলে জনসচেতনামূলক সভা/সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‌্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‌্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে র‌্যাব কর্তৃক বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পরিসংখ্যান :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সর্বমোট	
১।	হেরোইন	১১৯.০০১	কেজি
২।	ফেন্সিডিল	২২০২০৪	বোতল
৩।	গাঁজা	২১৬৪৯.৭০০	কেজি
৪।	বিদেশি মদ/হুইস্কি	১৫০১৬	বোতল
৫।	দেশি মদ	২৫০৮৩১.৬৪০	লিটার
৬।	আইস	৫.২৭২	কেজি
৭।	এলএসডি	০.০০১	কেজি
৮।	ডিএমটি	০.০০১	কেজি
৯।	বিয়ার	৮২৩৪৭	ক্যান
১০।	কোকেন	২.৬৫৩	কেজি
১১।	আফিম	৫৩.৬৯৬	কেজি
১২।	ইয়াবা ট্যাবলেট	১২৯০৬৭৩৮	পিছ

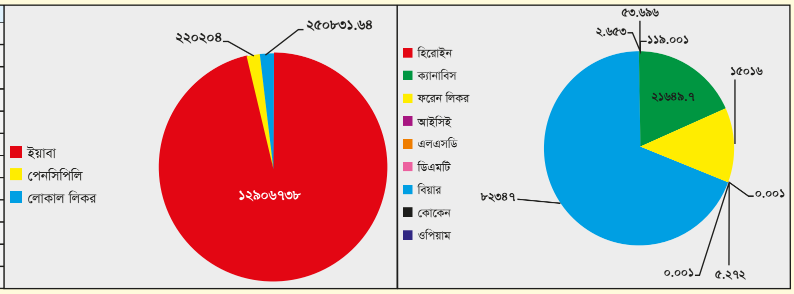

র‍্যাব কর্তৃক অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক

অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের সার্বিক প্রচেষ্টায় ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ:

ক্রমিক	অস্ত্রের নাম	সর্বমোট
১।	রিভলবার (বিদেশী)	৬৯
২।	রিভলবার (দেশী)	০২
৩।	পিস্তল (বিদেশী)	২২২
৪।	পিস্তল (দেশী)	১৫
৫।	.৩০৩ রাইফেল	০১
৬।	সিক্স/ওয়ান শুটার গান	২৫৯
৭।	এয়ার গান	১৬
৮।	শট গান	১০
৯।	.২২ বোর রাইফেল	০৭
১০।	এসবিবিএল	৪০
১১।	ডিবিবিএল	০৫
১২।	এলজি/পাইপ গান/ স্যুটার/সাটার গান	৮৫
১৩।	কাটা রাইফেল/বন্দুক	০২
	সর্বমোটঃ	৭৩৩ টি

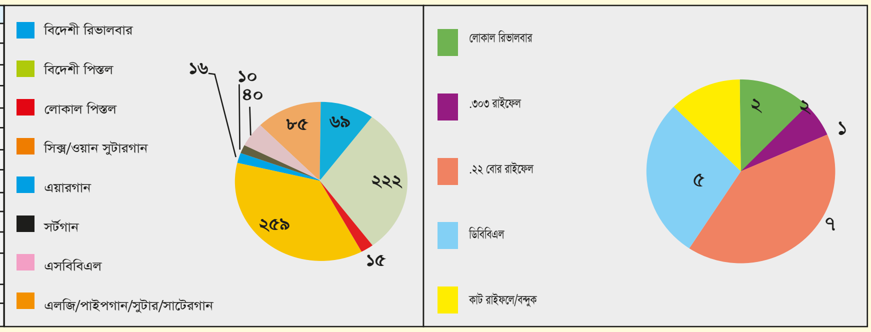

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

র‍্যাবের সহযোগিতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে নকল মাস্ক/সেনিটাইজার/টেস্টিং কিট উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করে করোনা টেস্টের ভুয়া সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফার্মেসি হতে মেয়াদহীন ওষুধ উদ্ধার করার পাশাপাশি ৪৪,৬৯,৮৩,৩১৪.০০ টাকা জরিমানা এবং ১৫৪৮ জনকে সরাসরি জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

র‍্যাব কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক

জলদস্যু আত্মসমর্পণ

গত ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া ও চকরিয়ার উপকূলীয় এবং পাহাড়ী অঞ্চলের জলদস্যুরা র‍্যাব-৭-এর তত্ত্বাবধানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং সরকারে উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ৩৪ জন জলদস্যু/বনদস্যু আত্মসমর্পণ করে। এসমসহ ০১টি বিদেশি পিস্তল, ০১টি বিদেশি রিভলবার, ৭৩টি ওয়ানশুটারগান, ১৩টি এসবিবিএল, ০১টি ডিবিবিএল, ০১টি পাইপগান, ০১টি ম্যাগাজিন এবং ২,০৬৬ রাউন্ড গুলি/কার্তুজ উদ্ধার করতে সহায়তা করে।

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে অসহায় এতিম ও দুস্থদের মাঝে ২০৫১৫ প্যাকেট খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সারাদেশে ৯৪,৫২৯টি পরিবারকে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ত্রাণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন হতে ১৫,৮০০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহূত হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোনো কর্মকাণ্ড প্রতিরোধসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল আচার-অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

‘৭টি র‌্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সকল কমপ্লেক্স (র‌্যাব-৫ রাজশাহী, র‌্যাব-৬ খুলনা, র‌্যাব-৭ চট্টগ্রাম, র‌্যাব-৮ বরিশাল, র‌্যাব-৯ সিলেট, র‌্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ এবং র‌্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ) এর ১২৫০ বর্গফুট অফিসার্স কোয়ার্টার-এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০০০ বর্গফুট ডিএডি কোয়ার্টার-এর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণের কাজ, ‘৫টি র‌্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় র‌্যাব-২ মোহাম্মদপুরে (৯৭%), র‌্যাব-৩ খিলগাঁও (৩৫%), র‌্যাব-১০ কেরানীগঞ্জ (৯০%), র‌্যাব-১৩ রংপুর (৯০%), র‌্যাব-১৪ ময়মনসিংহ (৯৫%) এবং র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল গাজীপুর (৭৫%) কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ‘র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ০৬টি ভবনের কাজ চলমান যার ৩৫% কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এ ছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরে দুটি ফোর্স ব্যারাক, একটি সেন্ট্রাল ক্লিনিক (মূল ভবন), একটি কুক হাউজ, এবং ফুয়েল বাউজার নির্মাণ করা হয়েছে।

১০০০ বর্গফুট আয়তনের ডিএডি কোয়ার্টার

১২৫০ বর্গফুট আয়তনের অফিসার্স কোয়ার্টার

নির্মাণাধীন র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র:	শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল
০১	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ০৯টি থানায় ১০০% অনলাইন জিডি চালু হয়েছে। জনসাধারণ অ্যাপস-এর মাধ্যমে অনলাইনে জিডি সাবমিট করার পরে অটো জিডি নম্বর পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া একজন নাগরিক সরাসরি থানায় এসে জিডি করতে চাইলে থানায় দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ অনলাইনে জিডি করে দেন। অ্যাপস-এর মাধ্যমে জিডি করতে জনসাধারণের এনআইডি নম্বর লাগে এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে অ্যাপ ডাউনলোড করা থাকতে হয়। এই অ্যাপে থানার এএসআই হতে ওসি পর্যন্ত সকলের ইউজার আইডি থাকে। অনলাইন জিডির ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে থানার যে-কোনো অফিসারকে জিডি অ্যাসাইন করে দিতে পারেন। অনলাইন জিডির ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয় না। ভুল ডেটা এন্ট্রি দিলে সফটওয়্যার সেটা রিসিভ করে না। ধারাবাহিকভাবে ডেটা একটার পর একটা এন্ট্রি দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ : এই অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি চুরি/হারালে কিংবা কোনো গাড়ির নামে মামলা আছে কিনা তা জানার জন্য গাড়ির নম্বর দিয়ে সার্চ দিলে ডিটেইলস পাওয়া যায়। এই অ্যাপের মাধ্যমে থানায় ডিউটিরত অফিসার কোথায় আছে তার লোকেশন জানা যায়। কোনো আসামি ফেইক/রিয়েল জানার জন্য তার এনআইডি নম্বর দিয়ে সার্চ দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।	প্রসেস ইনোভেশন	এই অ্যাপসটি চালু হওয়ায় জনসাধারণের থানায় আসা লাগে না। ঘরে বসে সুবিধা নিতে পারছে। কোন বিষয়ে জিডি করতে চাইলে থানায় যাওয়া আসার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।

ক্র:	শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের	ইপ্সিত ফলাফল প্রকার
০২	ই-প্রসিকিউশন E-Traffic Prosecution	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমে POS (Point of sale) মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহি আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৭৩টি ইউনিটে ই-প্রসিকিউশনের মাধ্যমে POS মেশিন ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক পুলিশে POS মেশিন ব্যবহারের ফলে সেবাটি সহজীকরণ হয়েছে। সাধারণ জনগণও স্বল্পতম সময়ে E-Prosecution System-সেবাটি POS মেশিন-এর মাধ্যমে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।	ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে জনসাধারণ ট্রাফিক সেবা পাচ্ছে মাত্র ৫-১০ মিনিটে। ট্রাফিক আইন মোতাবেক জরিমানা করা হচ্ছে এবং জনসাধারণকে আসা ও যাওয়ার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। এ ছাড়া সেবাটি পেতে কেনো কাগজের ব্যবহার করতে হয় না। এরূপ সেবা পেয়ে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে।
০২	Queue Management System	ময়মনসিংহ জেলায় Queue Management System (QMS) প্রথম চালু হয়। একজন নাগরিক থানায় সেবা নিতে এসে প্রথমে Queue Management System হতে একটি টোকেন সংগ্রহ করেন। উক্ত টোকেন নিয়ে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার (এসডিও)-এর নিকট তার প্রয়োজনীয় সেবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার তার অভিযোগের বিষয়ে সাধারণ ডায়ারি ও অভিযোগ লিখে দেন। উক্ত লিখিত অভিযোগ নিয়ে সেবাপ্রার্থী ডিউটি অফিসারের কক্ষে যান। ডিউটি অফিসার সেবা গ্রহণকারীকে টোকেন নম্বর অনুসারে একটি জিডি নম্বর প্রদান করেন। উক্ত ডিভাইস-এর সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ স্বল্পতম সময়ে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়া আইনি সেবা গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ রেঞ্জে QMS ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ৪৫৪৮ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। মূলত সেবাটির মাধ্যমে সাধারণ ডায়ারি/অভিযোগ/তথ্য/অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। ময়মনসিংহ রেঞ্জ অধীন' ময়মনসিংহ জেলার সদর থানা, ত্রিশাল থানা, ভালুকা থানা ও নান্দাইল থানায় সেবা সহজীকরণ পদ্ধতিটি চালু আছে। ফলে সেবাপ্রার্থীরা দালাল কিংবা অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত ও ভোগান্তি ছাড়াই প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে।	Queue Management System সিস্টেমে বর্তমানে সেবাটি পেতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে এবং ভিজিট করতে হয় ১ বার। উক্ত সেবার মাধ্যমে জনগণ পুলিশি সেবা প্রাপ্তিতে কোনো হয়রানির শিকার হচ্ছে না। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরি হচ্ছে।

Online GD TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	২ ঘন্টা	০৫ মি:
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	নেই	নেই
ভিজিট	২/৩ বার	০ বার
ধাপ	৩ বার	১ বার
জনবল + কমিটি	০৩ জন	১ জন
সেবা প্রাপ্তির স্থান	থানা	অনলাইন
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	আবেদন পত্র-১/২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

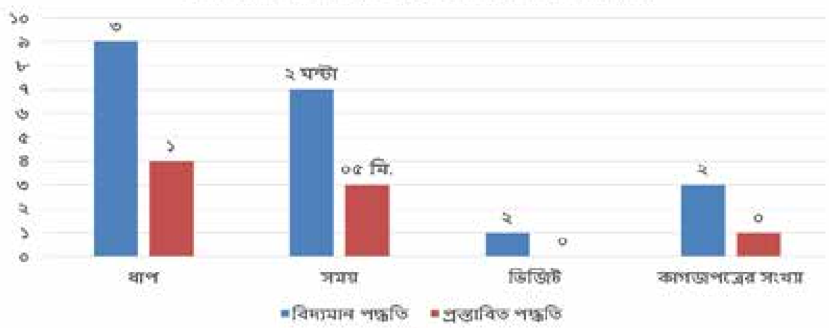

E-Traffic Prosecution-এর TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	৪ ঘন্টা (ট্রাফিক অফিসে গিয়ে)	৫-১০ মি: (ইউ ক্যাশের মাধ্যমে)
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	ট্রাফিক আইন মোতাবেক	ট্রাফিক আইন মোতাবেক
ভিজিট	২/৩ বার	০ বার
ধাপ	৩ ধাপ	১ ধাপ
জনবল + কমিটি	৮/১০ জন	অনলাইন ভিত্তিক
সেবা প্রাপ্তির স্থান	ট্রাফিক অফিস	অনলাইন ভিত্তিক
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

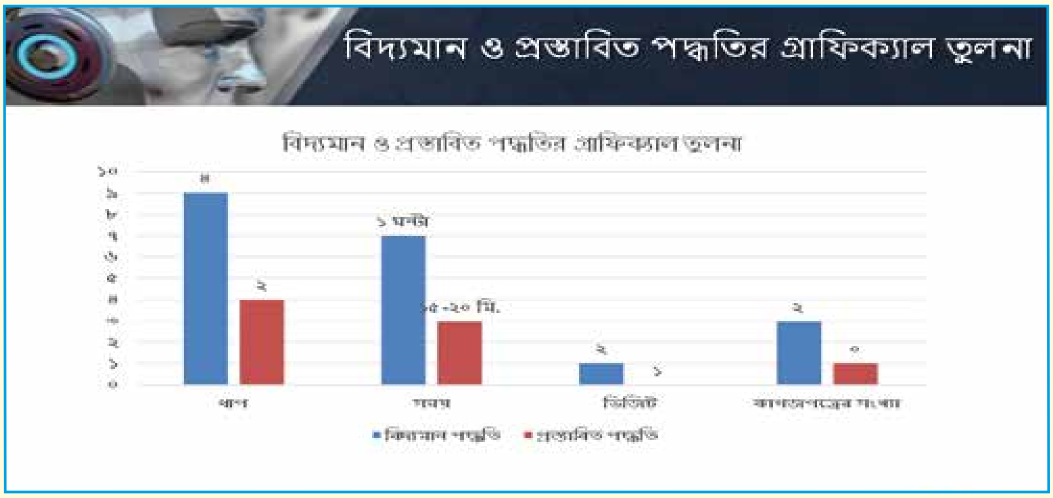

Queue management system (QMS) TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	১ ঘন্টা	১০-১৫ মি:
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	নাই	নাই
ভিজিট	২/৩ বার	১ বার
ধাপ	৪ বার	২ বার
জনবল + কমিটি	বিদ্যমান জনবল	বিদ্যমান জনবল
সেবা প্রাপ্তির স্থান	থানা	থানা
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	আবেদন পত্র-১/২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

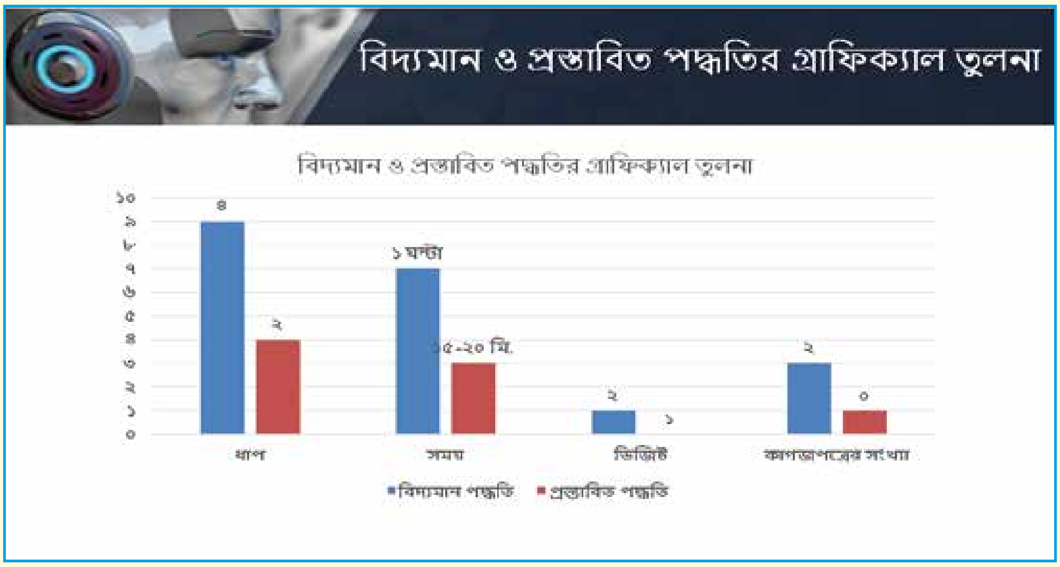

Queue Management System-এ থানায় সেবা প্রদান

‘মুজিববর্ষ’ এবং ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের গৃহীত কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় নারী, শিশু,বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক তৈরির সিদ্ধান্ত জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রেস রিলিজ ছবিসহ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ায় প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে গত ১৭-২৭ মার্চ ২০২১খ্রি. বিভিন্ন কর্মসূচি উপলক্ষ্যে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিদেশি সম্মানিত অতিথিগণকে স্বাগত জানানোর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গমনাগমনকালীন এবং ভিভিআইপিগণের হোটেলে আগমণ ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে গমনাগমনকালীন প্রটেকশন বিভাগ কর্তৃক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভিভিআইপি এবং ভিআইপিগণ যাতে নির্বিঘ্নে গমনাগমন করতে পারে সেজন্য পৃথক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ভেন্যুতে আয়োজিত কর্মসূচিতে ভিভিআইপিগণের উপস্থিতি ও গমনাগমনকালীন প্রটেকশন বিভাগ কর্তৃক এসএসএফ, বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক ভেন্যু, বহিঃবেষ্টনী, রুফটপ, গেট ও রুট প্রটেকশনকেন্দ্রিক অফিসার ও ফোর্স যথাসময়ে নিয়োজিত করে তদারকির মাধ্যমে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়াই ভিভিআইপিগণের সার্বিক নিরাপত্তা সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে নিশ্চিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ পুলিশিং কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুলিশ অফিসার এবং সদস্যদের ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিভিশিনে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে আলোকসজ্জা, কেক কাটা এবং আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, পথ শিশু ও এতিম শিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজসহ, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, কুইজ ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে নির্মীত জাতির জনকের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

এখানে একটি ছবি লাগবে।

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, কেক কাটা এবং আলোচনা সভায় এবং মিলাদ মাহফিল পরবর্তীকালে পথ শিশু ও এতিম শিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজ, অফিসার ও ফোর্সদের মাঝে বড়ো খানার আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ হতে ২৬ মার্চ পযন্ত ইউনিটে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্স-এর মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও ফলজ বৃক্ষের বনায়ন করা হয়। চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে জাতির জনকের ০১ (এক) টি সুদৃশ্য মুর‍্যাল স্থাপন করা হয় এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ অফিসের সামনে ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার’ স্লোগানসংবলিত ডিজিটাল টিভি মনিটর স্থাপন করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধে সরকার ঘোষিত জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের বিধি-নিষেধসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও লকডাউন কার্যক্রমের লক্ষ্যে নিয়মিত ট্রাফিক ডিউটির পাশাপাশি বিশেষ চেকপোস্ট গঠন করে সকল প্রকার গণপরিবহণ বন্ধে এবং অনুমোদিত যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনায় খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসক ও জরুরি সেবাকর্মীদের যাতায়াতে সহায়তা, শিল্প উৎপাদন ও কৃষি পণ্যের পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে করোনা সচেতনতা-সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং এবং করোনা সংক্রমণ রোধকল্পে বিধি-নিষেধ চলাকালে জরুরি প্রয়োজনে মুভমেন্ট পাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) কালীন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিয়মিত দিকনির্দেশনামূলক ব্রিফিং পরিচালিত করা হয় ও সকলকে নিজ নিজ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করণে নিজের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা (লিফলেট) বিতরণ করা হয় এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিই, ফেসশিল্ডসহ ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। সচেতনতার জন্য নিয়মিতভাবে অফিসার ও ফোর্সদের ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। ট্রাফিক আইন প্রয়োগকালে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, পরিবহণ চালক, হেল্পার, যাত্রীসহ অন্যান্যদের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

জরুরি পণ্য, কৃষি সামগ্রীসহ অন্যান্য জরুরি পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান যা দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করে। করোনাকালীন গার্মেন্টস ও শিল্প কলকারখানা খোলা রাখার পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও তৈরিকৃত সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

করোনা সংক্রমণ রোধকল্পে গৃহীত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসমূহ

মহাসড়কে চলাচলরত যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে জনসাধারণের মধ্যে 'নো-মাস্ক নো-সার্ভিস' সচেতনতা বৃদ্ধি মাস্ক ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপরিবহণে ভ্রমণকালীন স্বাস্থ্যবিধিসম্পর্কিত নির্দেশনাবলি সংবলিত লিফলেট সরবরাহ প্রদান এবং পথ সভা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বিলিবণ্টন অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশের সকল ইউনিটে পরিষ্কার পরিছন্নতা, জীবাণুনাশক সংক্রমণ প্রতিরোধে সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্প্রে মেশিন ব্লিচিং পাউডার কীটনাশক সরবরাহপূর্বক নিয়মিত পরিষ্কার-পরিছন্নতা বিষয়টি নিশ্চিত করে নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রয়েছে। সকল অফিস/ব্যারাক/আবাসিক ভবনে পানি সরবরাহের স্থান, আবাসস্থল, ডাইনিং, ক্যান্টিন, অস্ত্রাগার ইত্যাদি স্থানসমূহে সর্বদা জীবাণুমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশি সেবা প্রদান, মহাসড়কে নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং স্বীয় নিরাপত্তাপূর্বক করোনা (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে জনসাধারণের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পানি ও হ্যান্ডস্যানেটাইজার ব্যবহারের মাধ্যমে হাত ধোয়া প্রকল্প চলমান। মহাসড়কে যেসকল যানবাহন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে প্রসিকিউশনের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। এ ছাড়াও মহাসড়কে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণে চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের নির্দেশনার আলোকে করোনা রোগে আক্রান্ত রোগী ও সন্দেহভাজন করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয় হিসাবে ফোকাল পয়েন্টে মাধ্যমে হোম কোয়ারেন্টাইন প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, কেক কাটা এবং আলোচনা সভায় এবং মিলাদ মাহফিল পরবর্তীকালে পথ শিশু ও এতিম শিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজ, অফিসার ও ফোর্সদের মাঝে বড়ো খানার আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ হতে ২৬ মার্চ পযন্ত ইউনিটে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্স-এর মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও ফলজ বৃক্ষের বনায়ন করা হয়। চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে জাতির জনকের ০১ (এক) টি সুদৃশ্য মুর‌্যাল স্থাপন করা হয় এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ অফিসের সামনে ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার’ স্লোগানসংবলিত ডিজিটাল টিভি মনিটর স্থাপন করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধে সরকার ঘোষিত জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের বিধি-নিষেধসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও লকডাউন কার্যক্রমের লক্ষ্যে নিয়মিত ট্রাফিক ডিউটির পাশাপাশি বিশেষ চেকপোস্ট গঠন করে সকল প্রকার গণপরিবহণ বন্ধে এবং অনুমোদিত যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনায় খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসক ও জরুরি সেবাকর্মীদের যাতায়াতে সহায়তা, শিল্প উৎপাদন ও কৃষি পণ্যের পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে করোনা সচেতনতা-সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং এবং করোনা সংক্রমণ রোধকল্পে বিধি-নিষেধ চলাকালে জরুরি প্রয়োজনে মুভমেন্ট পাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) কালীন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিয়মিত দিকনির্দেশনামূলক ব্রিফিং পরিচালিত করা হয় ও সকলকে নিজ নিজ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করণে নিজের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা (লিফলেট) বিতরণ করা হয় এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিই, ফেসশিল্ডসহ ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। সচেতনতার জন্য নিয়মিতভাবে অফিসার ও ফোর্সদের ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। ট্রাফিক আইন প্রয়োগকালে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, পরিবহণ চালক, হেল্পার, যাত্রীসহ অন্যান্যদের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

জরুরি পণ্য, কৃষি সামগ্রীসহ অন্যান্য জরুরি পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান যা দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করে। করোনাকালীন গার্মেন্টস ও শিল্প কলকারখানা খোলা রাখার পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও তৈরিকৃত সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' নামে খ্যাত ২২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি-এর রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর-এর অনেক বাঙালি সদস্য শহিদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীকালে শাহাদতবরণ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ৮১৭ জন সদস্য শাহাদতবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি-এর ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১০ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজিবি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো :

অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা

বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকপাচার-সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে-কোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবি-এর উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও সফলতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সীমান্তে চোরাচালান, মাদক ও মানবপাচার প্রতিরোধ

মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ গ্রহণ করেছে। সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৮০৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯২০ টাকা মূল্যের চোরাচালানি মালামাল ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। একই সময়ে সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে ১,৪৭,০৫,১১৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫,৮৪,৫১৩ বোতল ফেনসিডিল, ৮৬ কেজি ৭৭৩ গ্রাম হেরোইন, ১,৯৭,৬৫৬ বোতল বিদেশি মদ, ২৩,২৭১ বোতল বিয়ার, ৫,৮০৫ লিটার দেশি মদ, ১৯,৮৫২.৪২৫ কেজি গাঁজা, ৬৮,৩৩১ পিস অ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ৬,০৫,৪৪১ পিস অন্যান্য ট্যাবলেট এবং ৩৩,৪৬৭টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্নপ্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণপাচার প্রতিরোধে বিজিবি-এর নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজিবি-এর অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৭৮ কেজি ২৩৪ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত এসব স্বর্ণের আর্থিক মূল্য ৪৬,৯৪,০৪০/- টাকা। এ ছাড়া ৪৫ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ৪০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যে কোনো ধরনের মানবপাচার প্রতিরোধে বিজিবি-এর কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজিবি-এর অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৪৯৪ জন পুরুষ,২৮৫ জন নারী ও ৪৭ জন শিশু এবং ০৩ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত ২২৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সীমান্তে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণ এবং ক্যাটেল করিডোরের মাধ্যমে আসা গবাদি পশুর বিপরীতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিজিবি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজিবি ক্যাটেল করিডোর হয়ে আসা ৮১,২৯০টি গবাদি পশুর বিপরীতে ৪ কোটি ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৫০০ টাকার রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে।

বিজিবি কর্তৃক চোরাচালানি মালামাল ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়

যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) বেনাপোল বিওপি কর্তৃক স্বর্ণের বারসহ ০১ জন আসামিকে আটক করা হয়

সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়নের (৩৩ বিজিবি) কুশখালী বিওপি টহলদল কর্তৃক ০২ নারীসহ ০১ জন পাচারকারীকে আটক

অস্ত্র উদ্ধার

মাদকদ্রব্যের ন্যায় অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধেও বিজিবি-এর 'জিরো টলারেন্স নীতি' বলবৎ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিবি-এর গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে সীমান্তের যেসব এলাকায় অস্ত্রপাচারের প্রবণতা রয়েছে সেসকল এলাকায় বিজিবি কর্তৃক বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিজিবি-এর অব্যাহত তৎপরতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৪টি রিভলবার, ৫২টি পিস্তল, ৯৪টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৫০টি ম্যাগাজিন, ১৫১৪ রাউন্ড গুলি, ১১টি ককটেল, ০৪টি ডেটেনেটর ফিউজ এবং ৯১৭ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করা হয়।

যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯বিজিবি)-এর অধীন বিওপি টহল দল কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আসামি আটক

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীন চিলমারী বিওপি কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র আটক

সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস

বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবি-এর পক্ষ হতে বিএসএফ-এর নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজিবি-এর এসব জোরালো তৎপরতার ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোটায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

‘ক্রাইম ফ্রি জোন’ ঘোষণা

বিজিবি ও বিএসএফ-এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপি-এর মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো ‘ক্রাইম ফ্রি জোন’ বা ‘অপরাধমুক্ত এলাকা’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন– ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। একইসঙ্গে অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় ‘ক্রাইম ফ্রি জোন’ তৈরির লক্ষ্যে বিজিবি ও বিএসএফ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সীমান্তে বিজিবি-এর টহল

সীমান্তে ‘ক্রাইম ফ্রি জোন’ বা ‘অপরাধমুক্ত এলাকা’ মানচিত্র

সীমান্ত সম্মেলন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছর ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঢাকায় এবং ২২-২৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গৌহাটি, ভারতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও, চলতি অর্থবছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ৪টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২২টি ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ১০২টি পতাকা বৈঠক, বিওপি/ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে ১৭৭৪টি এবং ১৯,৪৪২টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

১৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঢাকায় (পিলখানায়) অনুষ্ঠিত ৫০তম বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

২২-২৬ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভারতের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ৫১তম বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা

মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করেছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিজিবি-এর এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

বিজিবি-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ

বিজিবি-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবে বিজিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় নবগঠিত কক্সবাজার রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমাণ্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নসহ ১৬টি ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ১৪১টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজিবি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় আরও ১টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ৪টি সেক্টর সদর দপ্তর, ১২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ১টি ডগ স্কোয়াড ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ২টি বর্ডার গার্ড ট্রেনিং স্কুল, ২টি রিজিয়ন রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, গাজীপুরে ১টি বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং একাডেমি, ৫টি লজিস্টিক বেইজ, ১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ১টি কুইক রি-অ্যাকশন ফোর্স ইউনিট, ১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং ১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডগ স্কোয়াড ইউনিট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, ২টি বর্ডার গার্ড ট্রেনিং স্কুল, ২টি রিজিয়ন রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, গাজীপুরে ১টি বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং একাডেমি, ৫টি লজিস্টিক বেজ, ১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ১টি কুইক রি-অ্যাকশন ফোর্স ইউনিট, ১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং ১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজিবি পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২০-এ প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.

অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা

ভারত ও মায়ানমার-এর সঙ্গে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪৪২ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৯৭ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ৩টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষিত করার কার্যক্রম চলমান।

প্রশিক্ষণ

বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি-এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ (বিজিটিসিএন্ডসি) এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত জুলাই ২০২০ হতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিজিবি-তে ৭,২১২ জন, সেনাবাহিনী-তে ৮৫ জন, বিমানবাহিনী-তে ২২ জন এবং নৌবাহিনী-তে ০২ জনসহ সর্বমোট ৭,৩২১ জন সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ৯৫তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে পুরুষ-২২৯৯ জন ও মহিলা-২০১ জনসহ সর্বমোট ২৫০০ জন রিক্রুট এবং ৯৬তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে পুরুষ-২৩৭২ জন ও মহিলা-১২৮ জনসহ সর্বমোট ২৫০০ জন রিক্রুট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও ARMY LEVEL LOGISTIC CPX ২০২০ (EX NOBO UDDAM)এ ১৩ জন এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ১০ জনসহ সর্বমোট ২৩ জন অফিসার অংশগ্রহণ করেছেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. কর্তৃক বিজিটিসিএন্ডসি-তে ৯৬তম ব্যাচ রিক্রুটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন

মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক ৯৬তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে ৭.৬২ মি. মি. রাইফেল টাইপ-৫৬ (চায়না) ফায়ারিং অনুশীলন পরিদর্শন

বিজিটিসিএন্ডসি-তে পরিচালিত ATGW (LPMS) CORSAR প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের অস্ত্রের উপর বিদেশি (ইউক্রেন) প্রশিক্ষক কর্তৃক ক্লাস পরিচালনার

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবি-এর সাফল্য

বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি-এর নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। '৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'-এ জাতীয় হ্যান্ডবল, জুডো ও কাবাডি প্রতিযোগিতায় বিজিবি দল 'চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলাধুলায় বিজিবি-এর দলগত/ব্যক্তিগত সাফল্য স্থিরচিত্রে প্রদত্ত হলো :

'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০২১'-এ অংশগ্রহণ করে বিজিবি কাবাডি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে

'স্বাধীনতা দিবস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২১'-এ অংশগ্রহণ করে বিজিবি হ্যান্ডবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে

'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'-এ পদকপ্রাপ্ত বিজিবি-এর ফেন্সিং দলের মহিলা সৈনিকগণ

'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'-এ বিজিবি আরচারি দলের সিপাহি নেওয়াজ রাকিব রৌপ্যপদক অর্জন করে

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

বিজিবি-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবে ২০০৯ সাল থেকে এ যাবৎ ২৯,১৩০ জন লোক নিয়োগ, নারী সৈনিক নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটরসাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিএসপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি-এর অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজিবি-এর এয়ার উইং স্থাপন

২৬ মে ২০১৬ তারিখে ৮৪টি নতুন পদ, ৩৩টি যানবাহন ও ০৩টি মাঝারি হেলিকপ্টার নিয়ে নতুন করে বিজিবি এয়ার উইং গঠিত হয়। উক্ত নবসৃজিত এয়ার উইং-এ জানুয়ারি ২০২০ সালে রাশিয়ায় প্রস্তুতকৃত ০২টি সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক Mi-171E হেলিকপ্টার সংযুক্ত হয়। প্রতিটি হেলিকপ্টার ২৬ জন যাত্রী অথবা ১২ জন রোগী অথবা ৩ টন লোড বহন করতে সক্ষম। ০৮ নভেম্বর ২০২০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার দুটির শুভ উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। হেলিকপ্টার দুটি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজিবি-এর বিওপিগুলোতে রসদ সরবরাহসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ ও আভিযানিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং ভবিষ্যতে এই হেলিকপ্টার দুটি বিজিবি-এর ত্রিমাত্রিক সক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করবে।

বিজিবি এয়ার উইং-এর জন্য রাশিয়া হতে হেলিকপ্টার ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিজিটিসিএন্ডসির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Rappelling & Fast Roping প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিজিবি এয়ার উইং-এর হেলিকপ্টার হতে অবতরণ

বিজিবি এয়ার উইং-এর নতুন ক্রয়কৃত হেলিকপ্টার দ্বারা অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা

আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি

বিজিবিতে কর্মরত অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবিধারী এবং ৪র্থ শ্রেণির সদস্যদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে ভৌত ও অবকাঠামো গত সুবিধাদির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সেক্টর সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা এর ১ x ২০০ ম্যান সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ, সদর বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, পিলখানা, ঢাকা-এর ১ x ২০০ ম্যান সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ, ঢাকা ব্যাটালিয়ন (২৬ বিজিবি)-এর ১ x ২০০ ম্যান সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ, ‘বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় ০৫টি আবাসিক ভবন নির্মাণ যথা (১) ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট অন্যান্য পদবীর পারিবারিক বাসস্থান-১ (হালদা) (২) ০১টি ১৫ তলাবিশিষ্ট অন্যান্য পদবির পারিবারিক বাসস্থান-২ (ধরলা) (৩) ০১টি ১৫ তলাবিশিষ্ট অন্যান্য পদবির পারিবারিক বাসস্থান-৩ (মহুরী) (৪) ০১টি ১৫ তলাবিশিষ্ট অন্যান্য পদবির পারিবারিক বাসস্থান-৪ (বরাক) (৫) ০১টি ১৫ তলা ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পারিবারিক বাসস্থান (কাকাতুয়া) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার পর মহাপরিচালক মহোদয় বাসস্থান উদ্‌বোধন করেন। এ ছাড়াও, বিভিন্ন রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ৪টি অফিসার্স কোয়ার্টার ঊর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ, সদর দপ্তর বিজিবিতে সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ, ৮টি অফিস বিল্ডিং উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ, বিজিবি হ্যাংগার নির্মাণ, ১৪টি সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ এবং সৈনিকদের জন্য ২টি ডাইনিং হলসহ অন্যান্য ৫৬টি নির্মাণ কাজ চলমান। উল্লেখ্য, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আবাসন সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘সীমান্ত এলাকায় বিজিবি-এর ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান।

সেক্টর সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা-এর নবনির্মিত সৈনিক ব্যারাক

জুনিয়র কর্মকর্তাদের জন্য ১৫ তলাবিশিষ্ট পারিবারিক বাসস্থান

বিভিন্ন কল্যাণ/অনুদান সহায়তা ও পদক প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে ২০২০ সালে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায় লেটার/গ্রেডিং সিস্টেমের আওতায় জিপিএ-৪.০০ বা তদুর্ধ্ব পয়েন্ট প্রাপ্ত ৩৬১ জন বিজিবি সন্তানের শিক্ষা বৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৩,৬১,০০০/- (তিন লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিজিবি-তে কর্মরত অবস্থায় সরকারী কর্তব্য পালনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে নিহত/আহত ৩ জন সদস্য/পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে ১০ জনকে বিজিবিএম, ২০ জনকে পিবিজিএম, ১০ জনকে বিজিবিএমএস এবং ১৯ জনকে পিবিজিএমএস সর্বমোট ৫৯ জন বিজিবি সদস্যকে পদক প্রদান করা হয়েছে।

চিকিৎসা সুবিধা

২০২০-২১ অর্থবছরে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, পিলখানা, ঢাকায় সন্দেহভাজন করোনা রোগীদের করোনা পরীক্ষা করার জন্য ১,১৮,৮৬,৭৫৮/- টাকা মূল্যের RT-PCR ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, পিলখানা, ঢাকার জন্য মার্সিডিজ বেঞ্চ এল এস অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে যার খরচকৃত মূল্য ২,১৫,০০,০০০/- টাকা। এ ছাড়া একটি অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাব ও Coronary Care Unit (CCU) স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ০১ জুন ২০২১ তারিখ হতে হৃদরোগে আক্রান্ত বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

মার্সিডিজ বেঞ্চ এল এস অ্যাম্বুলেন্স

উক্ত মার্সিডিজ বেঞ্চ এল এস অ্যাম্বুলেন্স এর ইন্টোরিয়র

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালোবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল
০১	রিপোর্ট টু বিজিবি মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সীমান্ত অপরাধ দমনে সেবা প্রদান	অপরাধ দমনের জন্য অ্যাপস/সফটওয়্যার প্রস্তুত ও চালুকরণ	বাংলাদেশের জনসাধারণ যে-কোন স্থান থেকে মোবাইলের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সীমান্ত অপরাধসংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য বিজিবি তথ্য ভান্ডারে পাঠাতে পারবে। এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা, মাদকপাচার, মানবপাচার ও চোরাচালানসহ যে-কোনো সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবি দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাষ্ট্রও জনগণের নিকট দ্রুততার সঙ্গে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে
০২	সীমান্ত ডেটা সেন্টার	বিজিবি নিজস্ব ডেটা সেন্টার তৈরি	সীমান্ত ডেটা সেন্টার বিজিবি-এর নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করে বিজিবি-এর ওয়েব সাইট (www.bgb.gov.bd) রক্ষণাবেক্ষণ করছে। বিভিন্ন সার্ভার ও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে বিজিবি-এর এই ডেটা সেন্টারটি সীমান্ত ব্যাংকে সার্ভিস প্রদান ছাড়াও ক্রমশই এর কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে চলেছে। এ ডেটা সেন্টার ইতোমধ্যেই বিজিবি-এর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের যুগান্তকারী অর্জন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে
০৩	ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সাইট	বিজিবি নিজস্ব ডিজাষ্টার রিকভারি (ডিআর) সাইট তৈরি	রিজিয়ন সদর দপ্তর, যশোরের অধীন যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি)-এ একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার ডিজাস্টার রিকভারি সাইট'-এর শুভ উদ্‌বোধন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ২৯ অক্টোবর ২০২০ 'ডেটা সেন্টার ডিজাস্টার রিকভারি সাইট'-এর উদ্‌বোধন করেন। আন্তর্জাতিকভাবে ডেটা সেন্টার নির্মাণের গাইড লাইন অনুযায়ী প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনাবশত ডেটা সেন্টারের ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ভিন্ন Seismic Zone-এ আরও বৃহৎ কলেবরে এই ডেটা রিকভারি সাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনে ডিজিটাল ডেটা নিরাপত্তায় যে-কোনো সংস্থার জন্য উক্ত DR site অগ্রণি ভূমিকা রাখতে সক্ষম

উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক সভা

অপরাধ দমন সেবা প্রদান

ক্র.	বিদ্যমান ধাপসমূহ		প্রস্তাবিত ধাপসমূহ
১.	বিওপিতে আগমন (নাগরিক)	১.	মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে তথ্য ফর্ম পূরণ (নাগরিক)
২.	তথ্য প্রেরণ (নাগরিক)	২.	তথ্য প্রদান (অফিস)
৩.	অনুমতি গ্রহণ (অফিস)		
৪.	অনুমতি প্রাপ্তিসাপেক্ষে অপারেশন গ্রহণ		

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

	বিদ্যমান পদ্ধতি		প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১.	আবেদন ফর্ম	১.	তথ্য প্রদান
২.	তথ্য ফর্ম		

নিষ্পত্তির সময় (তথ্য দেওয়াসাপেক্ষে সাড়া প্রদানের সময়)

	বিদ্যমান পদ্ধতি		প্রস্তাবিত পদ্ধতি
	+ ০১ ঘণ্টা (৬০ মি.)		০২ মি.

TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	+ ০১ ঘণ্টা (ন্যূনতম)	০২ মি. (সর্বোচ্চ)
খরচ (নাগরিক+দাপ্তরিক)	+ ২০০ টাকা (বিওপির দূরত্ব অনুসারে)	X
ধাপ	০৪টি	০২টি
জনবল+কমিটি	২ জন (নাগরিক) ৩ জন (অফিস)	২ জন (অফিস)
সেবা প্রাপ্তির স্থান	বিওপিসমূহ	বিওপিসমূহ
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	২টি	১টি (অফিস)

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

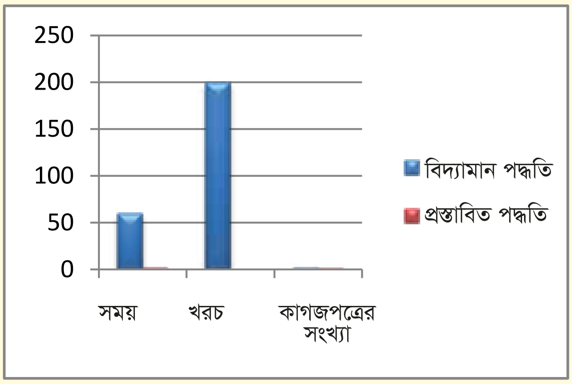

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

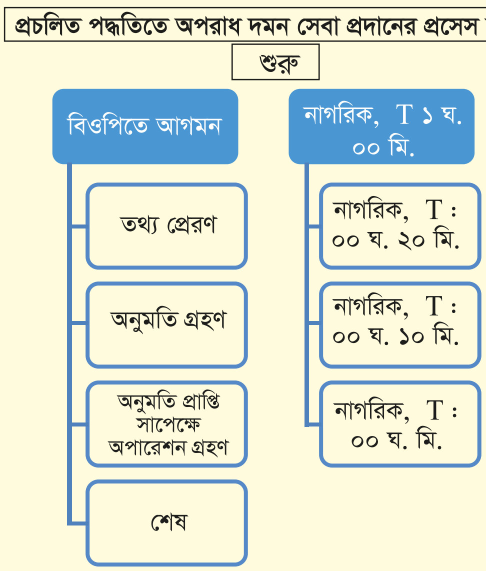

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

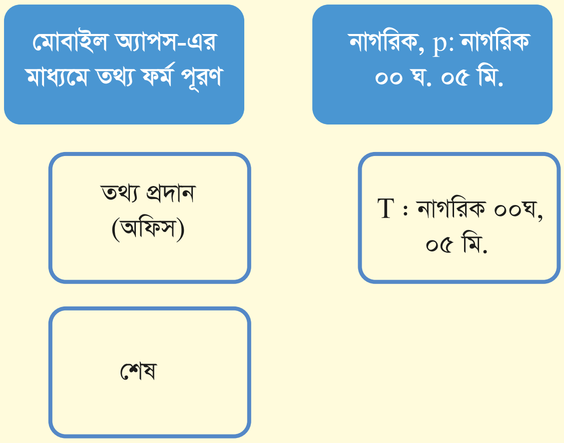

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

বিজিবি সদর দপ্তর থেকে শুরু করে রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন এবং বিজিবি-এর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল বিওপির বিজিবি সদস্যগণ এবং তাদের পরিবারবর্গের সচেনতনা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল ইউনিটে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলার কারণে দেশের সার্বিক করোনা পরিস্থিতির বিবেচনায় বিজিবি সদস্যদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অত্যন্ত নগণ্য যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োজিত থেকে সীমান্ত রক্ষার মতো পবিত্র দায়িত্ব পালন করে থাকে। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন এবং উধ্বর্তন দপ্তরের সকল নির্দেশনা মোতাবেক বিজিবি-এর প্রতিটি সদস্য তাদের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে।

করোনাভাইরাস-সম্পর্কিত সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে বিজিবি-এর ০৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৫ তম ব্যাচের রিক্রুটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এবং ৯৬তম ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম চলমান। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের আসন্ন শীতকালীন দ্বিতীয় ঢেউ (Second wave) মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক দিকনির্দেশনাসমূহ সকল ইউনিটের সদস্যকে অবগত করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন প্রতিনিয়ত বিজিবি-এর সকল রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে। করোনাভাইরাসের আসন্ন শীতকালীন দ্বিতীয় ঢেউ (Second wave) মোকাবেলায় করোনাআক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালসমূহে এবং রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নের সকল সিক-বে/এমআইরুমে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিজিবি-এর সকল রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন/হাসপাতালে পর্যাপ্ত আইসোলেশন/কোয়ারেন্টাইন-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন হলে আইসোলেশন/কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশের জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা প্রদান, বনদস্যুতা দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানবপাচার রোধ ও মৎস্যসম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক্‌নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কোস্ট গার্ড-এর ০৯টি জাহাজ ও ০১টি বেইস উদ্‌বোধন

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

চোরাচালান প্রতিরোধ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

শুধু চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ১১৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটকসহ ৫১টি অবৈধ অস্ত্র, ৬৯ রাউন্ডস তাজা গোলা, ০৭ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৫৫টি দা/রামদা/ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়াও ২৮৪ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ি-কাপড় ও অস্ত্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ১০২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ৩৩,৬৮,০৩২ পিস ইয়াবা, ১,৬০৩ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক, ১২২ লিটার দেশীয় মদ ও ৪২.২৬৬ কেজি গাঁজা রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (টেকনাফ) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা, বিদেশি মদ ও পাচারকারী

মৎস্য ও বনজসম্পদ রক্ষা

মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ১,৫৪৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ২,১১,০৮১ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৩৪,১৮,৪৪,৭১৭ মিটার কারেন্ট জাল, ৩,৮১,৯৫,৩৭৩ মিটার অন্যান্য জাল, ১৫,৫৯৭ টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ৪,৪৬,৩৩,৭১৫ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়েছে। সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। একই সময়ে প্রায় ১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার প্রায় ৪,০১৬.৭৩ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজসম্পদ আটক ও ১০টি তক্ষক উদ্ধার করে বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (সদর দপ্তর সাপোর্ট ইউনিট) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (নলিয়ান) কর্তৃক উদ্ধারকৃত তক্ষক ও আটকৃত আসামি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক আটককৃত হরিণের মাংস, মাথা, পা ও চামড়া

দুর্যোগকালীন গৃহীত কার্যক্রম

গত ২০ মে ২০২১ মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে গত ২২ মে ২০২০ 'ঘূর্ণিঝড় ইয়াস'-এ পরিণত হয়। এ উপলক্ষ্যে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনসমূহে ঘূর্ণিঝড় মনিটরিং সেল গঠনকরত উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব স্টেশান/আউটডপোস্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সময় সাধনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। গত ২৬ মে ২০২১ তারিখে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস সরাসরি ভারতীয় উপকূলে এবং আংশিকভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ড-এর স্টেশন/আউট পোস্ট/সিসিএমসিতে সর্বমোট ৭৪৩ জন আশ্রয় প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অনেক গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূলীয় এলাকায় SAR Operation পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও কোস্ট গার্ড কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

'ঘূর্ণিঝড় ইয়াস'-এ পূর্ববর্তী সচেতনতা এবং পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সহায়তা

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ ত্রাণ সহায়তা বিতরণ

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' প্রকল্প : 'এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি)-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ৩টি আইপিভি নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ায় গত ২০ জুন ২০১৯ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জাহাজসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় যা ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১টি ফ্লোটিং ক্রেন নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি)-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণাধীন ১টি ফ্লোটিং ক্রেন-এর সকল মেশিনারী স্থাপন সম্পন্ন শেষে ১৪ জুন ২০২০ এ জাহাজটি লঞ্চ করা হয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী খুশিলি কর্তৃক ফ্লোটিং ক্রেনটি নির্মাণ শেষে আনুমানিক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে আশা করা যায়। এ ছাড়া ৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) নির্মাণের জন্য সকল মালামাল স্থাপন শেষে বোটসমূহ ৩০ মে ২০২১ লঞ্চ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী খুশিলি কর্তৃক ০৬টি হাইস্পিড বোট আনুমানিক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে আশা করা যায়।

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এবং খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী যথাক্রমে ০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) এবং ০২টি টাগ বোট আনুমানিক ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্থান্তর করা হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো) ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) শীঘ্রই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহীনিতে সংযোজিত হবে।

নির্মানাধীন হাই স্পিড বোট (বড়ো)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ডাইভিং)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ফেরি)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য চলতি ২০২১-২০২১ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর স্টেশনে ৩ টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি নাবিক নিবাস এবং ৩টি সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ভৌত অবকাঠামো ১০০% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

নাবিক নিবাস ভবন

প্রশাসনিক ভবন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, বোট ও পন্টুনসহ অন্যান্য জলযানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণসহ স্লিপওয়ে, পন্টুন ও জেটি নির্মাণ, নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও বিশেষায়িত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান।

নির্মাণাধীন সিএসডি প্রশাসনিক ভবন (১১ তলা)

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিআরটিসি ও বুয়েট-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের সিএসডি প্রশাসনিক ভবন (১১ তলা) ও অফিসার্স মেস (১০ তলা) ভবনদ্বয়ের যথাক্রমে ১১ তলা ও ১০ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন জেসিও'স ব্যারাক (৬ তলা) ও নাবিক ব্যারাক (৬ তলা)-এর সার্ভিস পাইল ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তা ছাড়া প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, গার্ড রুম কাম রিসিপশন রুম, আরসিসি রোড নির্মাণ মাস্টার ড্রেন নির্মাণ, ৫০০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি ও বুয়েট কর্তৃক প্রকল্পের বিশেষায়িত অঙ্গসমূহের ড্রয়িং-ডিজাইন এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহের কারিগরি বিনির্দেশ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য 'THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF RESCUE CAPACITIES IN THE COASTAL AND INLAND WATERS' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাপান সরকারের JICA অনুদান হিসাবে ২৪টি রেসকিউ বোট (০৪টি ২০ মিটার এবং ২০টি ১০ মিটার) পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। বোটসমূহের যাবতীয় টেস্ট ট্রায়াল সম্পন্ন করত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

তাছাড়া ০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট ৩০ জুন ২০২১-এর মধ্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তরের চুক্তি থাকলেও বিরাজমান কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতির কারণে নতুন সিডিউল অনুযায়ী নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সরবরাহ করবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জানানো হয়।

১ম ধাপে ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর

২য় ধাপে ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট কোস্ট-গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর

২০ মিটার রেসকিউ বোটের চলমান কার্যক্রম

সাফল্য

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ০১টি বেইস, ০২টি ওপিভি, ০৫টি আইপিভি ও ০২টি এফপিবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই বাহিনীতে কমিশনিং করা হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এ ঢাকা জোনের জন্য জনবলের অনুমোদন এবং সুন্দরবন জোন ও বিসিজি বেইস সুন্দরবন সংযোজনের কার্যক্রম চলমান। নতুনভাবে অনুমোদিত ০৫টি আইপিভি, ০২টি টাগ বোট ও ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন এবং জনবলসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএন্ডইতে বর্তমানে ০৭টি বেইস, ৩১টি স্টেশন, ১৪টি আউটপোস্ট, ৩০টি জাহাজ, ০৮টি হারবার প্যাট্রল বোট, ১৪৫টি হাইস্পিড বোট (বড়ো/ছোটো) ও ১৭টি অন্যান্য বোটের অনুকূলে ৫,০৩৮ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও পদবির জনবল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র:	শিরোনাম	উদ্যেগের বিবরণ	ইস্পিত ফলাফল
০১	কোস্ট গার্ড মোবাইল অ্যাপস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিচিতি, কোস্ট গার্ড এর সকল কার্যক্রম, জাহাজ এবং বোটসংক্রান্ত তথ্যাদি, জরুরি যোগাযোগ এবং জনসাধারণের যে-কোনো অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হয়।	কোস্ট গার্ড মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারের ফলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ কোস্ট গার্ড সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে, জরুরি প্রয়োজনে কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে এবং সাধারণ জনগণ তাদের যে-কোনো অভিযোগ এই অ্যাপস্-এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ডকে অবহিত করণ।
০২	সিজিআরপিএমএস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পাচার, জলাবদ্ধতা, তেল, গ্যাস, জলজ সম্পদ এবং বাংলাদেশের জলাশয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, রক্ষা মিশন, সমুদ্র বন্দরগুলোতে সুরক্ষা সহায়তার মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের একটি সংস্থা। এ ছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ত্রাণ পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সকল কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য প্রচুর আইটেমের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, যার ফলে লজিস্টিক রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড করার প্রয়োজনীয়তা অনুভত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম তৈরির চিন্তা করে, যা মাল্টি-মডিউল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার দ্বারা সকল কার্যক্রম আরও সহজ করতে সহায়তা করবে। এটি লজিস্টিকস্ রিসোর্স সম্পর্কিত সমস্ত ফাংশনকে একটি একক অটোমেশন সিস্টেমে পরিণত করবে। যার ফলে ত্রুটিবিহীন অপারেশন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনী সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা সম্ভবপর হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড লজিস্টিকস্ পরিদপ্তরসহ অন্যান্য পরিদপ্তর এবং জোনাল কমান্ডারদের অফিসগুলো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সিজি-আরপিএমএস নামক উক্ত সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করে। উক্ত সফটওয়্যার সিস্টেমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্বল্প সময়ে কার্য সম্পাদন, খরচ কমানো, কাজের দক্ষতা, জবাবদিহি এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা।	সিজি- আরপিএমএস সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সকল দপ্তর/বিভাগ, জাহাজ/ঘাঁটি, জোনসমূহ একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে অধিক সহজতর, নির্ভুলভাবে এবং কম সময়ে করতে পারছে, যা এই সংস্থার কাজের ধরনে আমূল পরিবর্তন।

ক্র:	শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল
০৩	ভেহিকেল ট্রাকিং সিস্টেম	Vehicle Tracking সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয়সহ বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।	বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের যানবাহনসমূহ সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে ডবল কেবিন পিকআপ ২২টি, সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ ১০টি, অ্যাম্বুলেন্স ০৩টি, বিভিন্ন ধরনের জিপ ২০টি, বাস ০৪টি, কোস্টার ০২টি, ট্রাক (০৫ টন) ০২টি, ট্রাক (০৩ টন) ০৭টি, মাইক্রোবাস ০৮টি, স্টাফ কার ০৮টিসহ সর্বমোট বিভিন্ন ধরনের ৮৬টি। যানবাহনে Vehicle Tracking System স্থাপন করা হয়েছে। Vehicle Tracking System স্থাপন করায় অফিসে বসেই যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয় করণ।
০৪	ভেসেল ট্রাকিং সিস্টেম	ভ্যাসেল ট্র্যাকার একটি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যা কোনো জলযানের অবস্থান এবং জ্বালানি খরচ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে। ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে ব্যবহৃত জলযানসমূহের বর্তমান অবস্থান, জ্বালানি, মাইলেজ এবং প্লেব্যাক-এর তথ্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়া ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সমুদ্রে যে-কোনো জলযানকে দ্রুত খুজে বের করে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	বর্তমানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরীক্ষামূলকভাবে ২২ টি বোটে ট্র্যাকার স্থাপন করেছে। সাধারণভাবে কোনো জলযানের অবস্থান, জ্বালানি এবং মাইলেজ সম্পর্কিত তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয় যা সময় সাপেক্ষ এবং প্রায়শই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই অনন্য জাহাজ ট্র্যাকিং সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলযানের অবস্থান, জ্বালানি এবং মাইলেজ, প্লেব্যাক দিতে পারবে, যা সময় সাশ্রয়ী এবং জটিলতা নিরসনে সহায়ক হবে। আবার গভীর সমুদ্রে কোনও মাছ ধরার নৌকা/ট্রলার জাহাজ থেকে কোনও ডিসট্রেস সিগন্যাল বা তথ্য পাবার পর, কোস্ট গার্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে নিকটস্থ কোনো কোস্ট গার্ড বোটকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে প্রেরণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা জলদস্যুতা রোধের হার বাড়িয়ে তুলবে, বিপদগ্রস্ত জাহাজগুলো খুঁজে বের করা এবং দ্রুততম সময়ে উদ্ধার কাজ শুরু করতে বিশেষ সহায়তা করবে, যা পূর্বে প্রায়শই সম্ভব হতো না। ভ্যাসেল ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সহজ করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে বিপদগ্রস্ত জলযানসমূহকে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান।
০৫	Internet of Things (IoT) for Bangladesh Coastguard	বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সকল ধরনের যন্ত্রপাতি Internet Connection এর মাধ্যমে ব্যবহার ও অপারেট করার জন্য IoT সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল ধরনের Electrical and electronics equipment যেমন বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান, এসি, সকল প্রকার মটর, বিভিন্ন ধরনের Access Control এবং CC Camera Control ও মনিটরিং-সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সুনির্দিষ্ট বিন, mobile application এবং Internet connection-এর মাধ্যমে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।	Internet of Things (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, অপারেশন সহজ হবে, জরুরি অবস্থায় যে-কোনো ডিভাইস বন্ধ এবং চালু করা যাবে এবং রিমোট কন্ট্রোল-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি।
০৬	ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যান	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের উপভোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি (নভোমণ্ডল ও বিগব্যাং -এর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে মুভি Cosmic Mystery, মহাসমুদ্র জগৎ নিয়ে Deep Sea মুভি, প্রাগৈতিহসিক ডাইনোসর নিয়ে T-Rex, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে Canyon Coaster) কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ ডিজিটাল ভ্যানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি উপভোগের পর কোস্ট গার্ড সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ আধুনিক বিজ্ঞান, মহাসমুদ্র, প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।	Internet of Things (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, অপারেশন সহজ হবে, জরুরি অবস্থায় যে-কোনো ডিভাইস বন্ধ এবং চালু করা যাবে এবং রিমোট কন্ট্রোল এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি করা।

অ্যাকাউন্টিং অ্যাড বিলিং মডিউ

পূর্বের পদ্ধতি	সময়	বর্তমান পদ্ধতি	সময়
১। ধাপ-১ ক্রয়কৃত মালামালের বিল ভাউচার তৈরি	২ দিন	ধাপ-১ ক্রয়কৃত মালামালের বিল ভাউচার তৈরি	২ দিন
২। ধাপ-২ সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর গ্রহণ	১/২ দিন	ধাপ-২ সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যার-এ বিলের যাবতীয় তথ্যাদি হালনাগাদ ও সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ	৩০ মিনিট
৩। ধাপ-৩ আউট গোয়িং রেজিস্টারে এন্ট্রিকরণ	১/২ দিন	ধাপ-৩ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর বিলের সঠিকতা যাচাই-বাছাইকরত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩০ মিনিট
৪। ধাপ-৪ ক্রয়কারী দপ্তর হতে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ	৫ দিন	ধাপ-৪ বিল সেকশন হতে সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে বিলটি প্রক্রিয়া করণ করা হয়	৩০ মিনিট
৫। ধাপ-৫ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে বিলটি ইনকামিং রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয়	১/২ দিন	ধাপ-৫ পরিচালক লজিস্টিকস্/মহাপরিচালক মহোদয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিলটি অনুমোদন প্রদান করেন	১ ঘণ্টা
৬। ধাপ-৬ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে হতে বিলটি পত্রের মাধ্যমে বিল সেকশনে প্রেরণ	১ দিন	ধাপ-৬ এজিই অফিস হতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক সরবরাহকরত পুনরায় বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩ দিন
৭। ধাপ-৭ বিল সেকশন হতে বিলটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়	২ দিন	ধাপ-৭ বিল সেকশন চেকটি সফটওয়্যারে এন্ট্রি করত ঃ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন
৮। ধাপ-৮ বিল সেকশন হতে বিলের সঠিকতা যাচাই-বাছাইকরত মিনিট আকারে পরিচালক লজিস্টিকস/মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়	৩ দিন	ধাপ-৮ সংশ্লিষ্টি পরিদপ্তর চেকটি ক্রয়কারী দপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন
৯। ধাপ-৯ বিলটি এজিই অফিসে প্রেরণ করা হয়	১/২ দিন	ধাপ-৯ ক্রয়কারী দপ্তর সরবরাহকারীর নিকট চেক হস্তান্তর করে	২ দিন
১০। ধাপ-১০ এজিই অফিস হতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক সরবরাহ করত পুনরায় বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩ দিন		
১১। ধাপ-১১ বিল সেকশন চেকটি সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন		
১২। ধাপ-১২ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর চেকটি ক্রয়কারী দপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন		
১৩। ধাপ-১৩ ক্রয়কারী দপ্তর সরবরাহক-ারীর নিকট চেক হস্তান্তর করে	২ দিন		
মোট সময়	**২২ দিন**		**১০ দিন**

TVC (Time, Visit & Cost) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	পূর্বের পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
সময়	২২ দিন	১০ দিন
খরচ	৪০%	২০%
ভিজিট	০৮ দিন	০২ দিন
ধাপ	১৩	০৯
জনবল	০৫ জন	০২ জন

পূর্বের পদ্ধতি ও বর্তমান পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা :

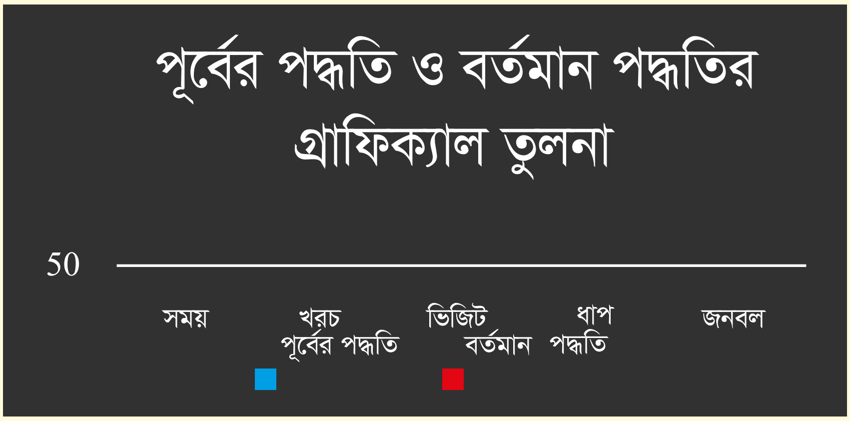

ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ (DSDL) ল্যাব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে নভেম্বর ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক কৈখালী ও কয়রা অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক জেলেদের মাঝে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, রেডিও এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোস্ট গার্ড-এর অধীন ও উপকূলীয় এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩০টি মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড-এর অধীন এলাকায় বসবাসরত গরিব ও দুস্থদের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যুবিরোধী অভিযান, মানব পাচারবিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙর জলদস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক মোট ৪১,০৯৬টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ২৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ২০ টাকার বিভিন্ন মালামাল, পণ্যদ্রব্য, মাদক, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ প্রাণী জব্দ করা হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান করেছেন।

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, রেডিও, লাইফবয়/লাইফ জ্যাকেট গরিব ও দুস্তদের মাঝে বিতরণ।

করোনাকালীন গৃহীত কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশান্স রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ, মজু চৌধুরীর হাট, ইলিশা ঘাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, নলিয়ান, খাসিটানা, চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুরে গত ০৪ জুলাই ২০২০ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত চোক পয়েন্ট স্থাপনকরত নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বিদ্যমান জাহাজ/বোট/স্টেশান-আউটপোস্টসমূহের মাধ্যমে দৈনন্দিন অপারেশান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় টহল/সাহায্য প্রদান করা হয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা মোতাবেক এবং 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় মাঠে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত কোস্ট গার্ড ২৩টি জাহাজ, শতাধিক বোট, ৫৪ টি স্টেশান-আউটপোস্ট ও ০৭টি অস্থায়ী ক্যাম্প (জাটকা নিধন অভিযান উপলক্ষ্যে স্থাপিত) হতে টহল পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড কর্তৃক অধীন এলাকাসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। এসকল কার্যক্রম তদারকির নিমিত্তে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরত 'মনিটরিং ও সমন্বয়' সেল সার্বক্ষণিক খোলা রাখা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গত ১২ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত চোক পয়েন্ট স্থাপনকরত দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌপথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও, নৌপথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধের জন্য ০৩ টি কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস স্বাধীন বাংলা, বিসিজিএস তানভীর এবং বিসিজিএস রাঙ্গামাটি) জাহাজ যথাক্রমে চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুর চেক পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি কোস্ট গার্ডের বোট ও ভাড়াকৃত বোট দিয়েও টহল পরিচালনা করা হয়।

কোস্ট গার্ড কর্তৃক তার দায়িত্বপূর্ণ উপকূলবর্তী (ঢাকা, মংলা, চট্টগ্রাম ও ভোলা) এলাকায় গরিব, দুস্থ ও জেলে প্রায় ৫,০০০ পরিবারের মাঝে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভোলা অঞ্চলের আংটিহারা এলাকায় ভারত হতে আগত নৌযান ও যাত্রীসমূহকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরত দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানে সহায়তা করা হয়।

কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাই করোনার প্রথম ওয়েব এর তুলনাই পরবর্তী ওয়েব আগমনের পূর্বেই আরও অধিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

করোনা রোধকল্পে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী। এ বাহিনী ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তিশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল ক্ষেত্রে এ বাহিনীর গৌরবময় অধ্যায় রয়েছে । মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহিদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীরই আনসার কমান্ডার ছিলেন। এই বাহিনীর সদস্য-সদস্যাগণ দেশের জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধিতে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক, কারিগরি ও মৌলিক প্রশিক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্যোগ মোকাবিলা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের গৌরবময় ইতিহাসে অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেহেরপুরের মুজিবনগরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। প্রায় ৪০ হাজার রাইফেল নিয়ে এ বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৪ জন কর্মচারী ও ৬৫৭ জন আনসার সদস্যসহ সর্বমোট ৬৭০ জন অকুতোভয় বীর সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা উপহার দেন। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ এই বাহিনীর ১ জন সদস্যকে 'বীর বিক্রম' এবং ২ জন সদস্যকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৬ সালে গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) ও ১৯৮০ সালে গঠিত শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) একীভূত হয়ে প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য-সদস্যার সমন্বয়ে এ বাহিনী দেশের বৃহত্তম বাহিনী। দেশের জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসবে আনসার সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা সহায়তা, জঙ্গিবাদ এবং মাদক প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে কাজ করার স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ সম্মান 'জাতীয় পতাকা' প্রদান করেন। এ ছাড়াও ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর ০৩ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ২০০৪ সালে এ বাহিনী 'স্বাধীনতা পদক' অর্জন করে।

বাহিনীর জনবল-কাঠামো

ক্র. নং	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য	প্রাধিকার		মন্তব্য
	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	জনবল	সর্বমোট	
১।	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড ১-৯ পর্যন্ত)	৩৯৪		
	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) (সিএ/টিএভিডিও)	৮০৩		
	৩য় শ্রেণির কর্মচারী (টিআই (পুরুষ ও মহিলা) হিসাব রক্ষক/উচ্চমান সহকারী, অফিস সহকারী নার্সিং সহকারী ইত্যাদি	২,৫১৩		
	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২৮৯		
	মোট কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা =		৩,৯৯৯	

ক্র. নং	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য	প্রাধিকার		মন্তব্য
	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	জনবল	সর্বমোট	
	ব্যাটালিয়ন আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার			
২।	৩৭টি ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ) ৩৭ × ৪১৬	১৫,৩৯২		
	০২টি ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ) ০২ × ৪০৪	৮০৮		
	০২টি ব্যাটালিয়ন আনসার (মহিলা) ০২ × ৪০৮	৮১৬		
	০১টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) ০১ × ৪০০	৪০০		
	মোট ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সংখ্যা =		**১৭,৪১৬**	
	অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার (কর্মরত)	৫০,১৭১		
	অ-অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার (৮৫,৬৬৯-৫০,১৭১)	৩৫,৪৯৮		
	মোট অঙ্গীভূত আনসার সদস্য সংখ্যা =		**৮৫,৬৬৯**	
	মোট ব্যাটালিয়ন ও অঙ্গীভূত আনসার সদস্যসংখ্যা= (১৭,৪১৬+৮৫,৬৬৯)		**১,০৩,০৮৫**	
	আনসার (স্বেচ্ছাসেবী ও ভাতাভুক্ত সদস্য)			
৩।	হিল আনসার		৬০০	
৪।	বিশেষ আনসার		৪৩৯	
৫।	উপজেলা/থানা আনসার কোম্পানি (পুরুষ)	৪৯৭×১১৫	৫৭,১৫৫	
৬।	উপজেলা/থানা আনসার প্লাটুন (মহিলা)	৪৯৭×৩২	১৫,৯০৪	
৭।	ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন (পুরুষ)	৪,৫৩৯×৩২	১,৪৫,২৪৮	
৮।	ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড দলনেতা ও দলনেত্রী	৭,৬২৪×২	১৫,২৪৮	
	ভিডিপি (গ্রাম প্রতিরক্ষা দল) [স্বেচ্ছাসেবী ও ভাতাভুক্ত সদস্য]			
৯।	ভিডিপি (পুরুষ)	৮,৭৩১৯×৩২	২৭,৯৪,২০৮	
১০।	ভিডিপি (মহিলা)	৮,৭৩১৯×৩২	২৭,৯৪,২০৮	
১১।	ওয়ার্ড টিডিপি (পুরুষ)	৩,০৮৫×৩২	৯৮,৭২০	
১২।	ওয়ার্ড টিডিপি (মহিলা)	৩,০৮৫×৩২	৯৮,৭২০	
১৩।	হিল ভিডিপি (ভাতাভিত্তিক)		৭,৮৮৭	
		সর্বমোট=	**৬১,৩৫,৪২১**	

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রশাসনিক

- ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা ১৯৯৬ প্রবিধান-৮ সংশোধন, ০৮ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২১।
- ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০২১-এর খসড়া অনুমোদনসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অঙ্গীভূত ৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৩৯ জন বিশেষ আনসারের স্থায়ীকরণের কার্যক্রম চলমান।
- ২৭টি উপজেলায় আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের জন্য ৬১টি পদ সৃজন কার্যক্রম চলমান।
- উপজেলা পর্যায়ে ০৬টি বিভিন্ন পদবির ২৯৫২টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন পদবির পদোন্নতি যেমন: উপ-মহাপরিচালক হতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক-০১ জন, পরিচালক হতে উপমহাপরিচালক-০৫ জন, উপসচিব-০৩ জন, উপপরিচালক হতে পরিচালক-০২ জন, সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক-০৮ জন, সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট পদ হতে সহকারী পরিচালক/সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক/সমমান- ০২ জন, ৩য় শ্রেনির স্টাফ রাইটার হতে ২য় শ্রেনির বিজনেস ম্যানেজার- ০১ জন, সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হতে প্রশাসনিক কর্মকতা-০১ জন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হতে ব্যক্তিগত সহকারী-০১ জন, উচ্চমান সহকারী হতে প্রধান সহকারী-০১ জন, বিতরণ সহকারী হতে স্টাফ রাইটার- ০১ জন, পেস্টিং সহকারী হতে বিজ্ঞাপন সহকারী- ০১ জনকে পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যাটালিয়নসমূহের পদোন্নতির কার্যক্রম হিসাবে এপিসি হতে পিসি-১২০ জন, হাবিলদার হতে এপিসি-২৩২ জন, নায়েক হতে হাবিলদার-৭৪৩ জন, ল্যান্সনায়েক হতে নায়েক-৯৩৪ জন এবং ব্যাটালিয়ন আনসার হতে ল্যান্সনায়েক -২১২৮ জন মোট ৪১৫৭ জন সদস্যকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাহিনীর ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা-০৪ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা-১৩৪ জন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী-৫২৮ জনসহ মোট ৬৬৬ জনকে কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয় এবং ৯৪ জন উপজেলা প্রশিক্ষিকার অস্থায়ী পদে ৫০% সংশোধিত চাকরিকাল গণনার প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা-০৬ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা-২৬ জন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারী-৬৫ জন, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী-১৪ জন মোট ১১১ জনকে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরি, মোট ৭৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পিআরএল ও ল্যাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরি, ৫৯ বছরপূর্তিতে-৪০৩ জন স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে পিআরএল গমনের মঞ্জুরি, ২৫ বছর চাকরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরজনিত বিভিন্ন পদবির ৫৯ জন স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে পিআরএল মঞ্জুরি, শারীরিক অক্ষমতাজনিত বিভিন্ন পদবির ২৮ জন স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে অক্ষম ঘোষণা, ৯৬ জন সদস্যের মৃত্যুজনিত পেনশন মঞ্জুরির জন্য কাগজপত্র চেয়ে ব্যাটালিয়নসমূহে পত্র প্রেরণ এবং মৃত্যজনিত পেনশন-৯৪ জন, অক্ষমতাজনিত পেনশন-২১ জন, ২৫ বছর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরজনিত পেনশন-৮৫ জন এবং ৫৯ বছর পূর্তিতে বিভিন্ন পদবরি-৩৫০ জন সদস্যকে বার্ধক্যজনিত পেনশন মঞ্জুরী করা হয়। এ ছাড়াও উক্ত অর্থবছরে ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল, যৌথবিমা, দাফন-কাফন ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।
- এপিসি হতে পিসি-১৮৪ জন, হাবিলদার হতে এপিসি-৬৪৯ জন, নায়েক হতে হাবিলদার-৬৩০ জন, ল্যান্সনায়েক হতে নায়েক-৫০০ জন এবং ব্যাটালিয়ন আনসার হতে ল্যান্সনায়েক-২৬৫৯ জন সদস্যসহ মোট ৪৬২২ জন বিভিন্ন পদবির সদস্যকে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৫৩৯ জন থানা/উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক ও উপজেলা/থানা প্রশিক্ষক পদ হতে ২য় শ্রেণির সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/সহকারী অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান পদে পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান।
- ৮২ জন সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বিতরণ সহকারী, স্টাফ রাইটার, থানা/উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক ও উপজেলা/থানা প্রশিক্ষিকা পদে কর্মরত কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড-এর কমিটি গঠন হয়েছে এবং টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান।
- ২য় শ্রেণির ১০৪ জনের জন্য নন-ক্যাডার কর্ম কমিশন সচিবালয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ১০৪ (একশত চার) জনকে সুপারিশ করেছে।

উন্নয়নমূলক

- অসচ্ছল ভিডিপি সদস্য পরিবারকে গৃহনির্মাণ সহায়তার অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ০৯টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ০৯টি ০২ তলাবিশিষ্ট উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের আবাসনের জন্য ০৪টি ব্যারাকের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- মানিকগঞ্জ জেলায় রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং দিনাজপুর রেস্ট হাউজের আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং কক্সবাজার জেলায় রেস্ট হাউজের উর্ধ্বমখি সম্প্রসারণ কাজ চলমান।
- আনসার ও ভিডিপি একাডেমির সকল ব্যারাকসমূহের টয়লেট জোন, ডাইনিং হলসমূহের আধুনিকায়ন এবং সদর দপ্তরের ভবন নং-৩ এর উর্ধ্বমখী সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের আবাসনের জন্য ০৫ টি ব্যারাকের উর্ধ্বমখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান;
- ০৯টি ০২ তলাবিশিষ্ট উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে; বর্তমানে আরও ০৯টি তিনতলা ভিতবিশিষ্ট ২য়-তলা পর্যন্ত উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবনসহ রেঞ্জ ও জেলা অফিস নির্মাণের কাজ চলমান;
- আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে মসজিদ নির্মাণ কাজ চলমান; যা নভেম্বর ২০২১ মধ্যে সমাপ্ত হবে;
- ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষাদানের স্বক্ষমতা ২৫০০ জন শিক্ষার্থী হতে অধিক সংখ্যায় উন্নীত করার লক্ষ্যে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান;
- বাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালীন আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে যুগপোযোগী পরিদর্শন বাংলো/অফিসার্স মেস নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মানিকগঞ্জ জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেণী ও ময়মনসিংহ জেলায় বর্তমান অর্থবছরেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপির ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৭টি স্থানে ৩-তলা ভিতবিশিষ্ট ২য়-তলা পর্যন্ত (কিচেন কাম ডাইনিং কাম বিনোদনকক্ষ) ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরও ০২টি কেন্দ্রের কাজ চলমান;
- দেশের ৬৪ জেলায় বাহিনীর তালিকাভূক্ত ৬৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সদস্যকে বাহিনীর পক্ষ থেকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়ার অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ০৯টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্টগুলোর কার্যক্রম চলমান।
- জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়, গাজীপুর-এর ১.৩২ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তোর সেলামির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর (বর্তমান ৩৯ আনসার ব্যাটালিয়ন), ১৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, রুমা, বান্দরবান-এর সদর দপ্তর, কুমিল্লাটিলা, খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর, ১৮ আনসার ব্যাটালিয়ন, মারিশ্যা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর দপ্তর, জামালপুর জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ৩৮ আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর, মানিকগঞ্জ, জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, রাজশাহী অফিস নির্মাণ/স্থাপন/স্থানান্তরসহ চট্টগ্রামে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ এবং চট্টগ্রাম জেলায় আধুনিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ) একর ১৫ আনসার ব্যাটালিয়ন এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৭.৬৬২৫ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

সমাবেশ উদ্‌যাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৪১তম জাতীয় সমাবেশ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সমাবেশের শুভ উদ্‌বোধন করেন।

১৬-০৬-২০২১ তারিখে সফিপুর, গাজীপুর আনসার একাডেমিতে ২১তম ব্যাচ (পুরুষ) রিক্রুট ব্যাটালিয়ন আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.

বৃক্ষরোপণবিষয়ক কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য/সদস্যার সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২১ পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে মোট ১,৭০,৬৯৬টি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

পুরস্কার/অর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে এই বাহিনীর ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তা ছাড়া এ অর্থবৎসরে বাহিনীর বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে বাংলাদেশ আনসার (সরকারি) কল্যাণ তহবিল হতে ৪,৯৯,৯৯,৭৭৩ টাকা, বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারি) তহবিল হতে ৩,৪৯,৯৯,৩২৭ টাকা, আনসার ও ভিডিপি বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল হতে ১,৭১,৮৯,১৩৯ টাকা, মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল হতে ৫,১১,৮৭,৪৭৫ টাকা, ব্যাটালিয়ন আনসার আর্থিক নিরাপত্তা সহায়তা তহবিল হতে ৮১,৫০,০০০ টাকা, কঠোর শ্রমসাধ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের সম্মানি বাবদ ৩,৩৮,৯৯,৮৫০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

নতুন কম্ব্যাট পোশাক প্রচলন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল আনসার ব্যাটালিয়নে নতুন কম্ব্যাট পোশাক প্রচলন করা হয়েছে। সকল ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে জন্য ০৩ সেট নতুন কম্ব্যাট পোশাকসহ ট্র্যাকস্যুট, কেডস্ প্রদান করা হয়েছে।

হাতিয়ার, যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র/বিতরণ

ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন হাতিয়ার জেলা, ব্যাটালিয়নে প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে এই হাতিয়ার পরিবর্তন করা হয়। কোনো যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে গেলে তা পরিবর্তনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সদর দপ্তর, একাডেমি, রেঞ্জ, জেলা, ব্যাটালিয়ন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে ৩,৯৯,৯৭,৯৭০.০০ টাকার কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ, ২,৬৪,৮২,২৯৫.০০ টাকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইক্যুপমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স, খুচরা কম্পিউটার এক্সেসরিজ ও খেলাধুলা সামগ্রী এবং ২,৪৩,৮৭,২৬৯.৭৬.০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

নির্বাচনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আনসার ভিডিপি ও ব্যাটালিয়ান আনসার মোতায়েন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীরসহ ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচন/উপনির্বাচনসহ জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপনির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০-২০২১ সালে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন শূন্য আসনের উপনির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১৩৭৫২ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য এবং ৪৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন নির্বাচনে ৯৩০৮ জন অঙ্গীভূত ও ভিডিপি সদস্য এবং ৬০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য, জেলা পরিষদের বিভিন্ন শূন্যপদের উপ-নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ৫১ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা, বিভিন্ন জেলার উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ২৪,৯৯৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ও ১১৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য, বিভিন্ন পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বমোট ৩৩,১৮৫ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে ১২০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য এবং বিভিন্ন জেলার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ৫৪,৩৭৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ১৯৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নোয়াখালী জেলার ভাসানচরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২২৯ জন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের জননিরাপত্তার অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে মোট গার্ডের সংখ্যা ৪৭০৫টি এবং মোট জনবল ৫১১২১ জন। শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২০ উপলক্ষ্যে ৩৯,৫০০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য ২৯,৯০২টি পুজামণ্ডপে মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নির্বাচন/উপনির্বাচন কর্তব্যরত আনসার ভিডিপি সদস্য

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ শারদীয়া দুর্গাপূজার পূজা মণ্ডপ নিরাপত্তায় দায়িত্বরত

দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম ও ত্রাণ বিতরণ

২৫.০৫.২০২১ তারিখে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি জেলাগুলোতে আনসার ভিডিপি হেডকোয়াটার্স-এর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি সাইক্লোন সেন্টারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার নেতৃত্বে ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের নেতৃত্বে ভিডিপি সদস্য দ্বারা ১০ জন করে টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিমের সদস্য-সদস্যারা জনসাধারণকে মাইকিং-এর মাধ্যমে সতর্ক করে। তারা জনসাধারণ ও গবাদি পশুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিতরণে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যাটালিয়ন আনসার মোতায়েন

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবির সদস্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন অভিযানে (এসআরপি/এলআরপি) অংশগ্রহণ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। সেখানে প্রত্যেক মিলিটারি জোন এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথক ক্যাম্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় স্বতন্ত্রভাবেও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। পার্বত্য এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আনসার ব্যাটালিয়নের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২,৪২৭টি এসআরপি এবং ৭,৫০৫টি এলআরপি কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

পার্বত্য এলাকার পুনর্বাসন জোনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তাকল্পে ১৯৮৬ সালে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের চাহিদা মোতাবেক ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় ৪৮০ জন এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ১২০ জন সর্বমোট ৬০০ জন হিল আনসার সদস্য এবং ৭৮৮৭ জন হিল ভিডিপি সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে।

বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজালবিরোধী অভিযান

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিভিন্ন জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের অধীনে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী ৪৫৭০টি অভিযান পরিচালনা করে ৪১,৯৩,৯৬,৩০/- (একচল্লিশ কোটি তিরানব্বাই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ত্রিশ) টাকা জরিমানা আদায়ে এনফোর্সমেন্ট ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজালবিরোধী অভিযান ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য

প্রশিক্ষণবিষয়ক কার্যক্রম

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ প্রশিক্ষণে- ১৭,৬৯২ জন, গ্রামভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)-এ ৩২,৪৭২ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১২২ জন, ব্যাটলিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ-৬,৯৭২, সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ- ৪,৫৭৫ জন, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ-১০৫০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলোসহ বাহিনীতে বছরব্যাপী পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৭৮,৯৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যদের ফায়ারিং অনুশীলন

আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাহিনীর কার্যক্রম

- Physical Infrastructural Development, Maintenance and Managment Information Szstem নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রকৌশল শাখার কাজকে অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।
- Bangladesh Ansar VDP Welfare Application Managment System নামে সদর দপ্তর ওয়েলফেয়ার শাখায় একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ওয়েলফেয়ার শাখার কার্যক্রমকে অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া প্রশাসন (কিউ) শাখার জন্য Scope of work (SOW) for Ansar CRM নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান। যার মাধ্যমে প্রশাসন (কিউ) শাখার কাজকে আরও সহজ ও দ্রুততার সঙ্গে অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৩ (তিন) ধাপে সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণার্থী বাছাই কার্যক্রমের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শাখাকে যাবতীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- সফলভাবে সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ইতিবাচক থাকা সাপেক্ষে তিন ধাপের মোট ২৪৩৯ জন সদস্যকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- ৬০ (ষাট) জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনলাইনে দুইদিনব্যাপী সেবা সহজীকরণবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে রেঞ্জ ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সদর দপ্তরের অনলাইন কনফারেন্সে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- আনসার ও ভিডিপি জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (HRM) রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ‘সূর্যমুখী’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রমগুলো আরও সহজ ও দ্রুততার সঙ্গে করার ব্যবস্থা এবং সাইবার সিকিউরিটি শক্তিশালী করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় ই-নথি কার্যক্রম চালুর বিষয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে এবং আইডি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

অর্জন/সফলতা

আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের যাত্রা শুরু হয় এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকেই। প্রতিষ্ঠাকালীন বাহিনীর পরিচালক জেমস বুকানন আনসার হকি দল গঠন করেন। মূলত বক্সিং খেলা দিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩ সদস্যবিশিষ্ট বক্সিং টিম প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই বাহিনী ২টি তাম্রপদক পেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নাম লিপিবদ্ধ করে। ১৯৮৫ খ্রিস্ট্রাব্দে মহিলা হ্যান্ডবল টিমের নেপাল সফরে মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যাত্রা শুরু আনসার বাহিনীর। ১৯৮৮ খ্রিস্ট্রাব্দে ৪র্থ বাংলাদেশ গেমসে আনসার ভিডিপি ক্রীড়া দল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে ২৫ টি স্বর্ণ, ২৬টি রৌপ্য ও ২টি তাম্রপদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ৫ম বাংলাদেশ গেমসে ৫০টি স্বর্ণ, ৪৯টি রৌপ্য ও ৩৬টি তাম্র পদকসহ ১৩৫টি পদক পেয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়া’সহ এ পর্যন্ত পর পর ৫ (পাঁচ) বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৯৭ সালে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের ‘শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন’ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছাড়াও ২০০4 খ্রিস্ট্রাব্দে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর ০৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ‘স্বাধীনতা পদক’ অর্জন করে।

'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০' এই বাহিনী ১৩৩টি স্বর্ণ, ৮০টি রৌপ্য এবং ৫৭টি তাম্রপদক পেয়ে টানা ৫ম বারের মতো ধারাবাহিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন

এই বাহিনীর মাবিয়া আক্তার ২০১২ সাল হতে অদ্যাবধি জাতীয় পর্যায়ে ৬টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য পদকসহ ১৫টি পদক অর্জন করে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে গৌরবান্বিত করেছেন। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কমনওয়েলথসহ সাউথ এশিয়ান গেমস এ তিনি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তিনি সদ্য সমাপ্ত 'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০' -এ ওজন শ্রেণিতে ভারোত্তলনে রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

উল্লেখ্য এই বাহিনীর আরচার রোমান সানা ২০১২ সাল হতে অদ্যবধি জাতীয় পর্যায় ৮টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য, ৭টি তাম্রপদক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় ৯টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য, ৫টি তাম্রপদক অর্জন করেন। ২০১৯ সালে ওয়ার্ল্ড আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে ১টি তাম্রপদক পেয়ে ২০২১ সালে জাপানের টোকিও-তে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস্-এ সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সমাপ্ত সুইজারল্যান্ডের লুজানে অনুষ্ঠিত Archery World Cup-2021, Stage-2 এ রোমান সানা রৌপ্যপদক অর্জন করে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসাবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র.	শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল
০১	সেবা কেন্দ্র হটলাইন নম্বর	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহ সম্পর্কে পরার্মশ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে সেবাকেন্দ্র হটলাইন চালু করণ।	তৃণমূল পর্যায়ের আনসার সদস্যদের অনলাইনে সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়
০২	টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতিতে জরুরি বার্তা প্রদান	জরুরি বার্তা ও বিশেষ দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ	জরুরি এবং বিভিন্ন বিশেষ দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা ও গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়
০৩	শারদীয় দুর্গা পূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	শারদীয় দুর্গাপূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে
০৪	অনলাইন করোনা আপডেট	শারদীয় দুর্গাপূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	স্বচ্চতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে
০৫	অপরাধ, উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রম	সাইবার অপরাধ, উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুবসমাজকে খেলাধুলা, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান	সম্ভব হবে
০৬	First and Direct Service	স্বল্প সময়ে গ্রহীতাকে/ইউনিট পর্যায়ে ওয়েবভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করণ	স্বল্প সময়ে অধিক সেবা প্রদান করা যাবে এবং দাপ্তরিক জটিলতা কমবে

মুজিববর্ষ-২০২০ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মুজিববর্ষ-২০২০ উদ্‌যাপনে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

- **প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন :** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আনসাদ ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসকল অবদান রেখে চলেছে তার উপর নির্মিত 'বিশেষ নাটক', 'যে পথে নারীর মুক্তি' ও 'আলোর যাত্রী' নামক ০৩টি নাটক ডিভিডি আকারে প্রস্তুত করে সকল ইউনিটে প্রেরণ ও বারবার প্রদর্শন করা হয়েছে।
- **মুজিববর্ষে আভিযানিক সেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম :** 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকা ইতোমধ্যে বিটিভি (BTV)-তে সম্প্রচারিত হয়েছে।
- **বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর ও আনসার একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরসহ ইতোমধ্যে ২০টি ইউনিটে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

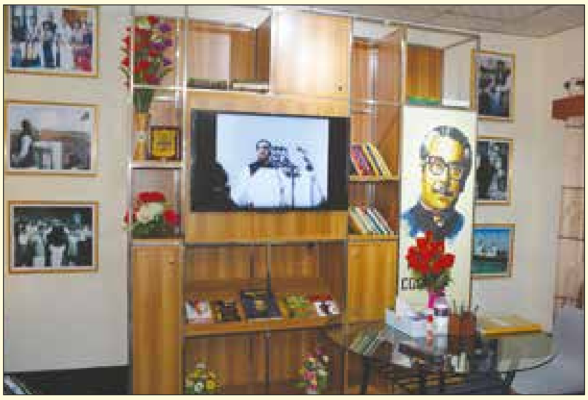

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

- **বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ :** ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস-২০২০-এ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ গেমস-এ পরপর ০৫ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন বিশ্বমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স' এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়েছে এবং 'সিনথেটিক টার্ফ' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।
- **'বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা' শীর্ষক কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস) প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তিকরণ :** সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর যেসকল পরিকল্পনা ছিল এবং দেশ ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপসমূহকে নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা' নামক একটি কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস) প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক অধ্যায় চালুকরণ :** বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক অধ্যায় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সেই অনুযায়ী পাঠদান করা হচ্ছে।
- **র‍্যালি ও সমাবেশ :** ৪১তম জাতীয় সমাবেশ-২০২১ এ আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে প্রদর্শিত হয়েছে। করোনার কারণে কিছু কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। অতিশীঘ্রই তা বাস্তবায়ন করা হবে।
- **মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি :** মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলজ, ভেষজ মোট ৬৪,০০০টি এবং ২০২১ সালে সারাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- **'মুজিববর্ষ'-এর লোগো (LOGO) ব্যবহার :** বাহিনীর সকল ইউনিটের দাপ্তরিক নথিপত্রে 'মুজিববর্ষ' লোগো (LOGO) ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাহিনীর সদর দপ্তরের কর্মসূচি**

  (১) সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ-২০২০ ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন;

  (২) প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনবিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন;

  (৩) 'মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার ভিডিপি আছে সারাক্ষণ' স্লোগানসংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন;

  (৪) বিভিন্ন ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সারাদেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহান স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন সম্পন্ন করা হলেও করোনাভাইরাস পরিস্থিতির বিবেচনায় গৃহীত কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

- **পতাকা প্রদক্ষিণ র‍্যালি :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৫০টি জাতীয় পতাকা নিয়ে একযোগে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৪ জেলা কার্যালয়ে ৫০ জন সদস্য কর্তৃক ৫০ মিনিট র‍্যালি আগামী ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিষয়োক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- **অর্কেস্ট্রা দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :** সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাহিনীর অর্কেস্ট্রা দলের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম চলমান।
- **জাতীয় পত্রিকায় শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ (রঙিন) :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মহান মুক্তিযুদ্ধে বাহিনীর অবদান ও স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে দেশের স্বনামধন্য পত্রিকায় এই বাহিনীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণার্থীদের সমন্বয়ে র‍্যালি ও রচনা প্রতিযোগিতা :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সময় এই বাহিনীর ইতোমধ্যে সমাপ্ত সকল প্রশিক্ষণেই বিষয়োক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরের বাকি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও একইভাবে বিষয়োক্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে।
- **প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ :** মহান স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি শীর্ষক ২৬ মিনিটের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণ ও সকল ইউনিটে/অনুষ্ঠানে/প্রশিক্ষণে বছরব্যাপী প্রদর্শনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- **সাইক্লিং কর্মসূচি :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে সাইক্লিং কর্মসূচি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবায়ন করা হবে।
- **সকল ইউনিটে দেওয়ালিকা :** সকল ব্যাটালিয়নে 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা' শীর্ষক দেওয়ালিকা বা দেওয়াল লিখন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।
- **সুবর্ণজয়ন্তী মেলা :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আয়োজনে আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর গাজীপুরে 'সুবর্ণজয়ন্তী মেলা', আলোকসজ্জা, লেজার শো, আতশবাজি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বোট ক্যানুয়িং, নৈশভোজ ও বিভিন্ন টুর্নামেন্ট কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় আয়োজন করা হবে।
- **মুক্তির উৎসব শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র :** কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও স্কুলগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হওয়া সাপেক্ষে 'মুক্তির উৎসব' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে।
- **মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সকল স্কুলে একটি করে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার' নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।
- **বাহিনীর অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের জন্য গৃহনির্মাণ :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তালিকাভুক্ত ৬৪ জেলায় ৬৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সদস্যকে বাহিনীর পক্ষ থেকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়ার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে ০৯টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্টগুলোর কার্যক্রম চলমান।
- **বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ও আলোকচিত্র ধারণ অনুষ্ঠান :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে দেশের প্রতিটি উপজেলা হতে বাহিনীর তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে থেকে ০১ জন করে মোট ৪৯২ জন বীরমুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার ও আলোকচিত্র গ্রহণপূর্বক আর্কাইভ কার্যক্রম চলমান।

- **বিশেষ মুখপত্র প্রকাশ :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিরোধের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ কার্যক্রম চলমান।

- **মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই বিতরণ :** বাহিনীর সকল ইউনিট ও এই বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সকল স্কুলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই বিতরণ কার্যক্রম চলমান।

- **সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েবসাইটে "স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার" নামে একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর উদ্যোগে সারাদেশে ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

- **মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের প্রত্যন্ত/দুর্গম অঞ্চলে মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

- **সুবর্ণজয়ন্তী ব্যানার :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিটের দৃশ্যমান স্থানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

- **টিভিসি (টেলিভিশন কমার্শিয়াল) :** মহান মুক্তিযুদ্ধে 'আনসার বাহিনীর অবদান ও স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি' শীর্ষক একটি টিভিসি প্রস্তুত ও প্রচার কার্যক্রম চলমান।

- **ম্যুরাল/ভাস্কর্য :** মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য, মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানের ভাস্কর্য এবং প্রধান গেইটের দুই পাশের দেওয়ালে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বাহিনীর কার্যক্রমকে থিম হিসাবে নকশাকৃত ভাস্কর্য নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- **ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর ও আনসার ভিডিপি একাডেমিতে ০১টি করে মোট ০২টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

বিশ্বমহামারি করোনা-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১,৪৭,০০০ জন ভিডিপি সদস্য-সদস্যাকে জনপ্রতি ৪৪০/- হারে সর্বমোট ৬,৪৯,৪৪,০০০/- (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করেছে। পরবর্তীকালে আবারো মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জনহিতকর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) জন অসচ্ছল আনসার ভিডিপি সদস্য মাঝে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের ২য় ঢেউ বিস্তার রোধে বাহিনীর স্বউদ্যোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC) ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকায় (কোভিড-১৯) রোগীর চিকিৎসা কাজে সহায়তা করার নিমিত্তে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩০ (ত্রিশ) জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য (নার্সিং সহকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) সদস্য মোতায়েন করা হয়। কোভিড-১৯ এর ২য় ঢেউ বিস্তার প্রতিরোধে যশোর বেনাপোল স্থলবন্দর, দর্শনা স্থলবন্দর, রাজশাহী মেট্রোপলিটন এলাকা ও দিনাজপুরে স্থাপিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের নিরাপত্তায় ও পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি ২০৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি অঙ্গ যথা আনসার বাহিনী যা সাধারণ আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার নিয়ে গঠিত, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বা ভিডিপি এবং ০১টি গার্ড ব্যাটালিয়ন ও ০২টি মহিলা ব্যাটালিয়নসহ ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়ন সকলেই দেশের চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশে জননিরাপত্তা বিভাগের অংশ হিসাবে প্রি-প্যানডেমিক অবস্থা থেকেই সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে নিজ নিজ এলাকায় নিরলস দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিট লিফলেট বিতরণ, মাইকিং প্রভৃতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ধানকাটা মৌসুমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে কৃষকদের ধানকাটার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক না থাকায় কৃষকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেটে ঘরে তুলতে ভিডিপি সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে গরিব কৃষকদের ধানকাটার কাজ সম্পন্ন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদ্যসগণ তাদের নিকটবর্তী কৃষিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে তাদের কার্যক্রম (কৃষিকাজ) নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি তাদেরকে অবগত করা হয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়। শুধু জরুরি পরিষেবা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ (চিকিৎসা) সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য যানবাহন চলাচল নির্দেশনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন জেলা ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে ব্যাটালিয়ন আনসার, ভিডিপি সদস্যগণ নিরলসভাবে কাজ করেছে। মাঠ প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করা ছাড়াও অনেক জায়গাতে স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ রোধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ব্যাটালিয়ন সদরে (সর্বমোট ৪২টি) করোনাভাইরাস আইসোলেশন সেল গঠন করা হয়েছে। কিছু জেলাতে যেখানে সুবিধাজনক স্থান রয়েছে সেখানে ‘আইসোলেশন সেল’ গঠন করা হয়েছে।

সকল জেলাতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের লিখিত ও মৌখিক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাড়িসমূহ লাল পতাকা উত্তোলনপূর্বক চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগণকে সতর্ককরণ, জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করেছে। বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন থেকে প্রায় ২১০০ জন ব্যাটালিয়ন সদস্য এবং বিভিন্ন রেঞ্জ ও জেলা থেকে ১৪,৭৫০ জন ভিডিপি সদস্য করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কাজ করেছে।

সারাদেশেই জেলাসমূহে জনগণের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে জনগণ পথে চলতে চলতে হাতমুখ জীবাণুমুক্ত করতে পারে। করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় এ বাহিনী কর্তৃক মোট ১,৪৭,৬০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) জন ভিডিপি সদস্য সরাসরি উপকার ভোগ করেছেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিট কর্তৃক দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারসংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারণার কারণে দেশের সকল জনগণই উপকার লাভ করেছেন।

স্থানীয় প্রশাসন, জনগণ ও পরিবারের সদস্যদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে লাল পতাকা উত্তোলনের কাজ সমাধান করা হয়েছে। জনগণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ মাস্ক পরিধানে নিয়মিত সচেতন করে উদ্‌বুদ্ধ করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ সম্পর্কে জনসচেতনতায় লিফলেট বিতরণে আনসার ও ভিডিপি

NTMC
...Beyond The Horizon

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপতৎপরতা রোধসহ সময়ের প্রয়োজনে ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) আত্মপ্রকাশ করে। নবগঠিত সংস্থাটির নিজস্ব কার্যালয়সহ ডেটা সেন্টার, মনিটরিং সেন্টার, কমান্ড সেন্টার, পাওয়ার সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য ৬ তলা ফাউন্ডেশন-বিশিষ্ট দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণপূর্বক ০১ জানুয়ারি ২০১৭ পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এনটিএমসি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ৯৭-ক অনুচ্ছেদের বিধান প্রতিপালনার্থে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে (২৪/৭) আইনানুগ ইন্টারসেপশন (LI) সুবিধা প্রদান করে আসছে।

সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সকল সীমাবদ্ধতা জয় করে বিগত দিনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং যে-কোনো অপারেশনাল কাজে সহায়তা প্রদানে এনটিএমসি সর্বদা অবদান রেখেছে। এনটিএমসির প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের এক বা একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং তদন্তকারী সংস্থা জড়িত। দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনটিএমসি ইতোমধ্যে তার সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন করতে আইন প্রয়োগকারী, তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থা সরকার কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন সংস্থাকে সার্বক্ষণিক (২৪x৭) মনিটরিং সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে 'মুজিববর্ষ' এবং 'সুবর্ণজয়ন্তী-কে সামনে রেখে এনটিএমসির বিস্তারিত কার্যাবলি নিম্নরূপ :

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল দেশের স্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংঘটিত সকল ধরনের সাইবার অপরাধ যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ সেগুলো মনিটরিং করার পাশাপাশি কাউন্টার কমেন্ট করে থাকে। সেই সঙ্গে গ্রাফিক এবং ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে জনগণের সামনে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরে। এনটিএমসির প্রশাসনিক ভবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ছোটো পরিসরে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল গঠিত হয়েছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরও বড়ো পরিসরে এর কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নতুন লোকবল নিয়োগ করার পাশাপাশি নতুন ভবনে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেলকে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছে। মুজিববর্ষের কিছু কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক	সংস্থা	ফেসবুক আইডি	ফেসবুক	ফেসবুক গ্রুপ	পোস্ট লিংক
(ক)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট শনাক্তকরণ	০৫	০১	০৩	০৬
(খ)	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে/পদবিতে ভুয়া ফেসবুক আইডি/পোস্ট লিংক শনাক্তকরণ	১২	২৪	১২	০৪
(গ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের নামে ভুয়া (Fake) ফেসবুক আইডি/পেজ/পোস্ট লিংক শনাক্তকরণ	৯৮৭	১৭১	১৯২	১১৪
(ঘ)	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	৪০	৪১	২৩	১৪
(ঙ)	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০০	১৫	২৮	৭১
(চ)	বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০০	১৫	২৮	৭১
(ছ)	বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০০	৪৪	০০	০০
(জ)	উগ্রপন্থি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং পোস্ট	৮৬৭	১৩৫	৯৫	৫৪৭

এছাড়াও, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল কর্তৃক ভিডিও কন্টেন্ট এবং ইমেজ কন্টেন্ট তৈরি করে সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

অপরাধীর অবস্থান নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণের জন্য হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার সংযোজন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডেটা অনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রিমোট অপারেশন পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর অনালাইসিস সুবিধা প্রদান করার নিমিত্ত লোকেশন ফাইন্ডার (হ্যালোপাখি) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে লোকেশন ফাইন্ডার (হ্যালোপাখি) সফটওয়্যারটির ব্যবহার আরম্ভ করে। পর্যায়ক্রমে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং ব্যবহারকারীরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্থান সংকুলানসহ দাপ্তরিক কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত আধুনিক নতুন ভবন নির্মাণ :

(১) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত

(ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ : মে ২০১৯ খ্রি.

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১ খ্রি.

(২) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১.১২ (একত্রিশ কোটি বারো লক্ষ) টাকা

প্রকল্পের সুবিধাদি

২টি বেজমেন্টসহ ৮ তলা বিল্ডিং এ রয়েছে সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর অফিস কক্ষ, একটি আধুনিক ডাইনিং রুম, বেজমেন্টে ১৬টি গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত রুম, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স রুম, ২০০ আসনবিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম হল, একটি অত্যাধুনিক সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল ও পুরুষ/মহিলাদের জন্য আলাদা ফ্রেশরুম সুবিধা।

ডেটাসেন্টার সম্প্রসারণ

বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীরা নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নিত্য নতুন আদলে অপরাধ করে যাচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দিকে বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু অবশ্যই অপরাধীরা তাদের কৃত অপরাধের কোনো না কোনো চিহ্ন পিছনে রেখে যাচ্ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে এনটিএমসি নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কাছে ঐ সকল অপরাধের চিহ্ন উম্মোচন করে ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তর করতে সহায়তা করছে এবং এসকল সল্যুশন এনটিএমসির নিজস্ব ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা রয়েছে। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ডেটা সেন্টার অবকাঠামোর বাস্তবায়ন ১৬ আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হয় এবং ১০ এপ্রিল ২০১৮ এ, ডেটা সেন্টারের কাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ডেটা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এনটিএমসি ডেটাসেন্টারের সম্প্রসারণ কাজ গত ৪ আগস্ট ২০২০ থেকে শুরু করে এবং ৩০ জুন ২০২১ তারিখ-এর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এনটিএমসি সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে একটি সুরক্ষিত নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা এবং প্রসারণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইটি অবকাঠামো তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে এনটিএমসি বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ডেটা সেন্টারের সুবিধা দিয়ে থাকে এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা ডেটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন করতে পারে।

ডেটাহাব প্রতিষ্ঠা

নিরবচ্ছিন্ন ডেটা যাচাইকরণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডেটাবেজের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা ডেটাহাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এটি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় ডেটাসোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ, যাচাইকরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইউনিফাইড প্রোফাইলিংয়ের জন্য অ্যাক্সেস দেয়। এপিআই ইন্টিগ্রেশন দ্বারা জাতীয় ডেটাবেজগুলির সঙ্গে ডেটাহাব সিস্টেম সংযুক্ত। এখানে স্বল্প সময়ে ডেটা অ্যাক্সেসের জন্য সরকারি/বেসরকারি খাতের বিভিন্ন ডেটাবেজের মিররিং সুবিধা রয়েছে। ডেটাহাব আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ইউনিফাইড ডেটা প্ল্যাটফর্ম দ্বারা তথ্য সরবরাহ করে থাকে। ডেটাহাব সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সুরক্ষিত মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এটি ব্যবহারকারীদের একাধিক বিভাগে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সংযুক্ত করতে পারে। ডেটাহাব সিস্টেমে সুরক্ষিত অ্যাক্সেস এবং অডিট লগিং বিধান রয়েছে। ব্যক্তি শনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণের জন্য ডেটাহাব সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে বায়োমেট্রিক ম্যাচিং করা যেতে পারে।

এনটিএমসি জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন থেকে দেশকে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়ে আসছে। এভাবে এনটিএমসি 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সফলতার সঙ্গে Digital Bangladesh গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জনে প্রযুক্তির এই বিশ্বে ডেটা সেন্টারটি এনটিএমসির সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে জড়িত দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উত্তরোত্তর সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে আরও সফলভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

(১) ডেটাহাবে সংযুক্ত ডেটাসোর্সসমূহ

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রের ডেটাবেজ

(খ) রোহিঙ্গা ডেটাবেজ

(গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, (ড্রাইভিং, গাড়ি রেজি)

(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(ঙ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডেটাবেজ

(চ) অর্থবিভাগের ডেটাবেজ

(ছ) ইএসএএফ ডেটাবেজ

(২) আসন্ন ডেটাবেজ

(ক) পাসপোর্ট ডেটাবেজ

(খ) জন্মনিবন্ধন ডেটাবেজ

(গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডেটাবেজ

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় ডেটাবেজ (ই-পর্চা, ভূমি উন্নয়ন কর, ই- মিউটেশন)

(ঙ) ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর)

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক (বিএফআইইউ, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, এমএফএস, সিআইবি)

(ছ) RAB ক্রিমিনাল ডেটাবেজ

(জ) প্রিজন ইনমেট ডেটাবেজ সিস্টেম

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দর্শন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। প্রযুক্তির দিক থেকে এটি মানুষের সঙ্গে সমআচরণ প্রদর্শনপূর্বক সব শ্রেণির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। ডেটাহাব সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা সহজেই অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে এনআইডির প্রতারণামূলক ব্যবহার কমাতে পারি যা ডিজিটালাইজেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য ডেটাহাব সিস্টেম থেকে বিআরটিএ দ্বারা এনআইডি যাচাই করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষ এই সিস্টেম থেকে যানবাহন নিবন্ধনের তথ্য যাচাই করে। শিক্ষাগত তথ্যের সত্যতা ডেটাহাব সিস্টেমের মিররড ডেটাবেজ থেকে সম্পন্ন করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির উৎস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডেটাহাব সিস্টেম এই সমস্যার সমাধান করছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখছে।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সফল করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে NTMC অপরাধ শনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার (Hello Pakhi Location Finder)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণে সহায়তা প্রদান এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর অ্যানালাইসিস সুবিধা প্রদান

ফলাফল ও সুবিধাদি : আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং রিমোট অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

হ্যালো পাখি সিস্টেম ইন্টারফেস

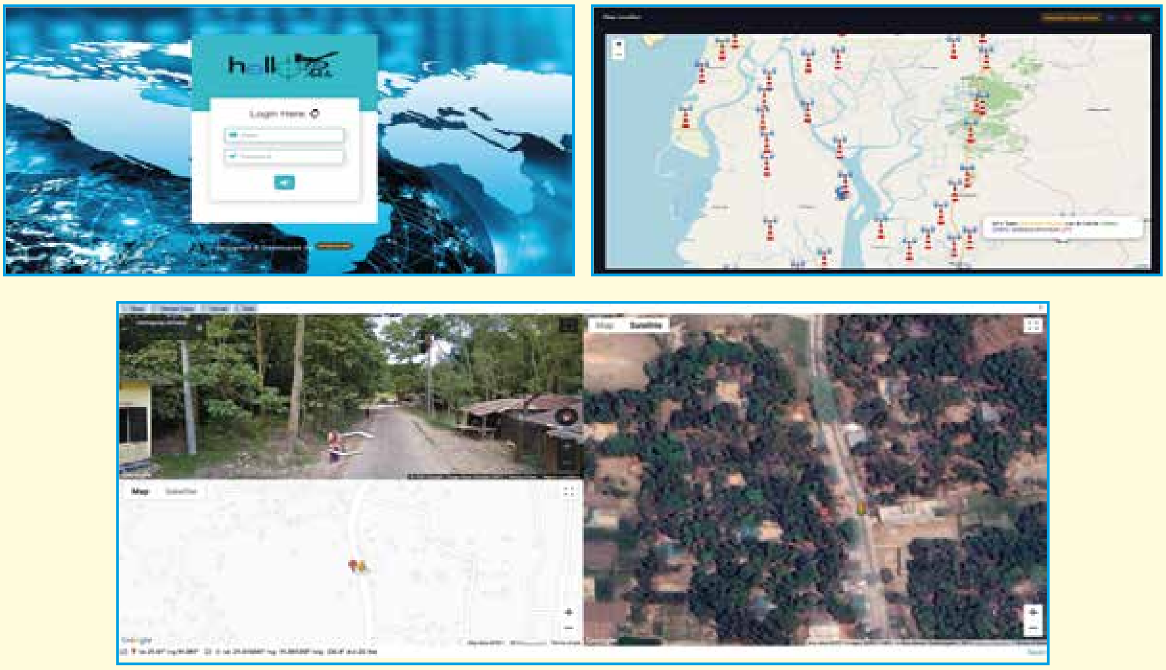

হ্যালো পাখি লোকেশন ফাইন্ডার অ্যাপ্লিকেশন-এর প্রসেস ম্যাপ

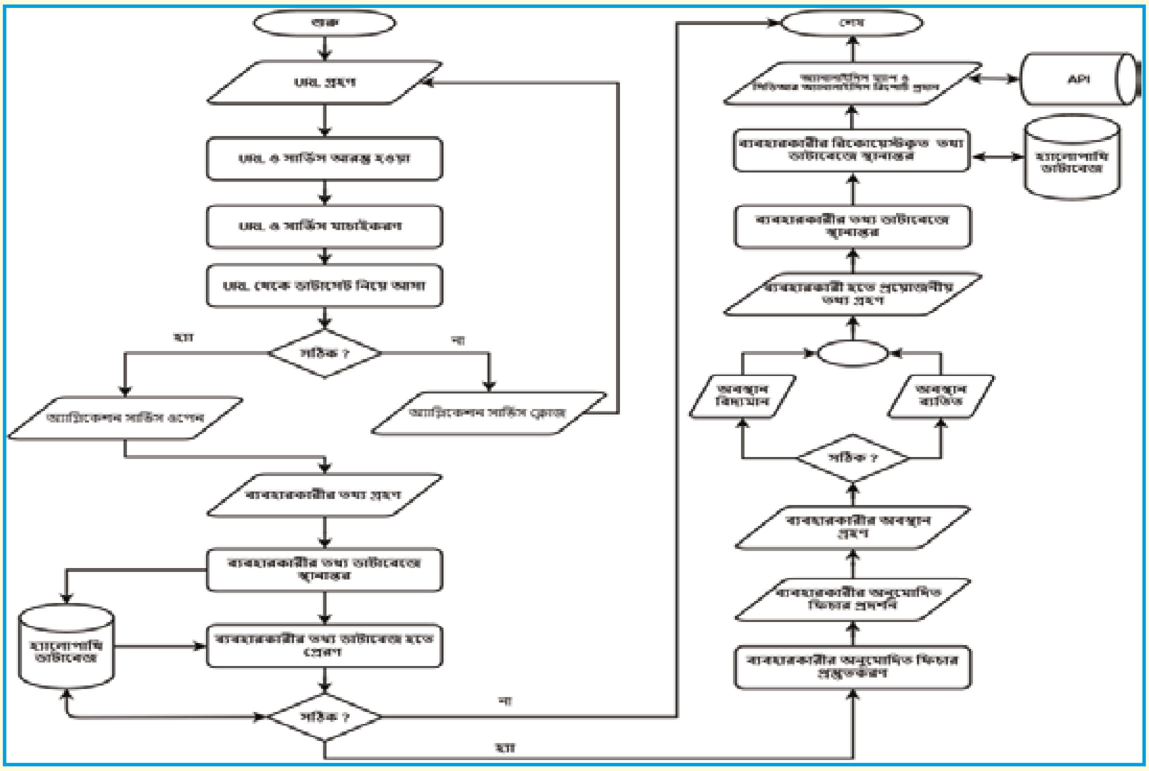

বিদ্যমান প্রসেসম্যাপ :

ধাপ সংখ্যা : ০৬
সম্পৃক্ত জনবল : ০৪
সময় : ০৩/০৪ কার্যদিবস

শুরু

ধাপ		
কোঅর্ডিনেটর বরাবর আবেদন দাখিল	০১	P: আবেদনকারী T : ০১ দিন
শাখার প্রেরণ	০২	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T : ০২ দিন
শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প.) নিকট প্রেরণ	০৩	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T : ০৩ দিন
সহকারী পরিচালক প্রশা. হতে ডিডি এড. এর নিকট প্রেরণ	০৪	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T : ০৩/০৪ দিন
ডিডি এডমিন হতে কো-কোঅর্ডিনেটরের নিকট প্রেরণ	০৫	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T : ০৪ দিন
কো-কোঅর্ডিনেটর মহোদয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	০৬	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T : ০৪ দিন

শেষ

প্রস্তাবিত প্রসেসম্যাপ :

ধাপ সংখ্যা : ০৩
সম্পৃক্ত জনবল : ০২
সময় : ০১ কার্যদিবস

শুরু

কোঅর্ডিনেটর বরাবর আবেদন দাখিল	০১	P: আবেদনকারী T : ০১ দিন
শাখায় প্রেরণ	০২	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T : ০১ দিন
শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প্র.) নিকট প্রেরণ	০৩	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T : ০১

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর ৮(১) ধারা মোতাবেক বিগত ২৫.০৩.২০১০ খি. তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত অ্যাক্টের বিধানাবলি অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯.০৬.২০১৩ খি. তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থার ১৭টি প্রথম শ্রেণির, ২৫টি ২য় শ্রেণির, ২০০টি ৩য় শ্রেণির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ১৪ জন প্রথম শ্রেণির, ৯ জন ২য় শ্রেণির, ১১৩ জন ৩য় শ্রেণির এবং ২৮ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৬৪ জন) কর্মরত।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩১৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতুবি আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ০১.০৭.২০২০ খ্রি. হতে ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) টি মামলায় ০৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

তদন্ত সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ হোটেল মধুমতিতে তদন্ত সংস্থার আয়োজনে সম্পন্ন হয় 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য' বিষয়ক কর্মশালা। উক্ত কর্মশালায় গোপালগঞ্জ জেলার প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তদন্ত সংস্থার কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। বর্তমান সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে সংঘটিত হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকরকরণ সম্পর্কে কর্মশালায় তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকরত অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে একটি সফল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

০৯ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখ আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে Empowering Archives ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধের সাক্ষ্য প্রমানসংক্রান্ত দুস্প্রাপ্য রের্কডপত্র উদ্ধার ও সংগ্রহসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে রের্কডপত্রসমূহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণা ও সংরক্ষণে ন্যাশনাল আরকাইভসে প্রেরণের গুরুত্ব আরোপিত হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধাপরাধী (১) আসামি গোলাম আযম (২) আসামি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও (৩) আসামি মীর কাশেম আলীর নিষ্পত্তিকৃত ০৩ (তিন)টি মামলার নথি হস্তান্তর করা হয় (ছবি : ২.১)।

ইতি:পূর্বে যুদ্ধাপরাধী (১) সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী (২) আব্দুল কাদের মোল্লা (৩) চৌধুরী মঈন উদ্দিন ও (৪) আশরাফুজ্জামান খানের নিষ্পত্তিকৃত ০৪ (চার)টি মামলার নথি ন্যাশনাল আরকাইভসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ তদন্ত সংস্থার আয়োজনে সম্পন্ন হয় 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য' বিষয়ক কর্মশালা

গোপালগঞ্জ , ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি (১. আসামি গোলাম আযম ২. আসামি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও ৩. আসামি মীর কাশেম আলীর) জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র.	শিরোনাম	বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়নাধীন
০১	স্টোর ম্যানেজ মেন্ট সিস্টেম	মালামালের চাহিদা সম্বলিত আবেদনটি অফিস প্রধানের Seen হয়ে শাখায় আসতে অনেক সময় ব্যয় হয়। জরুরি মালামাল উত্তোলনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিত। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় রিকুইজিশন অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার সিস্টেম চালু করার জন্য গত ১৯.১২.২০২০ তারিখে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতায় গত ১৫.২.২০২১ খ্রি. তারিখে রিকুইজিশন অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার সিস্টেম চালু করা হয়েছে।	প্রসেস ইনোভেশন	১. সফটওয়ারটি চালু করায় দ্রুত সময়ের মধ্যে মালামাল গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। ২. পণ্যের তালিকা আপলোড থাকায় চাহিদা মোতাবেক পণ্য আছে কি না সেটা জানা সম্ভব হচ্ছে। ৩. মালামাল শেষ হওয়ার পূর্বে অ্যার্মিং সিস্টেম থাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। ৪. এতে সময়, শ্রম এবং জনবলের সাশ্রয় হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

তদন্ত সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্র. নং	শিরোনাম	বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়নাধীন
০২	মামলার তদন্ত	১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত করছে তদন্ত সংস্থা। এ পর্যন্ত ৭৭টি মামলায় ৩২৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ৪২টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৭০ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০১ জনের বিরুদ্ধে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬ জনের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩টি মামলায় ২২২ জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে বিচারকার্যক্রম চলমান। বর্তমানে ২৮টি মামলায় ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশে বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট হতে সরাসরি এবং অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট ৬৯০টি মামলা/অভিযোগের বিপরীতে ৩৮২৬ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান/তদন্ত মুলতুবি আছে।	সার্ভিস ইনোভেশন	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের মাধ্যমে জাতিকে দায়মুক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত ও চলমান

২০২০-২০২১ সালে উদ্ভাবনী মেলার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে Vaccine প্রদান করা হচ্ছে এবং বাধ্যতামূলক মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস পরিধানসহ পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- তদন্ত সংস্থায় সাক্ষী, অতিথি কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সরকারের 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/Wear Mask, Get Service' নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এই সকল ব্যানার টানানো আছে। করোনাভাইরাস পরীক্ষান্তে বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষীদের হাজির করা হচ্ছে।
- প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে-এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতার জীবানুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অফিস আদেশ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- এই সংস্থায় প্রতিমাসে ৩৫০/৪০০ দর্শনার্থী আগমন করেন। সবার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নির্ণয়, স্যানিটাইজেশন ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- এই সংস্থায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রবেশে কড়াকড়ি, কোভিড-১৯ সতর্কতা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেওয়াসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- এই তদন্ত সংস্থা কর্তৃক সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত চ্যালেঞ্জ, যে কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করার নীতি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থবোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কোভিড-১৯-এর প্রতিরোধে গৃহীত সকল ব্যবস্থার ব্যয় তদন্ত সংস্থার বাজেটের কোড নং-৩২৫৫১০৫, ৩২৫৭৩০২ এবং ৩২৫৮১০৫ হতে ব্যয় করা হচ্ছে। এ যাবৎ এই সংস্থা হতে প্রায় ১,০৫,২৫২/- টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এইক্ষেত্রে এই সংস্থায় আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি।
- বাংলাদেশে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে এই মহামারি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ এবং নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
- আগত সাক্ষী এবং দর্শণার্থীদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- অফিস চলাকালে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।